www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ঈসালে সওয়াবের শরয়ী বিধান

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ایصال ثواب کی شرعی حیثیت

ঈসালে সওয়াবের শরয়ী বিধান

মূল
শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল কাদেরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈসালে সাওয়াবের শরয়ী বিধান
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল কাদেরী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০১১ ইং, ১০ জমাঃ আওয়াল ১৪৩২ হিজরি, ২ বৈশাখ ১৪১৮ বাংলা

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

Esale Sawaber Sar-e Bidan, By: Allamah Dr. Taher Al-kader. Translated By: Mohammad Abdul Mazid. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 140/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সূচীক্রম

১. ঈসালে সাওয়াবের অর্থ ১
২. ইহ ও পরকালে পরস্পর উপহার বিনিময় ৩
৩. উম্মতের ক্ষমার জন্য শাফায়াতের অবস্থা ৪
প্রথম অধ্যায় ১০
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অন্যের আমল দ্বারা উপকার লাভের প্রমাণ ১০
১. পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসার উপকারিতা ১১
২. সৎকর্মাদের আমলের বরকতে হত্যাকারীর ক্ষমা লাভ ১৩
পূন্যকর্মে অন্যকে অংশীদার করা আল্লাহর পছন্দনীয় আমল ১৬
৩. সম্পৃক্তদের আমলের দ্বারা মৃতের উপকারিতা ১৭
৪. সৎকর্মশীলদের আমলের দ্বারা পরবর্তী প্রজম্মের উপকার লাভ হওয়া ১৮
ইমাম হাসান মুজতাবার প্রমাণ উপস্থাপন ১৯
হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ২০
৫. শহীদ ও সালেহীন কর্তৃক স্বীয় ওসীলা গ্রহণকারী ও সম্পৃক্তদের জন্য উপকার করা ২১
৬. সৎ সন্তানের আমল দ্বারা মৃতের উপকারিতা ২৩
৭. দোয়া দ্বারা উপকারিতা ২৫
৮. দুনিয়ার ব্যক্তিগত উপার্জন দ্বারা অন্যদেরকে উপকৃত করা ২৯
৯. জানাযার নামায দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার ৩০
১০. কবর জগতের পূন্যবান প্রতিবেশীদের দ্বারা উপকার ৩১
১১. ফেরেশতাদের আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার ৩৩
১২. তরুতাজা ডালপালার তাসবীহ দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার ৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৬
لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰي (মানুষ তার প্রচেষ্টার ফলই পাবে)
আয়াতটি মূল মাসআলার বিপরীত নয় ৩৬
আল্লাহর বাণীতে মতবিরোধ নেই ৩৬
বরকতময় আয়াতটির প্রথম অর্থ : জবর ও কদরের মাসআলা ৩৮
দ্বিতীয় অর্থ : শরয়ী দায়িত্বের ধারণা ৪০
তৃতীয় অর্থ : আমলে মূলভিত্তি নিয়তের উপর ৪১
হিংসা একটি অভিশাপ ৪২
চতুর্থ অর্থ : ন্যায়পরায়ণতার নীতি ৪৩
অনুগ্রহের নীতির আলোকে ব্যতিক্রমাদি ৪৫
১. সৃষ্টি বিধানে ব্যতিক্রমের ধরণ ৪৫
২. দূরত্বের নীতিতে ভিন্নরূপ ৪৫
৩. সূর্যের নির্ধারিত কক্ষপথ পরিবর্তন ৪৫
৪. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন তাই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে পানাহার ব্যতিরেকে জীবিত রাখলেন ৪৬
তৃতীয় অধ্যায় ৪৯
হাদীসে পাকের আলোকে পূন্যময় আমলসমূহের সওয়াব পৌঁছানো ৪৯
১. অন্যের পক্ষে নফল নামায আদায় করা ৫১
২. রোযার সওয়াব পৌঁছানো ৫২
৩. হজ্বের ঈসালে সওয়াব ৫৩
৪. কুরবানীর সওয়াব পৌঁছানো ৫৪
৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছানো ৫৫
৬. তাসবীহ ও তাকবীরের সওয়াব পৌঁছানো ৫৬
৭. পানির কূপ ঈসালে সওয়াবের মাধ্যম ৫৭
৮. মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা ৫৮
৯. ফলের বাগানের সওয়াব পৌঁছানো ৫৯
১০. ঈসালে সওয়াবের জন্য দাসমুক্ত করা ৫৯
চতুর্থ অধ্যায় ৬১
ঈসালে সওয়াবের বৈধ পদ্ধতিসমূহ এবং প্রচলিত অতি সংযোজন ও অতি সংকোচন ৬১
ঈসালে সওয়ারে প্রচলিত বৈধ পদ্ধতিসমূহ ৬৪
১. প্রথম পদ্ধতি ৬৪
২. দ্বিতীয় পদ্ধতি ৬৭
৩. তৃতীয় পদ্ধতি ৬৮
উল্লেখিত বৈধ পন্থাসমূহের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের চিত্র ৬৯
মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতীবদের দৃষ্টি আকর্ষণ ৭১
২. বুযর্গানে দ্বীনের ঈসালে সওয়াবের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ ৭২
ওরসের আয়োজনে সীমালঙ্ঘন ও সংকীর্ণতা ৭৬
১. সৌভাগ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানকে মেলা বানিওনা ৭৬
২. শুধুমাত্র সেদিন দান-খায়রাত করা ফরজ (আবশ্যক) মনে করবে না ৭৭

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. হুযুর গাউসে পাকের প্রবর্তিত ঈসালে সওয়াবের বৈধ পদ্ধতি ৭৮
অবৈধ পন্থায় অতিরঞ্জনের চিত্রসমূহ ৭৮
পূণ্য অর্জনের ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা ৮০
পঞ্চম অধ্যায় ৮৩
ঈসালে সওয়াবের মাসআলা ও বিদআতের স্বরূপ ৮৩
বিদআতের শাব্দিক অর্থ ৮৪
বিদআতের পারিভাষিক অর্থ ৮৫
প্রত্যেক নতুন কর্মই কি অবৈধ ৮৬
প্রথম যুগে বিপরীত কিছু প্রচলিত বিষয় ৮৬
পূন্যময় আমলের জন্য সময় নির্ধারণ ৮৮
১. দরূদেপাক পাঠের জন্য জুমার দিবস নির্ধারণ ৮৯
২. নফল রোজার জন্য সোমবার ও বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট করণ ৯০
৩. ভ্রমণের জন্য দিন নির্ধারণ ৯০
৪. নফল ইবাদতের জন্য দিন নির্ধারণ ৯০
পূণ্যময় আমলকে কারো নামে সম্পর্কিত করা ৯১
ইবাদত আল্লাহর জন্য সওয়াব বান্দার জন্য ৯২
একটি ভ্রান্তির নিরসন ৯২
প্রমাণপঞ্জি ৯৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ইসলামে ঈসালে সওয়াব (মৃতের প্রতি সওয়াব পৌঁছানো) এর ধারণা মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মুসলমান একথার উপর একমত যে, জীবিতদের পুণ্যকর্মের সওয়াব তাঁদের মৃতরাও পেয়ে থাকে। কারণ পুণ্যকর্ম এমন আমল যা কখনো বিনষ্ট হয়না। উহার বরকতের পরিধি শুধু আমলকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা; বরং অন্যরাও ঐ রহমতের বৃত্তের মধ্যে শান্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করে থাকে। তেমনিভাবে পুণ্যকর্মের প্রভাব সময় ও যুগের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনা; বরং ইহ-পরকালের সর্বত্রে তার বিস্তৃতি রয়েছে।

ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুসলমানগণ মৃতদের ঈসালে সওয়াবের নিয়তে কুরআনখানি, যিকির মাহফিল, দান-খায়রাত ইত্যাদি বিশেষ পদ্ধতিগুলো পালন করে আসছে। এটা দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য মৃতদের গুনাহের ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাদের পরকালীন মর্যাদা বুলন্দ করার প্রার্থনা করা। যার সমর্থনে কুরআন ও হাদিসের অগণিত দলিল বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক শ্রেণীর ইসলামের দাবীদার ঈসালে সওয়াবের শরীয়তসম্মত পদ্ধতিকে শুধু অস্বীকার করছেনা; বরং এটাকে শিরক-কুফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। ফলে এ নিয়ে মুসলমানদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভক্তি অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারিতে পর্যন্ত গড়াতে দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী স্কলার, চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ঈসালে সওয়াব কি শরয়ী হায়ছিয়ত'* এতদবিষয়ের উপর কুরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল ভিত্তিক একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ। লেখক ঈসালে সওয়াবের শরীয়তসম্মত পদ্ধতির আলোচনার পাশাপাশি এ নিয়ে সমাজের বিভ্রান্তি, অতিরঞ্জন ও কুসংস্কারের দিকগুলোর স্বরূপও উম্মোচন করেন।

আশা করি পুস্তকটি পাঠে পাঠকবর্গ ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবে বলে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম হুযূর রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ঐ আলোকময় জীবন বিধান যাতে মানুষের জন্য ইহ ও পারলৌকিক সৌভাগ্য ও কল্যাণ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। আর ঐসব সৌভাগ্যের মধ্যে পুণ্যকর্ম এমন এক বুনিয়াদী বিষয় যেটির বিস্তীর্ণ পরিসীমায় সকাল-সন্ধ্যায় হাজারো কর্ম প্রবেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পরকালীন পুরস্কারের মূলভিত্তি ঐসব আমলের উপর রেখেছেন। এ নেক আমলসমূহ যেখানে স্বয়ং মানুষের নিজের উপকারে আসে তেমনি এটি অন্যদের ক্ষমা এবং মার্জনার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামের শিক্ষায় ঈসালে সওয়াবের পরিভাষাটি সর্বযুগে পরিচিত ছিল।

১. ঈসালে সওয়াবের অর্থ

ঈসালে সওয়াব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন ব্যক্তির নিজের কোন সৎকর্মের সওয়াব অন্যের নিকট পৌছানো। অধিকাংশ মুসলমানদের দৃষ্টিতে কোন মানুষের নিজের কোন নেক আমলের সওয়াব জীবিত কিংবা মৃতের নিকট পৌছানো দুরস্ত ও বৈধ আমল। চায় সে আমল নামায হোক কিংবা রোযা; কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, তাওয়াফ, হজ্ব ও ওমরা কিংবা এতদভিন্ন অন্য কোন নেক আমল হোক। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

فَلِلإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صَلَوةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ أَوِ الأَذْكَارِ أَوْ غَيْرُ ذَالِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَيَصِلُ ذَالِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ.

'কোন মানুষের নিজের নেক আমলের সওয়াব অন্যের নিকট পৌছানো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে জায়েয, চায় ওই আমল নামায হোক কিংবা রোযা, হজ্ব, সদকা- খায়রাত, কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির অথবা এগুলো ব্যতীত যে কোন প্রকারের নেক আমল হোক। আর এ সব আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে থাকে এবং তাকে উপকৃত করে।'[১]

[১]. হাশিয়ায়ে তাহাবী আলা মারাকিউল ফালাহ, পৃষ্ঠা : ৩৭৬

এজন্য ইসলামী শরীয়তে এটি মীমাংসিত বিষয় যে, এক ব্যক্তির দোয়া ও নেক আমল অন্যকে উপকৃত করে, একজনের পুণ্যময় আমলের দ্বারা অন্যের বরকত মিলে, একজনের সুপারিশের দ্বারা অন্যের ক্ষমা হয় এবং একের প্রচেষ্টায় অপরের মর্যাদার স্তরে উন্নতি লাভ হয়। যেমন কুরআন মজীদে মহান রবের বাণী,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴿١٠﴾

"(এবং) সেসব লোক তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ঐসব ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।"[২]

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ক্ষমা শুধুমাত্র আমাদেরকে নয়; বরং যেসব ঈমানদার আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকেও ক্ষমা করুন। এভাবে তারা নিজেদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষমার জন্যও দোয়া করে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী সাক্ষী যে,

أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ ، تَدْخُلُ قُبُورَهَا بِذُنُوبِهَا ، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لاَ ذُنُوبَ عَلَيْهَا ، تَمْحَصُ عَنْهَا ذُنُوبَهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهَا.

'আমার উম্মত হল উম্মতে মারহুমা (যাদের উপর অন্তহীন করুণা করা হয়েছে)। তারা নিজেদের গুনাহসমূহ নিয়ে কবরে প্রবেশ করবে কিন্তু যখন কবর থেকে উঠবে তখন একটি গুনাহও তাদের থাকবে না। আর তা এ কারণে যে, তাদের পরে জীবিত মুমিনগণ তাদের জন্য দোয়া এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে।'[৩]

ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে যারা মার্জনার মুখাপেক্ষী হবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এখন বাকী থাকল এ কথা যে, যাদেরকে পূর্বে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাদের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থনার অর্থ কি? তখন তাদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার দোয়ার অর্থ এটি হবে যে, তাদের পদ মর্যাদা ও অবস্থান সুউচ্চ করা

[২]. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত : ১০
[৩]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১২৮

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হবে। এটি হুবহু ঐ দর্শনই যে, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত এবং নির্মল হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গুনাহ থেকে মুক্ত হয়েও ক্ষমা চাইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্নই ছিল না। কারণ তাঁরই রহমতে এ সৃষ্টিজগত পরিপূর্ণ এবং তাঁর কারণেই তো পূর্বাপর সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে,

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝٢

"যাতে আল্লাহ আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"[৪]

আর তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিজের জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করা মর্যাদা বৃদ্ধিরও উদ্দেশ্যে ছিল। ঠিক একইভাবে যেসব খোদাভীরু, সৎকর্মশীল, সম্মানিত ওলী ও সালেহগণ ওফাত লাভ করেন তারা তো স্বয়ং ক্ষমাপ্রাপ্ত, তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করা এবং ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থাও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হয়ে থাকে। আর মর্যাদা বৃদ্ধির তো কোন সীমা নেই। আল্লাহ পুন্যবান বান্দাদের যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মর্যাদা নসীব হয়, তাহলে আমাদের দান ও খায়রাতের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা আরো একটি স্তর উঁচু হয়ে যাবে। ঈসালে সওয়াবের ঐ পুন্যময় আমলের প্রত্যুত্তরে তারা আমাদের জন্য নেকী ও দোয়ার উপঢৌকন ফিরিয়ে দেবেন।

২. ইহ ও পরকালে পারস্পরিক উপহার বিনিময়

কুরআনের নীতি হচ্ছে, যখন আপনি কাউকে সালামের উত্তর দিন, তাহলে কমপক্ষে তাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিন। আর উত্তম হলো যে, তাকে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে দেবেন। আল্লাহর পুন্যবান বান্দাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ ۝٨٦

"এবং যখন (কোন বচনে) সালামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মান করা হয়, তখন তোমরা প্রত্যুত্তরে তা অপেক্ষা উত্তম বচন পেশ করো কিংবা (কমপক্ষে) অনুরূপ (বচন জবাবে) ফিরিয়ে দাও।"[৫]

[৪]. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২
[৫]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এজন্য যদি কেউ কাউকে (السلام عليكم) 'আস্ সালামু আলাইকুম' বলে তখন উত্তরে (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলা চায়। অর্থাৎ যদি কেউ শান্তির উপহার দেয় তাহলে তাকে শান্তির সাথে কল্যাণ ও রহমতের উপহার প্রদান করো। এজন্য যখন আমরা আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্যধন্য বান্দা। নবী, ওলী ও সৎকর্মশীলদের মর্যাদার উন্নতির জন্য কুরআনখানী, দান-খয়রাত, দোয়া ও নেক আমলের সওয়াবসমূহ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করবো তখন তারা এর উত্তরে কুরআনের উক্ত বিধাননুযায়ী উত্তম উপঢৌকন আমাদের প্রতি কেন ফিরিয়ে দেবে না? অথচ তারা এতই দানশীল যে, কোনরূপ উপহার ছাড়াও আমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি হযরত দাতাগঞ্জে বখশ রাহমতুল্লাহি আলাইহির জন্য কুরআনখানি, সদকা, খয়রাত, নেকআমল ও তাকওয়ার সওয়াব উপহারস্বরূপ পেশ করবে তখন নূরানী মাযারে হযরত দাতাগঞ্জে বখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র হাত উত্তোলিত হয়ে যাবে যে, হে মহামহিম রব! তোমার বান্দা আমার বুলন্দী ও মর্যাদার জন্য এ উপহার দিয়েছে, তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমার উপহার দান করুন। এরূপ উপহার বিনিময় যেমন দুনিয়াতে চলে তেমনি আখিরাতেও এটি অব্যাহত থাকবে।

৩. উম্মতের ক্ষমার জন্য শাফায়াতের অবস্থা

১. শাফায়াতে কুবরা : হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এটিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শাফায়াতে কুবরা (বড় সুপারিশ)'র মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং সাথে সাথে অন্যান্য সম্মানিত নবী, ওলী ও সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে শাফায়াতে সুগরা (ছোট সুপারিশ)'র নেয়ামত দান করে সকল উম্মতের জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা করেছেন। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এ বার্তা নিয়ে ফেরেশতা প্রেরণ করলেন যে, হে মাহবূব! আমি দুটি জিনিস আপনাকে প্রদান করছি ঐ দুটির মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন। হে মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যদি চান, তাহলে আপনার অর্ধেক উম্মতকে বিনা হিসাব-কিতাবে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যদি চান আপনাকে শাফায়াতের অধিকার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিয়ে দেয়া হবে, যার ব্যাপারে আপনি সুপারিশ করবেন তাকে আমি ক্ষমা করে দেব, উৎসর্গ হোন তাঁর দয়া ও করুণার চরণে। হুযূর আরো ইরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ.

'হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, যেন শাফায়াতের অধিকার গ্রহণ করি কিংবা আমার অর্ধেক উম্মত বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আমি শাফায়াতের অধিকার গ্রহণ করলাম।'[৬]

আর তা এজন্য যে, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে প্রথমবস্থায় অর্ধেক উম্মত পর্যন্ত গিয়ে ক্ষমার সীমা শেষ হয়ে যায় আর শাফায়াতের অধিকার লাভের পর আমি যতক্ষণ চাইব, যার জন্য চাইব ক্ষমা প্রদত্ত হবে।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাফায়াতের অধিকার প্রদান করলেন। আর কিয়ামত দিবসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মতদের ক্ষমার জন্য এ অধিকার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করবেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাহবূবের সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত ক্ষমা করতে থাকবেন। যেভাবে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

"এবং আপনার রব অচিরেই আপনাকে (এমন কিছু) দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"[৭]

হে মাহবূব! জান্নাত ও দোযখ সৃষ্টিতে আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন নেই, কেউ নেককার হোক কিংবা পাপী তাতে আমার প্রভূত্বে ও মর্যাদায় কোনরূপ উপকার কিংবা ক্ষতি সাধিত হয় না। কেউ সিজদা করুক কিংবা না করুক তাতে আমার খোদায়ীত্বে কোন পার্থক্য আসবে না। আমি অমুখাপেক্ষীতার মর্যাদার (শানে সামাদিয়্যাত) অধিকারী। আমি কারো অনুকম্পার প্রত্যাশী নই। হে মাহবূব! দুনিয়া ও আখিরাতের এ যাবতীয়

[৬]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ২/৭৫
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আদ্ দোহা, আয়াত : ৫

ব্যবস্থাপনা ও সমাবেশ আপনার জন্যই সাজিয়েছি। আর যখন আপনি শাফায়াতের অধিকার চাইলেন তখন আমি আপনাকে এমন অধিকার প্রদান করলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মোবারক হাত সুপারিশের জন্য উঠতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমার ধারা অব্যাহত থাকবে। এ কারণে হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো আকা! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন যে, যতক্ষণ আপনি সন্তুষ্ট হবেন না ততক্ষণ আপনাকে দান করা হবে। তাহলে আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কখন সন্তুষ্ট হবেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলতে লাগলেন, আমার রবের মর্যাদার শপথ! যদি আমার উম্মতের একজনও জাহান্নামে থেকে যায় আমি সন্তুষ্ট হব না। পরিশেষে সকল উম্মতের ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টির ধারা সমাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করতে থাকবেন আর আল্লাহ তা'আলা উম্মতদেরকে ক্ষমা করতে থাকবেন। এমনকি হুযূর ইরশাদ ফরমান,

فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

'আমি আবেদন করবো, হে আমার রব! আমাকে তাদের সুপারিশের জন্যও অনুমতি দান করুন যারা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার মর্যাদা, মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও মহিমার শপথ! আমি অবশ্যই দোযখ থেকে তাদেরকেও বের করে আনবো যারা অকপট মনে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ পাঠ করেছে।'[৮]

এখানে যদি কেউ এ আপত্তি উত্থাপন করে যে, অসৎকর্মশীলদের উপর কবর ও আখিরাতে শাস্তির বিধান কোথায় গেল? এর উত্তর হলো যে, অসৎকর্মশীলদের উপর শাস্তির বিধান অতিক্রান্তের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ সবশেষে প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা করিয়ে নেবেন। যদি সুপারিশ না হতো তাহলে মন্দকর্মাগণ স্থায়ীভাবে শাস্তি পেতে থাকতো। এ সুপারিশ হলো এরূপ যে, বান্দা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থলে শাফায়াতের অনুকম্পায় পরিত্রাণ লাভ করবে।

[৮]. সহীহ বুখারী শরীফ, ২/১১১৯

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. শাফায়াতে সুগরা : আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত শাফায়াতের অধিকার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্যও নির্ধারণ করে রেখেছেন। দু'প্রকার শাফায়াত দান করা হয়েছে। (১) শাফায়াতে কুবরা ও (২) শাফায়াতে সুগরা। শাফায়াতে কুবরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মকামে মাহমূদের শান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে আর শাফায়াতে সুগরা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল উম্মতের জন্য নির্ধারিত হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীদেও জন্য কুরআন সুপারিশ করবে, রোজা পালনকারীর জন্য রোজা সুপারিশ করবে, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনকারীর জন্য হাজরে আসওয়াদ সুপারিশ করবে যে, হে মহান রব! তার ঠোঁট আমার সাথে লেগেছিল, একইভাবে কা'বা শরীফও সুপারিশ করবেন। আউলিয়ায়ে কেরামগণও সুপারিশ করবেন। পুণ্যাত্মাগণ (সালেহীন) ও সুপারিশ করবেন। সৎকর্মা সন্তানগণও সুপারিশ করবেন এমনকি নিষ্পাপ (মা'সূম) শিশুরাও সুপারিশ করবেন। আমরা কিভাবে শাফায়াতের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারি। যখন নিষ্পাপ শিশুরা মৃত্যুবরণ করে তখন তার সুপারিশ প্রার্থনা করা হয় এভাবে যে, এ মা'সূমকে আখিরাতে আমাদের সুপারিশকারী বানিয়ে দিন। এটি জানাযার নামাযের দোয়া। যদি বাচ্চারা সুপারিশ করতে না পারেন, তাহলে জানাযা নামাযের দোয়া নিস্ফল ও অনর্থক হয়ে যাবে।

কোন তৃষ্ণার্তকে পানি পান করালে সেও সুপারিশ করবে, কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত কুকুরকে ব্যান্ডেজ-পট্টি লাগিয়ে দিলে সে আমলটিও সুপারিশের মাধ্যমে হয়ে যাবে, কোন অসুস্থের সেবা-শুশ্রুষা করা হলে সেটিও সুপারিশের কারণ হবে।

আর যা তিনি বলেছেন, فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ 'আমি সুপারিশ করাটা পছন্দ করে নিলাম'-এর মর্মার্থ হলো, আমি উম্মতের ক্ষমার জন্য সুপারিশের জাল বিছিয়ে দিয়েছি, প্রত্যেকের সুপারিশের জন্য হাজারো পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি আর যখন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না তখন সবুজ গম্বুজের নীচে অবস্থানকারী হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে শাফায়াত কুবরার ঝান্ডা উত্তোলন করে দেবেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক, নেককার, আওলিয়ায়ে কেরাম ও সালেহীনকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

www.AmarIslam.com

অতঃপর তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তর হাজারের অধিক লোককে বিনা হিসাবে ক্ষমা করিয়ে নিবেন।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا.

'হযরত মুহাম্মদ বিন যিয়াদ আল আলহানী বর্ণনা করেন, আমি আবু উমামা হতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার রব আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং প্রতি হাজার লোকের সাথে আরো সত্তর হাজার ব্যক্তির উপর শাস্তি হবে না।'[৯]

এভাবে হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আমার উম্মতের উপর এটিও আল্লাহর বড় অনুগ্রহ হবে যে, আখিরাতের শাস্তিকে কবরের আযাবের আকৃতিতে নিঃশেষ করে দেয়া হবে। কবরে শাস্তি দান করে কবরসমূহ থেকে তাদেরকে এভাবে উঠানো হবে যেন তাদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর যখন তারা কিয়ামতের ময়দানে আগমন করবে তখন শুধুমাত্র আমার শিরেই শাফায়াতের মুকুট শোভা পাবে। অতএব সুপারিশের এ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে যেন একের আমল অন্যকে উপকৃত করে, একজনের নেকী দ্বারা অন্যের বরকত মিলে, একজনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্যকে শাস্তি ও মুসিবত থেকে নিস্কৃতি ও পরিত্রাণ দেয়া হয়। এসবই ঈসালে সওয়াব তথা মৃতের রূহে সওয়াব পৌছানোর প্রকৃতি ও ধরণ। যদি অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ না হতো, সওয়াব না পৌছতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনো এ ব্যবস্থাপনা প্রদান করতেন না। কারণ প্রকৃত নিয়ম একটিই। ঐ নিয়মে কোনরূপ মাতলামীর ধারণাই করা যেতে পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ ও বিশুদ্ধ যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এক ব্যক্তির নেক কর্মের সওয়াব অন্য ব্যক্তির নিকট পৌছান। আগত পৃষ্ঠাসমূহে আমরা এ

[৯]. সুনানে তিরমিযী, ২/৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাসআলার শরয়ী অবস্থান কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করে মূল প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করব।

সর্বপ্রথম আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো যে, কোন এক ব্যক্তির আমল অন্যের জন্য উপকার লাভের মাধ্যম হয় কিনা এবং এটির শরয়ী ভিত্তি কি?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অন্যের আমল দ্বারা উপকার লাভের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ নীতি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজনের আমল দ্বারা অন্যের নিকট উপকার পৌছান। শুধুমাত্র এটি নয় যে আত্মীয়দের আমলের সওয়াব মৃতের নিকট পৌছে; বরং কোন সৎ, খোদাভীরু, মু'মিন ও বুযুর্গের আমলের উপকারিতা পরবর্তী প্রজন্মরাও পেয়ে থাকে। অন্যের আমলের উপকারিতার নীতি প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের সূরা তুর'র ২১ নং আয়াত যথার্থ দলীল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ﴿٢١﴾

"এবং ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেবো আর আমি তাদের কর্মসমূহের (প্রতিদানে) কিছু অংশ কমাবো না।"[১০]

উল্লেখিত আয়াতে করীমায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, ঐসব পরিপূর্ণ ঈমানদারগণ যারা স্বয়ং নেকীসমূহ অর্জন করে গেলেন সততা, খোদাভীরুতা, তাপস্য সংযমের জীবন অতিবাহিত করে গেলেন, কিন্তু তাদের সন্তানগণ এতো নেক আমল করতে পারেনি এবং তাদের বুযর্গদের মর্যাদায় পৌছতে অক্ষম হল কিন্তু প্রথমতঃ তাদের সাথে ঐ বুযর্গদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ তারা স্বীয় বুযর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুকরণ করেছে। কুফরী গ্রহণ করেনি। এজন্য এ দুই কারণের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে ঐ বুযর্গদের আত্মীয় ও সম্পৃক্তদেরকে তাদের কর্মসমূহের কারণে হিসাব ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঐসব বুযর্গদের সাথে মিলিয়ে দেবেন অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানদারদের সৎকর্মসমূহের বরকতে তাদের সন্তানগণ এবং বংশধরদেরও সওয়াবের অংশ মিলবে এবং ঐসব পুণ্যবান লোকদের আমলের প্রতিদানেও কোন প্রকার হ্রাস করা হবে না।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা তূর, আয়াত : ৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসার উপকারিতা

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যখন কোন বান্দা অন্য কোন আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসে কিয়ামত দিবসে দয়াময় রব ঐ ভালবাসার উপকার দেবেন এবং তাদের উভয়কে মিলিয়ে দেবেন। এ কথার সমর্থন হুযূর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মহান বাণী থেকে পাওয়া যায়,

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقُولُ : هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ.

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ঐ দু' বান্দা যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, তাদের মধ্যে একজন যদিও প্রাচ্যে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে অবস্থান করে। এরপরও আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন, এটি (তোমাদের সাক্ষাৎ) ঐ পারস্পরিক ভালবাসার ফল, যা তোমরা নিরেট আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করেছিলে।'[১১]

এ পবিত্র হাদীসে মূলতঃ উল্লেখিত আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কিয়ামতের দিন দু'ব্যক্তি এমন হবে যারা পৃথিবীতে একে অপরকে কেবল এজন্যই ভালবাসত যে, সে আল্লাহর পুণ্যবান ও সম্মানিত বান্দা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বতকারী সত্যিকার গোলাম। অর্থাৎ তাদের এ আন্তরিক ভালবাসা কোন পার্থিব উপকার, সম্মান, পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ এবং বৈষয়িক কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হবে না বরং শুধুমাত্র নেককার ও পুণ্যবান হওয়ার কারণে হবে। এ অবস্থায় তাদের একজন সুদূর প্রাচ্যে অবস্থানকারী অপরজন কোথায় পাশ্চাত্যে। এতো দূরত্ব ও ব্যবধানের কারণে যদিও জাহেরী জীবনে তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্ক এতই মহান ও সুদৃঢ় একটি বিষয় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

[১১]. মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৪২৭

www.AmarIslam.com

ফরমান, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ নেকবান্দার হাত ধরে তাকে অপর নেককার বান্দার সাথে মিলিয়ে দেবেন এবং বলবেন, তুমি পৃথিবীতে অকৃত্রিমভাবে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার এ পুণ্যবান বান্দাকে ভালবাসতে, আজ আমি তোমাকে তার সাথে মিলিয়ে দিলাম। অতএব যেখানে সে যাবে সেখানে তুমিও গমন করবে, যে উত্তম প্রতিদান ঐ নেকবান্দাকে দেয়া হবে তা তোমাকেও দেয়া হবে।'

٢- عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত আবু ওয়ায়েল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলেন, যে এমন এক গোত্রকে ভালবাসে যাদের সাথে সে মিলিত হয়নি? তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মানুষ যাকে ভালবাসে (হাশরে) তার সাথেই থাকবে।'[১২]

এ পবিত্র হাদীসে কোন ব্যক্তির সৎকর্মের বরকতে অন্যের নিকট উপকার পৌঁছার প্রমাণ রয়েছে। আর তা এটির ভিত্তিতে যে হয়তো ঐ মুহাব্বতকারী ব্যক্তি স্থানের দূরত্ব ও সময়ের কারণে অপর কোন সৎবান্দা থেকে ফয়েজ (অনুকম্পা) লাভ করতে পারেনি কিন্তু সে এমন ব্যক্তিকে ভালবাসত যে আল্লাহর নেককার বান্দা ছিল খোদাভীরু, পরহেযাগার ও সৎ ছিল। অতএব ঐ সম্মানিত বান্দার নেক আমলসমূহের বরকত ঐ মুহাব্বতকারী ব্যক্তিরও মিলবে এবং সে কিয়ামতের দিন তার সাথে থাকবে। ভালবাসা এমন এক চিরন্তন ও অবিনশ্বর বন্ধন, মৃত্যুর প্রাচীরও এটির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না আর মৃত্যু তো এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম।

দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তির আল্লাহর এমন কিছু সংখ্যক বান্দার সাথে ভালবাসা ছিল কিন্তু নেক আমলের ক্ষেত্রে সে ঐসব

[১২]. সহীহ বুখারী শরীফ, ২/৯১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুণ্যবান বান্দাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি তাহলে নববী ইরশাদ অনুযায়ী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের সাথে সত্যিকার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কারণে কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথে অবশ্যই মিলিয়ে দেবেন এবং ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ এবং ফলাফলও পুণ্যবান সম্মানিত বান্দাদের সাথেই হবে।

উপরিউক্ত পবিত্র হাদীস সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসার কারণে এক ব্যক্তির আমলের উপকার অন্যের নিকট পৌঁছে। এক ব্যক্তি আমল করেছে, কিন্তু অপর ব্যক্তি করতে পারেনি। বুযর্গী, বেলায়ত, খোদাভীরুতা, রূহানিয়্যাত, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও বন্দেগীতে এক ব্যক্তি যে সুউচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান পেয়েছে অন্যজন তার আমলসমূহের মাধ্যমে ঐ অবস্থান অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু যখন তার আল্লাহর ঐ সব নেক বান্দাদের সাথে নিরেট আল্লাহর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল, যাতে কোনরূপ পার্থিব উপকার লোভ-লালসা ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁদের আমলসমূহের বরকত, তাদের ইবাদতের ফযীলত ও মর্যাদাসমূহের মধ্যে এবং তাঁদের বিনিময় ও প্রতিফলে তাঁদের অনুসারী এবং বিশ্বাসীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন, আর ঐ সৎব্যক্তিদের কর্মের প্রতিদানে কোনরূপ হ্রাসও করা হবে না।

২. সৎকর্মাদের আমলের বরকতে হত্যাকারীর ক্ষমা লাভ

কর্মসমূহের পরিণাম, প্রতিফল এবং পুরস্কার ও শাস্তির সীমা নিয়তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এ সংকল্প করে ঘর থেকে বের হয় যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করছি তাহলে তার আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরতের সওয়াব মিলবে আর যে পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণে হিজরত করবে তার পার্থিব জগত মিলে যাবে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার করুণা ব্যাপকতর। তাই যে ব্যক্তি যে অভিপ্রায়ে কর্মসম্পাদন করে আল্লাহর মহান সত্তা আমলের পূর্ণতা ব্যতিরেকেও এর পূর্ণ প্রতিদান তার সৎনিয়তের ভিত্তিতে তাকে দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ ﴿١٠٠﴾

www.AmarIslam.com

"এবং যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরতকারী হয়ে বের হয়েছে, অতঃপর তাকে (পথিমধ্যেই) মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তাহলে তার বিনিময় (পুরস্কার) আল্লাহর দায়িত্বে এসে গেছে।"[১৩]

আয়াতে করীমায় এ কথার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ব্যক্তিই হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল যদিও সে হিজরত পূর্ণ করতে পারেনি কিন্তু যেহেতু হিজরতের সংকল্প নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা ঐ নেক আমলের পূর্ণ প্রতিদান দান করাকে আপন দায়িত্বে আবশ্যক করে নিয়েছেন। যদিও মৃত্যুর কারণে তার হিজরতের আমলটি পূর্ণতায় পৌঁছেনি। হযরত সায়্যিদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

'কর্মসমূহের মূলভিত্তি নিয়্যতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেটিই পাবে যেটির সে নিয়্যত করেছে, অতএব যে দুনিয়া অর্জনের জন্য কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য হিজরত করেছে তাহলে তার হিজরত সেটির জন্যই হবে যেটির লক্ষ্যে সে হিজরত করেছে।'[১৪]

২. এ কথার ব্যাপক সমর্থন সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও পাওয়া যায়,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ

[১৩]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১০০
[১৪]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدْ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইটি হত্যা করল, অতঃপর সে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে এক বড় পাদ্রী (খ্রিষ্টানদের দুনিয়া বিমুখ উপাসক)'র সন্ধান দেয়া হল। সে ঐ পাদ্রীর নিকট গেল এবং বলল যে, সে নিরাব্বইটি হত্যা করেছে, এখন কি তার তাওবা করার সুযোগ রয়েছে? তিনি বললেন, না। সে ব্যক্তি ঐ পাদ্রীকেও হত্যা করে একশটি হত্যাকাণ্ড পূর্ণ করল। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীপৃষ্ঠে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তখন তাকে একজন আলেমের ঠিকানা দেয়া হলো। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললো যে, সে একশটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার কি তাওবা কবুল হতে পারে? আলেম উত্তর দিল, তোমার এবং তাওবার মধ্যে কোন বস্তু প্রতিবন্ধক হতে পারে! যাও, অমুক অমুক স্থানে যাও, সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদত করছে, তুমিও তাদের সাথে ইবাদত করো, আর নিজের এলাকার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, কারণ সেটি মন্দ স্থান। অতএব সে রাওয়ানা হয়ে গেল। যখন সে অর্ধপথ পর্যন্ত পৌছল তখন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসল। আর তাতে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। রহমতের ফেরেশতা বলল, এ ব্যক্তি তাওবাকারী ও আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়ে আগমন করেছে। আর

www.AmarIslam.com

আযাবের ফেরেশতা বলল, সে বিন্দুমাত্র নেক আমল করেনি। অতঃপর মানবাকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমন করলো, তারা তাকে নিজেদের মধ্যে বিচারক বানিয়ে নিল। সে বললো, উভয় যমীনের মধ্যে পরিমাপ করো আর সে যে যমীনের অধিক নিকটবর্তী ছিল সে যমীনের আওতায় পড়বে। যখন তারা পরিমাপ করল, তখন দেখলো সে ঐ যমীনের অধিক নিকটবর্তী ছিল, যেখানে সে গমনের ইচ্ছা করেছিল। অতঃপর রহমতের ফেরেশতা তার রূহ গ্রহণ করে নিল।'[১৫]

উক্ত হাদীসে পাক থেকে প্রথমত এটা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু সৎনিয়ত এবং সৎ ইচ্ছারও পুরোপুরি বিনিময় দান করেন যদি আমল নানাবিধ কারণে পূর্ণ হতে নাও পারে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা নেক ও সৎবান্দাদের আমলসমূহের বরকতে গুনাহগারদেরকেও উপকৃত করেন। যেভাবে উক্ত হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একশ ব্যক্তির হন্তা যেহেতু সৎ নিয়ত সহকারে তাওবার উদ্দেশ্যে নেককারদের মহল্লা অভিমুখে রাওয়ানা হয়েছিল, এজন্য আল্লাহ তা'আলা ঐসব পুণ্যবানদের সৎকর্মসমূহের বরকত এবং তাদের দিকে হিজরতের নিয়তের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ হাদীসের এক স্থানে সহীহ মুসলিম শরীফে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি এখনো সামান্য দূরত্ব (পথ) অতিক্রম করেছিল যে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসল। আল্লাহর নেক ও সৎবান্দাদের জনপদ সংযোগের দিক থেকে দূরে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সুসম্পর্কের কারণে লজ্জিত হন। এজন্য আল্লাহ পাক যমীনকে সংকুচিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন, ফলে সে ঐসব পুণ্যাত্মাদের লোকালয়ের নিকটবর্তী হয়ে গেল। তাই রহমতের ফেরেশতা তার রূহ কবয করে নিয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১৬]

পুণ্যকর্মে অন্যকে অংশীদার করা আল্লাহর পছন্দনীয় আমল

উল্লেখিত বর্ণনায় দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে সংকুচিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির আমলের সওয়াব, বিনিময়, বরকত ও ফযীলতসমূহতে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা

[১৫]. সহীহ মুসলিম শরীফ, ২/৩৫৯, সহীহ বুখারী শরীফ, ১/৪৯৩
[১৬]. সহীহ মুসলিম শরীফ, ২/৩৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর নীতি ও সুন্নাত এবং এ পদ্ধতি আল্লাহর পছন্দনীয়। যখন নেক আমলের প্রতিদানে অন্যকে অন্তর্ভুক্ত করা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সুন্নত বলে অভিহিত করা হলো তাহলে যে আমল স্বয়ং আল্লাহর সুন্নত এবং তাঁর নিকট প্রিয় হয়, যদি বান্দাদের মধ্যে কেউ অপরের জন্য ঐ আমলটি করে থাকে অর্থাৎ নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করে এটির প্রতিদানে অন্যকে শরীক করতে চায় তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ আমলটি কেন পছন্দনীয় হবে না?

৩. সম্পৃক্তদের আমলের দ্বারা মৃতের উপকারিতা

উত্তরাধিকার সম্পদ হলো মানুষের ঐ অধিকার যেটিকে শরীয়ত বংশীয় আত্মীয়তার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। তাতে কোন গরীব, ধনী, ইয়াতীম ও মিসকীনের কর্তৃত্ব নেই। উত্তরাধিকার সম্পদ না সেবার বিনিময়ে নির্ধারিত হয়ে থাকে আর না অসচ্ছলতার কারণে; বরং সন্তাদের মধ্যে কেউ ধনী হোক কিংবা গরীব, কেউ মা-বাবার সেবা করেছে কিংবা করেনি, কেউ তাদের বাধ্য ছিল কিংবা অবাধ্য অথবা কেউ মৃত্যু অবধি তার মা-বাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি, কিন্তু এরপরও তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে শরয়ী নির্ধারিত অংশ মিলবে। এজন্য শরয়ী বিধান অনুযায়ী কেউ আপন সন্তানদেরকে স্বীয় উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কেননা উত্তরাধিকারের অধিকার তো সৃষ্টি হয়ে থাকে মৃত্যুর পর। এজন্য যে অধিকার এখনো সৃষ্টিই হয়নি কেউ সেটি থেকে কিভাবে বঞ্চিত করতে পারে।

যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, শরীয়তে উত্তরাধিকার সম্পদ শুধুমাত্র হকদারদের জন্য হয়ে থাকে কোন অনধিকৃতের সেখানে কোনরূপ দখল নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনে হাকীমে ঐ উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের সময় উত্তরাধিকারহীন নিঃস্ব-অসহায়দেরকেও সম্মানজনক পন্থায় কিছু না কিছু দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"এবং যদি (উত্তরাধিকার সম্পদের) বণ্টনকালে (মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন) নিকটাত্মীয় এতিম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত থাকে তবে তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে কিছু অংশ তাদেরকেও দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো।"[১৭]

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কুরআন মজীদ ইয়াতীম, মিসকীন ও উত্তরাধিকারহীন আত্মীয়-স্বজনদেরকে কিছু দান করতে নির্দেশ কেন দিয়েছে, এটির রহস্য ও দর্শন কি? হেকমত ও দর্শন হচ্ছে, উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে প্রত্যেকেই নিজেদের উত্তরাধিকারের অংশ নিয়ে আপন ঘরে চলে গেল, সম্পদ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এ সম্পদ যার রক্ত ও ঘর্মের উপার্জন ছিল। যার পরিশ্রম ও মজদুরী ছিল এবং যার সারাটি জীবন পরিশ্রম করে অতিবাহিত করেছে তাকে এ সম্পদ কবরে কি উপকার পৌঁছাবে। উত্তরাধিকারীগণ তাদের হক (অধিকার) গ্রহণের মাধ্যমে তো তার নিকট কোন উপকার পৌঁছবে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যে, যেন তার নিকট উপকার পৌঁছে। এজন্য উত্তরাধিকারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তার সম্পদ থেকে ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে দান-খয়রাত করার। ঐ সম্পদ যা নিঃস্বদেরকে দান করা হবে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাবে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, এ আয়াতে করীমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সম্পৃক্তদের আমল মৃতের জন্য উপকারী ঘোষণা করেছেন।

৪. সৎকর্মশীলদের আমলের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের উপকার লাভ হওয়া

কখনো এমন হয়ে থাকে যে, সন্তান ও সম্পৃক্তদের আমল ঈসালে সওয়াবরূপে মৃতের নিকট উপহার পৌঁছায় আর কখনো এমনও হয় যে, পূর্বসূরীরা যা করে যায় তার অর্জনকে উত্তরসূরীরা বিনিময় ও সওয়াবরূপে ভোগ করে থাকে। কুরআন মজীদে হযরত মূসা ও খিজির আলাইহিমাস সালামের সাক্ষাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন এ সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় একটি জনপদবাসীর নিকট এসে পৌঁছল তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলো, গ্রামবাসীরা তারা উভয়ের আতিথেয়তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর উভয়ে সেখানে একটি প্রাচীর পেলো যেটি ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম সেটি সোজা করে দিলেন। এতে সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম ইতস্তবোধ করলেন। তিনি বললেন, যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তাহলে তো এটি সংস্কারের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন কিন্তু হযরত খিজির আলাইহিস সালাম পরবর্তীতে

[১৭]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঐ সংস্কারের যে কারণটি বর্ণনা করেছেন, কুরআন করীমে সেটির বর্ণনা এভাবে এসেছে,

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا ﴿٨٢﴾

"আর প্রাচীর যেটি ছিলো সেটি শহরে অবস্থানকারী দু'জন ইয়াতীম বালকের ছিল এবং সেটির নীচে তারা উভয়ের জন্য একটি গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিল এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিল।"[১৮]

প্রতীয়মান হলো যে, হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ঐ ইয়াতীম বালকদ্বয়ের উপর যে এতো বড় দয়া করলেন তা শুধুমাত্র এজন্যই ছিল না যে, তারা ইয়াতীম ছিলো বরং সেটি এ কারণে ছিল যে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কোন একজন আল্লাহর ওলী অতিবাহিত হয়েছেন। তাফসীরকারকদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সৎলোকটি স্বয়ং তাদের পিতা কিংবা দাদা বলে মত ব্যক্ত বলেছেন। আর কেউ কেউ বলেন, তাদের পূর্ব পুরুষদের ষষ্ঠ বুযর্গ আল্লাহর কামেল ওলী ছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত খিজির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ঐ ইয়াতীমদেরকে উপকৃত করলেন। অর্থাৎ আমল অন্য কারো ছিল কিন্তু উপকার ও বরকত অন্যদেরও মিলে গেল। অতএব কুরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট হল যে, এক ব্যক্তির আমল অন্যদেরকেও উপকৃত করে।

ইমাম হাসান মুজতাবার প্রমাণ উপস্থাপন

সূরা কাহ্ফের এ আয়াত প্রসঙ্গে সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক খারেজীর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, বল দেখি, সূরা কাহাফে আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণের কোন কারণ বর্ণনা করেছেন? ঐ খারেজী উত্তর দিল, হযরত! ঐ ইয়াতীমদের সম্পদ হেফাযত তাদের পিতা কিংবা পূর্বপুরুষদের নেক আমল, সততা এবং তাকওয়ার কারণে করেছেন। যখন সে এ উত্তর দিল তখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, হে খারেজী ঐ আল্লাহর শপথ, যার কুদরতী পাঞ্জায় আমার প্রাণ!

فَأَبِيْ وَجَدِّيْ خَيْرٌ مِّنْهُ.

[১৮]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৮২

'আমার পিতা ও আমার দাদা-পরদাদা ঐসব ইয়াতীমের পিতা ও দাদাদের চেয়ে অধিক পুণ্যবান ও নেক আমল সম্পন্ন।'[১৯]

আল্লাহ তা'আলা তাদের দাদাদের নেকী ও খোদাভীরুতার প্রতি লজ্জাবোধ করেন, আর তোমরা আমার পিতার নেকী ও আমার নানার তাকওয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল, লজ্জাবোধ ও সম্মান কর না। আমাদের সাথে সর্বদা শত্রুতা ও বিবাদের জাল বিস্তার করে রাখ।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী

এভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ ও মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে এক সাহাবী হযরত খুযাইমা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُحْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَرَأَ خَيْثَمَةُ : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾.

'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান, মু'মিনদের সন্তানদের জন্য সুসংবাদ, তাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মাতা-পিতার নেক আমলসমূহের বরকতে মৃত্যুর পরও তাদেরকে হেফাযত করেন। অতঃপর ঐ সাহাবী উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।'[২০]

এটিকে আল্লামা আলূসী ও অসংখ্য তাফসীরকারক হাদীসবেত্তাদের উদ্ধৃতিতে তাদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, পুণ্যবানদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদের আমলের বরকতে তাদের চক্ষুসমূহের শীতলতার জন্য জান্নাতে স্থান দান করবেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ফরমান, মুমিনদের জন্য কল্যাণের বিষয় হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নেক আমলসমূহের কারণে তাদের সন্তানদেরকেও হেফাযত এবং নিরাপত্তায় রাখেন।[২১]

[১৯]. তাফসীরে রুহুল মা'নী, ১৬/১৩
[২০]. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, ১৩/১৯৪, পাদটীকা নং : ১৬০৭৯
[২১]. তাফসীরে রুহুল মা'নী, ১৭/১৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. শহীদ ও সালেহীন কর্তৃক স্বীয় ওসীলা গ্রহণকারী ও সম্পৃক্তদের জন্য উপকার করা

কুরআন মজীদে শহীদগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ রয়েছে যে, শহীদগণকে মৃত বলে ধারণাও করো না। শহীদ শুধুমাত্র সে হয় না, যে তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করে বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেম, ভালবাসা ও সাধনায় আপন প্রাণের নযরানা তাঁর সমীপে উৎসর্গ করে সেও শাহাদতের অনেক মহান মর্যাদা পায়। হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন আর তখন সাহাবায়ে কেরামদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

مَرْحَبًا بِكُمْ قَدَّمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ.

'স্বাগতম! তোমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরে বড় জিহাদের দিকে এসেছ।'[২২]

তাহলে উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে রণাঙ্গনে জিহাদ করা হচ্ছে ছোট জিহাদ কিন্তু তার মধ্যে উপবিষ্ট নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হচ্ছে বড় জিহাদ। কারণ এ নফসই প্রতিনিয়ত মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এজন্য এটির অপবিত্র কামনাসমূহের বিপরীতে, এটির পৈশাচিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কলুষযুক্ত পদমর্যাদাসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হলো অনেক বড় জিহাদ। ঐসব পুণ্যবান ও খোদাভীরু বান্দা যারা ঐ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে আপন জীবন আল্লাহর সম্মুখে সমর্পণ করে দেয় তারাই অনেক উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন শহীদ হিসেবে পরিগণিত হয়। কবির ভাষায়,

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است

'ঐসব লোক যারা প্রেমানুরাগ, আনুগত্য ও সন্তুষ্টচিত্তে আপন গ্রীবাদেশ উৎসর্গ করে তাদের প্রতি মুহূর্তে নবজীবন মিলে এবং তারা নতুন শাহাদত পেতে থাকে।'

কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে যে, শহীদগণ যখন এ দুনিয়া থেকে চলে যায় তখন তাদেরকে মৃত ভেবো না, আল্লাহর দরবারে জান্নাতে তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়ে থাকে। শুধু এটিই নয়; বরং তাদের আত্মীয়-

[২২]. ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, ৩/৫৭

স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের সম্পৃক্ত ও ওসীলা গ্রহণকারীদের বিশ্বাস, কর্ম এবং যাবতীয় অবস্থাদি জান্নাতে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পশ্চাৎবর্তীদের অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞাত রাখেন। আর যদি তারা ভ্রান্তির ধুম্রজালে জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তাদের মন্দকর্মসমূহও তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। তাদের পুণ্যসমূহ দেখে তারা আনন্দিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। আর তাদের পাপকর্ম সমূহ দেখে ব্যথিত হয় এবং তাদের জন্য দোয়া করে যে, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে হেদায়ত দান করুন।' হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا.

'হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের (পূর্ববর্তী) আত্মীয়-স্বজন ও বংশের মৃত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করা হয়। আর যদি তা (আমলসমূহ) উত্তম হয় তাহলে তারা আনন্দিত হয়, আর যদি তা বিপরীত দেখে তখন তারা বলে, হে আল্লাহ! তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ো না যতক্ষণ না তাদেরকে হেদায়ত দান করো যেভাবে আমাদেরকে হেদায়ত দান করেছ।'[২৩]

এটি মনে করো না যে, মৃত্যুর পথের পথিকরা চলে গেছেন। এখন শুধু আমাদেরই সুযোগ রয়েছে যে, আমরা যদি চায় তাদের সাহায্য করি এবং দান-খায়রাত ও পুণ্যময় আমলের সওয়াব তাদের রূহে পৌঁছিয়ে শুধু আমরাই তাদের সেবার দায়িত্ব পালন করছি। নয়; বরং এসব তো তারা যে আমাদেরকে সৎভাবে প্রতিপালন করেছেন, আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন সে বদান্যতার বিনিময় হলো যে, আমরা পুণ্যময় আমলসমূহের সওয়াব পৌঁছানোর মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভের দোয়া সহকারে তাদের সেবা করছি। কারণ কুরআন বলছে,

[২৩]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৩/১৬৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾

'ইহসানের বিনিময় ইহসান ব্যতীত আর কি হতে পারে?'[২৪]

কিন্তু তাদের সেবার করার শুধু আমাদেরই সুযোগ মিলে না। আল্লাহ জানেন, কি আমরা খেদমত করছি, না করছি না। কিন্তু যেসব নেককার বান্দাগণ চলে গেছেন তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সম্পৃক্তদের সেবার ধারা অব্যাহত রাখছে। তারা সবসময় নিজদের সম্পর্কীতদের মন্দা আমলসমূহের কারণে চিন্তিত হয়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। এ পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণকারী নেককার বান্দাগণ যারা মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, যাদের ইহসানের (অনুকম্পা) ধারা সর্বদা আপনার উপর প্রবাহমান। আর আপনার এতটুকুও অনুভূতি নেই যে, ঐ ইহসানের বিনিময়ে তাকে স্মরণ করবেন? অতএব হাদীসে পাক থেকে এ কথা মীমাংসিত পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মধ্যে একজনের সৎকর্মসমূহ দ্বারা অন্যের নিকট উপকার পৌছান।

৬. সৎ সন্তানের আমল দ্বারা মৃতের উপকারিতা

একথা অনেক বড় মূল্যবান ও সুযোগের যে, নিশ্চয় কোন ব্যক্তি তার জীবনে সম্পদ উপার্জন করেছে, দুনিয়া অর্জন করেছে, মর্যাদা অর্জন করেছে, খ্যাতি অর্জন করেছে, যা কিছু চায় বৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে। কিন্তু এসব উপার্জন থেকে সবচেয়ে বড় উপার্জন হলো এটি যে, কোন সৎসন্তান লাভ করা, আপন সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকাজের অনুগামী করে যাওয়া, তাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাতের শিক্ষা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এটির উপযুক্ত বানিয়ে যাওয়া যে, তাদের আপন মৃত মাতা-পিতার দয়ার কথা উপলব্ধি করতে পারে। যদি আপনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন আর আপনার সন্তানগণ আপনার মৃত্যুর পর আপনার কবর জগতের অবস্থাদি ভুলে গেল। তাহলে আমার দৃষ্টিতে এ দায়িত্ব সন্তানের উপর নয় বরং আপনার উপর। কারণ, আপনি তাদেরকে ঐ পথই বাতলিয়ে দেননি, তাদেরকে আপনি আপনার অধিকারের ঐ অনুভূতিটুকুই দেননি যে, তারা মৃত্যুর পরও যেন আপনার অধিকার নিজেদের দায়িত্বে অনুধাবন করতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো,

[২৪]. আল-কুরআন, সূরা রহমান, আয়াত : ৬০

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

'হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার ব্যক্তিগত আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতীত। তা হলো- ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার অর্জন করা যায় এবং ৩. এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।'[২৫]

হাদীস শরীফে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে যে, তাকে পাহাড়সমূহের সমান নেকীর স্তুপ দান করা হয়েছে। সে বলবে, হে মহামহিম রব! এসব নেক আমল তো আমি করিনি, কিন্তু আমার এতো পদমর্যাদা ও প্রবৃদ্ধি কি কারণে হচ্ছে? উত্তর আসবে, হে আমার বান্দা! আমি জ্ঞাত যে, তুমি এ পরিমাণ নেক আমল করতে পারনি কিন্তু যে সন্তানকে তুমি উত্তম আদর্শে প্রতিপালিত করে ছেড়ে এসেছ সে সবসময় তোমার জন্য ক্ষমা করত দোয়া করেছে। তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে এখানে তোমাকে নেকীসমূহের এ বিশাল স্তুপ দান করা হয়েছে। বর্ণনার শব্দাবলী নিম্নরূপ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ . فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

'হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, 'মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির পদমর্যাদার একটি স্তর উঁচু করা হবে, আর তখন সে বলবে, হে আমার রব! এটি কি? অতঃপর বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।'[২৬]

[২৫]. সহীহ মুসলিম শরীফ, ২/৪১
[২৬]. ইমাম বুখারীকৃত আদাবুল মুফরাদ, ২১-২২

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীসে পাকে এটিও রয়েছে যে, এক ব্যক্তি মারা গেল, আল্লাহর নবী ঐ ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার উপর কঠিন আযান হচ্ছে, তার চতুষ্পার্শে দোযখের আগুন প্রজ্জ্বলিত। কিছুদিন পর তার গমন পুনরায় ঐ কবরের পাশ দিয়ে হলো। তিনি দেখলেন যে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে বিভিন্ন উপহার ও জান্নাতের নেয়ামতরাজির উপঢৌকন দান করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে আবেদন করলেন, হে মহান সৃষ্টিকর্তা! কিছুদিন পূর্বে তো আমি স্বচক্ষে কাশফ (অন্তদৃষ্টি)'র মাধ্যমে তাকে জাহান্নামের আযাবে জ্বলতে দেখেছি। আর আজ সে ক্ষমা ও মার্জনার উপহারাদির মধ্যে খেলা করছে। এটির কারণ কি? মহান রব ইরশাদ করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! সে নিজের কর্মসমূহের কারণে এ শাস্তিরই উপযুক্ত ছিল, তাই শাস্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার এক নিষ্পাপ শিশু রেখে এসেছিল। তার মা তাকে দ্বীনি শিক্ষার জন্য শিক্ষকের নিকট বসিয়ে দিল। শিক্ষকের নিকট যখন সে আমার নাম নিল তখন আমার লজ্জা এসে গেল যে, তার নিষ্পাপ শিশু আমার নাম নিচ্ছে আর তার পিতা দোযখে জ্বলছে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, সন্তানদের সৎআমলসমূহের দ্বারা পরকালে মাতা-পিতার শাস্তি থেকে মুক্তি মিলতে পারে।

৭. দোয়া দ্বারা উপকারিতা

ইসলাম ফিতরাত বা বাস্তবতার ধর্ম। একজন সত্যিকার মু'মিন সে পাহাড়িকা হোক কিংবা মরু অঞ্চলের। নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফিতরাতের উদ্দেশ্যসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে অর্থাৎ তার প্রত্যেক কর্ম স্বীয় প্রকৃত স্রষ্টার আনুগত্য ও শেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পরিচালিত হয়। মধ্যরাতের দোয়ার মাধ্যমে কম্পমান হৃদয়ে ঠোঁটসমূহ আন্দোলিত হয়, তখন রহমতের অগণিত দ্বারসমূহ খুলে যায়। এজন্য দোয়াকে ইবাদতের মূল ও আত্মা বলা হয়ছে। মু'মিন বান্দা ঐ রাহকে আপন নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় সজীব ও সচল রাখে। দোয়া বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে ঐ বিনয়াবনতচিত্তে গোপনালাপের নাম, ইবাদতের মর্যাদার মানদণ্ডে যেটির প্রত্যেকটি দিক ও মুহূর্ত মুমিনের জন্য মে'রাজ স্বরূপ। দোয়া মানুষের জন্য এমন এক মৌলিক কর্ম যেটির উপকারিতা তার সত্তা ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট পৌছে। জীবিতদের নিকটও পৌছে এবং মৃতদের কাছেও পৌছে। এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারীগণ

www.AmarIslam.com

আমাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী। এ কারণে প্রত্যেক মুসলমান দৈনিক পাঁচবার নিজের জন্য, আপন মাতা-পিতা, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দোয়া করে থাকে।

কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে নববীতে অসংখ্য স্থানে একজনকে অন্যের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দোয়া স্বয়ং একটি ইবাদত। একজন ব্যক্তি যখন তার কোন প্রিয় বন্ধুর আরোগ্য, অবস্থার পরিবর্তন কিংবা ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করে আল্লাহ তা'আলা তার আমলের কারণে অন্যকে সুস্থতা দান করেন, আর গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার অবস্থাদি ঠিক ও উত্তম করে দেন অথচ সে অবগতও হয় না যে, এটি কার দোয়ার প্রতিফল। সমস্ত মু'মিন প্রত্যেক নামাযে এ দোয়া করে থাকে,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

"হে আমাদের রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মাতা-পিতাকে (ক্ষমা করুন) এবং অন্যান্য সকল মু'মিনকেও ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।"[২৭]

চিন্তা করার বিষয় যে, যদি আপনার দোয়া, ইবাদত এবং আপনার উত্তম কথা ও সম্বোধন দ্বারা আপনার মৃত মাতা-পিতার নিকট কোন রূপ উপকার পৌছাতে না পারে, তাহলে নামাযে আপনাকে এমন সব কথা বলার নির্দেশ কেন দেয়া হল। মাতা-পিতা তো সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত, সন্তানগণ হলো তাদের উপার্জন। কেউ বলতে পারে যে, এ সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততার কারণে দোয়া বৈধ। কিন্তু কুরআন মজীদ তো কথা এতটুকুতে সমাপ্ত করেনি বরং বলছে, وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 'হে মহামহিম রব! মহাপ্রলয় অবধি আগত প্রত্যেক ঈমানদারকে ক্ষমা করে দিন।'

অতএব এখন শুধুমাত্র মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও পূর্বসূরীদের নির্দিষ্টতা থাকলো না বরং কিয়ামত অবধি আগমনকারী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল উম্মতের জন্য আপনি দোয়া করলেন। অর্থাৎ ঐ সকল উম্মত যারা এখনো জন্মগ্রহণও করেনি, যাদের রূহসমূহ এখনো আত্মার জগতে, যারা পার্থিব জগতে স্থানান্তরিত হয়নি এবং ঐসব উম্মতও যারা সহস্রাব্দ বছর পূর্বে চলে গেছেন, সকলের ক্ষমার জন্য মু'মিন তার নামাযে

[২৭]. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া করছে। যদি তার দোয়া দ্বারা তাদের কাছে উপকার না পৌঁছে তাহলে আল্লাহ তা'আলা নামাযে এমন বিষয়ের শিক্ষা কেন দিলেন? মূলকথা হলো, ঐ মহান সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) আপনার দোয়া দ্বারা যেকোন কারো নিকট উপকার পৌঁছান। তাই তো তিনি বলছেন যে, বান্দা যখন নামায পড়ে নেয়, আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং যখন আমার রহমতের সমুদ্র তরাঙ্গায়িত হয় তখন পরিশেষে আমার নিকট দোয়া প্রার্থন করো এবং দোয়ার মধ্যে শুধু নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো না, কারণ তা হলে সেটি স্বার্থপরতা ও উপকার সন্ধানী হবে। আমার ক্ষমার ভাণ্ডারে কোন কমতি নেই, যখন নিজের জন্য চাইবে তোমাকে দান করা হবে, আপন মাতা-পিতার জন্য চাইলে তাদেরকেও দেব এবং যদি সমস্ত মুমিনদের জন্যও ক্ষমা চাও তাহলে প্রত্যেক মু'মিনকেও ক্ষমা করে দেব। কিন্তু তোমার মার্জনার ক্ষেত্রে কোনরূপ হ্রাস করা হবে না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, 'হে লোকসকল! যেভাবে এ জগতে তোমরা খানা-পিনার মুখাপেক্ষী ঠিক তেমনি বরং এর চেয়ে বেশি এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারীগণ তোমাদের দোয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী।'[২৮]

এটি বুঝ না যে, নেক আমলরূপে সে যা অর্জন করে গেছে শুধু সেগুলোর সম্পর্ক তাদের সাথে রয়েছে। সেগুলো তাদের নিজেদের উপার্জন ছিল, যা তারা নিজেদের জীবনে করেছে। কিন্তু তাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর তাদের জন্য যত ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়, যেসব দান-খয়রাত করা হয়, যেসব পুণ্যময় আমল করা হয়। মোটকথা তাদের জন্য যা কিছু কল্যাণকর কাজ করা হয় সেগুলো দ্বারা তাদের নিকট উপকার পৌঁছে এবং সেগুলো দ্বারা তাদের ক্ষমালাভ ও মর্যাদা সমুন্নত হয়, জান্নাতে তাদের পদমর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

একটি হাদীস শরীফে রয়েছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার কোন বন্ধুর জন্য এ বলে দোয়া প্রার্থনা করে, হে মহান রব! আমার অমুক প্রিয়জন ও বন্ধুর সাথে এ সদাচরণ করুন। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামও দোয়া করেন, হে মহান সৃষ্টিকর্তা! সে তার বন্ধুর জন্য দোয়া করছে, তাকে (বন্ধুকে) তা দান করুন এবং তার সমপরিমাণ তাকেও দান করুন।' খোদার ভাণ্ডারে কোন কমতি নেই। এটি

[২৮]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১২৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলো আমাদের দুনিয়ার হিসাব যে, আমরা সীমিত দান করে থাকি, একশত টাকাকে দু'জনের মধ্যে বণ্টন করলে ৫০ ৫০ টাকা পাবে এবং যদি তা চারজনের মধ্যে বণ্টন করি, তাহলে প্রত্যেকে পায় ২৫ টাকা করে। কিন্তু আল্লাহর দান অসীম ও অপরিমেয়। এর কারণ হলো যে, একদিন জনৈক বেদুঈন দোয়া করছিল,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا.

'হে আল্লাহ! আমার উপর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ করো, আর আমাদের সাথে অন্য কারো উপর অনুগ্রহ করো না।'

যখন সে নামায সমাপ্ত করল তখন হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا.

'তুমি (আল্লাহর রহমতের) প্রশস্ততাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছ'।[২৯]
উদ্দেশ্য এটি ছিল যে, আল্লাহর রহমত সুপ্রশস্ত সেটিকে সংকীর্ণ কেন করছ বরং সকলের জন্য চাও।

তাবরানী, বায়হাকী ও দায়লামীতে এ হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অনেক মৃত্যুবরণকারী এমন রয়েছে যারা গুনাহগার এবং করব জগতে গমনের পর নিজেদের গুনাহসমূহের বোঝার নিচে নিপতিত থাকার কারণে উদ্বিগ্ন থাকে আর নিবেদন ভরা দৃষ্টি তুলে পৃথিবীতে তাদের পশ্চাদবর্তীদেরকে অনুসন্ধান করতে থাকে যে, হয়তো কেউ মাগফিরাতের জন্য (কবরের পাশে) পৌঁছে যাবে, কেউ আমাদের ক্ষমার জন্য হাত উঠাবে এবং দোয়া করবে। তারা সর্বদা অনুতপ্ত ও বিষন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত থাকে। যখন কেউ তাদের ক্ষমা ও মর্যাদার উন্নতির জন্য কোন পুণ্যময় আমল করে আল্লাহর দরবারে আবেদন করে এবং ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কৃত দোয়ার ঐ উপহার যখন তাদের নিকট পৌঁছায়, তখন তাদের চেহারাসমূহে হাসি ও আনন্দ প্রকাশ পায়, তারা প্রফুল্ল হয়ে স্ব স্থানে ফিরে আসে এবং তাদের কবর জগতের প্রতিবেশীদেরকে বলে, এটি আমার পরবর্তীদের পক্ষ থেকে আগত উপহার। আর যাদের নিকট মাগফিরাতের

[২৯]. সহীহ বুখারী শরীফ, ২/৮৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া, ইসালে সওয়াব ও দান-খয়রাতের উপহার আসে না, তারা তাদের এ উপহাসসমূহ দর্শনে আরো ব্যাকুল হয়ে যায় এবং অপেক্ষা করে যে, হয়তো আমার পরবর্তী বংশধররা তাদের মতো আমার জন্যও এরূপ চিন্তা করবে।[৩০]

উক্ত বরকতময় হাদীসসমূহ থেকে এটি প্রমাণিত হলো যে, মু'মিন ব্যক্তিরা যেসব সৎআমল নিজের জন্য করে তারা সেটির বরকত, বিনিময় ও সওয়াবে যাকে ইচ্ছা অংশীদার করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা সেটির উপকারিতা প্রত্যেকের নিকট পৌঁছাতে পারেন এবং তাতে প্রেরকের প্রতিদান এবং পূণ্যের কোনরূপ হ্রাস করা হয় না।

৮. দুনিয়ার ব্যক্তিগত উপার্জন দ্বারা অন্যদেরকে উপকৃত করা

উপরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এটি পছন্দনীয় যে তিনি কোন একজন ব্যক্তির সৎকর্মের বিনিময় ও সওয়াবে অন্যদেরকেও অংশীদার করেন। এটি আল্লাহর সুন্নত। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের পার্থিব উপার্জনেও বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿١٩﴾

"এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৩১]

সম্পদ একজনে উপার্জন করেছে, পয়সা অন্য কারো ছিল, পরিশ্রম অন্য একজন করেছে কিন্তু মহামহিম রব যখন তাতে নিঃস্ব ও অভাবীদের অধিকার রেখেছেন তাহলে তিনি আখিরাতের সম্পদে অন্যদের অধিকার কেন রাখবেন না? কেননা, পার্থিব সম্পদ তো ধ্বংসশীল কিন্তু পরজগতের সম্পদ হলো অধিকতর উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ﴿١٧﴾

"অথচ পরকাল (এর স্বাদ ও প্রশান্তি) উত্তম ও চিরস্থায়ী।"[৩২]

সূরা বাকারাতে ইরশাদ ফরমান,

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ﴿٢٧٦﴾

[৩০]. ইমাম তাবরানী কৃত মু'জামুল আওসাত, হাশিয়া : ৬৫০০
[৩১]. আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৯
[৩২]. আল-কুরআন, সূরা আলা, আয়াত : ১৭

"এবং আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন (অর্থাৎ সুদ থেকে বরকতকে বিনষ্ট করে দেয়) এবং দানকে বর্ধিত করেন (অর্থাৎ সদকার মাধ্যমে সম্পদের বরকত বাড়িয়ে দেন)।"[৩৩]

অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অভাবীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, নিজের উপার্জনে অন্যান্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তির উপার্জনে বরকত অবতীর্ণ করেন, তার সম্পদে প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হয়। তাহলে ঐ সত্তা যিনি এ জগতের সম্পদে অন্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে বাড়িয়ে দেন। তিনি আমাদের আমলের বিনিময় ও পূণ্যে অন্যান্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে সেটির মধ্যেও কেন বৃদ্ধি করবেন না?

সুতরাং বাস্তব কথা হলো যে, ঐ সত্তা অবশ্যই বৃদ্ধি করেন। আপনি আপনার আমলের বিনিময় ও সওয়াবে যতজনকে অন্তর্ভুক্ত করবেন ততজনের জন্য সওয়াব ও প্রতিদানের সীমা বাড়ানো হবে।

৯. জানাযার নামায দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার

জানাযার নামায এমন একটি আমল যেটি মৃত ব্যক্তি নিজে করে না বরং অপরাপর জীবিত মুসলমানরাই জানাযা পড়ে। হামদ, সানা, দরূদ শরীফ ও মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। মৃত্যুর সাথেই তার আমল করা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যদি জীবিত মানুষের জানাযার নামায পড়া, দোয়া ও ইবাদত, তার ক্ষমা ও মাগফিরাতের কারণ না হয়, মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম না হয় এবং তাদের উপকার ও কল্যাণের কারণ না হয় তাহলে তো জানাযার নামাযের আমলটি বিফল ও অনর্থক হয়ে যাবে। মূলকথা হলো যে, মৃত ব্যক্তির নিকট এটির উপকার পৌঁছে এবং জানাযার নামায আদায়কারীদের প্রতিদান এবং সওয়াবেও কোনরূপ হ্রাস হয় না। ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ.

'মারসাদ ইয়াযানী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত মালেক বিন হুবায়রা হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কোন (মুসলমান) মৃত ব্যক্তি এমন নেই

[৩৩]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, তার জানাযার মুসলমানদের তিনটি কাতার নামায পড়েছে, তবে (এর কারণে তার জন্য জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেছে।'[৩৪]

১০. কবর জগতের পুণ্যবান প্রতিবেশীদের দ্বারা উপকার

না শুধু এটি যে, এক ব্যক্তির দোয়া দ্বারাই কারো নিকট উপকার পৌঁছে বরং কবরের জগতে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রতিবেশীত্ব লাভের দ্বারাও গুনাহগারদের নিকট উপকার পৌঁছে। হাদীসে পাকে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন কোন নেককার মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তখন ভূপৃষ্ঠের একেকটি অংশ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে যে, হে মহান রব! এই নেককার বান্দাকে আমার মধ্যে সমাধিস্থ করুন। আর যখন কোন কাফের, মন্দকর্মী, ফাসেক ও পাপী মারা যায় তখন ভূখণ্ডের প্রতিটি অংশ তাওবা করে যে, হে মহান সৃষ্টিকর্তা! কখনো এ ব্যক্তি যেন আমার মধ্যে কবরস্থ না হয়। হে মহান রব! তাকে আমার থেকে দূরে নিয়ে যাও। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের মাটির কণাও অসৎ ও দুষ্কর্মী থেকে দূরত্ব বজায় ও পালায়নের দোয়া করে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ ، فَاِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَأَذَّى الْحَيُّ بِجَارِ السُّوءِ.

'তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে পুণ্যবান প্রতিবেশীদের মধ্যে দাফন করো। কেননা যেভাবে খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা এ দুনিয়ায় প্রতিবেশীদের নিকট কষ্ট ও যন্ত্রণা পৌঁছে তেমনি খারাপ প্রতিবেশীর কবরসমূহ দ্বারা কবরবাসীর নিকট আখিরাতেও দুর্ভোগ এবং কষ্ট হয়।'[৩৫]

কেননা যখন শাস্তি অবতীর্ণ হয় তখন তার ঐ আযাবের প্রভাবসমূহ দ্বারা তার আশপাশ প্রভাবমুক্ত থাকে না। শাস্তি একজনের উপর অবতীর্ণ হয়, কিন্তু প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তির আযাবের প্রতাপে অকারণে হতাশ ও বিষন্ন হতে হয় যেভাবে খারাপ প্রতিবেশী যদি কোন অপর প্রতিবেশীকে ক্ষতি নাও করে কিন্তু এরপরও শুধু তার মন্দকর্মের কারণে প্রতিবেশীরা চিন্তিত থাকেন। অনুরূপভাবে

[৩৪]. সুনানে আবু দাউদ, ২/৯৫

[৩৫]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ৪২, আবু নাঈম ও ইবনে মানদাহ'র সূত্রে বর্ণিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির কারণে পাশ্ববর্তী প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্ন থাকেন। এজন্য চেষ্টা করো যেন তোমাদের মধ্যকার মৃত ব্যক্তিকে নেককারদের কবরসমূহের সাথে দাফন করা যায়। এতে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কি পুণ্যবান ব্যক্তির পাশে দাফন করার কারণে ঐ মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে? তিনি বললেন, কেন হবে না? খারাপ ব্যক্তির শাস্তির কষ্ট প্রতিবেশী কবরবাসীদের হয়ে থাকে, তাহলে উত্তম ব্যক্তির সওয়াবের উপকার তার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেন হবে না? হাদীস শরীফে এ বিষয়টির সমর্থন রয়েছে যে, এক ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যু বরণ করল, তাকে দাফন করে দেয়া হলো। কতিপয় সাহাবা দেখলেন যে, ঐ ব্যক্তি শাস্তিতে নিপতিত রয়েছে, কিছুদিন পর পুনরায় তাদের ঐ কবরের পাশ দিয়ে দিয়ে গমন হলো। অতঃপর দেখলেন যে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং জান্নাতের নেয়ামতরাজি দ্বারা সমৃদ্ধশালী। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এ ক্ষমাপ্রাপ্তির কারণ কি? সে বলতে লাগলো যে, আমার আমলসমূহের কারণে তো আমি ঐ শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম যা আপনি দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাল-পরশুর কথা যে, আল্লাহ তা'আলার জনৈক সৎ ও মহামান্বিত বান্দা মৃত্যু বরণ করল এবং তাকে এনে আমার কবরের পাশে কবরস্থ করা হল। আর সে দাফনের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করল যে, হে মহামহিম রব! তুমি যদি আমার উপর দয়া-অনুগ্রহ করো তাহলে আমি আমার আশপাশের চল্লিশজন কবরবাসীর ক্ষমার সুপারিশ করছি। অতঃপর সে সুপারিশ করল, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে চতুর্দিকের ঐ চল্লিশজন কবরবাসীকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত হলাম। বর্ণনার শব্দাবলী নিম্নরূপ,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ اَلْمُزَنِيِّ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَدُفِنَ بِهَا فَرَاٰهُ رَجُلٌ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ ثُمَّ أُرِيْهِ سَابِعَةً وَ ثَامِنَةً كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَأَلَهُ قَالَ : دُفِنَ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فِي أَرْبَعِيْنَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكُنْتُ مِنْهُمْ.

'হযরত আবদুল্লাহ বিন নাফে' আল মুযনী বর্ণনা করেন যে, মদীনা মুনাওয়ারায় জনৈক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো। অতঃপর তাকে দাফন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হলো। এক ব্যক্তি তাকে দেখলেন, সে জাহান্নামীদের মধ্যে অবস্থান করছে। অতঃপর সাত-আট দিন পর তাকে জান্নাতীদের মধ্যে দেখলেন। তখন তিনি তার নিকট এক পুরস্কার লাভের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, আমাদের পাশে একজন সৎ ও নেককার ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে, সে তার চল্লিশতম প্রতিবেশীর জন্য সুপারিশ করেছে, আর আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'[৩৬]

অতএব বুঝা গেল যে, শুধু এটি নয় যে জীবিতরা কোন পুণ্যময় কর্ম করে, দোয়া করে, ঈসালে সওয়াবের জন্য নেক আকলম করে এবং তা দ্বারা পূর্বসূরীদের নিকট উপকার পৌছে বরং কখনো একজন কবরবাসী সুপারিশ করার ফলে অপরাপর কবরবাসীদের জন্য সুপারিশের মাধ্যম হয়ে যায়।

১১. ফেরেশতাদের আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার

প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধের উপর দু'জন ফেরেশতার দায়িত্ব রয়েছে। একজন সৎকর্মসমূহ এবং অপরজন অসৎকর্মসমূহ লিখতে থাকেন। যখন বান্দা এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন ঐ ফেরেশতাদ্বয়ের কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর তারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করে যে, হে মহান সৃষ্টিকর্তা! এখন দুনিয়াতে আমাদের জন্য কোন কাজ বাকী থাকল না, যার উপর আমরা নিযুক্ত ছিলাম সে চলে গেল। এখন আমাদেরকে আসমানসমূহে অবস্থান করে আপনার ইবাদতের সামর্থ ও আপনার যিকিরের অনুমতি দিন। কিন্তু মৃত্যুর পরও আল্লাহ তা'আলা তার ঐ সৎবান্দার কবরেই তাদের দায়িত্ব দিয়ে দেন। বর্ণনায় এসেছে যে,

فَيَقُوْمَانِ عَلَى قَبْرِهِ يُسَبِّحَانِ وَيُهَلِّلاَنِ وَيُكَبِّرَانِ وَيَكْتُبُ ثَوَابُهُ لِلْمَيِّتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا.

'ঐ ফেরেশতাদ্বয় মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির কবরে অবস্থান করে। আর তা এ অবস্থায় যে, তারা তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে থাকে। আর ঐসব যিকিরের সওয়াব ঐ নেককার মৃত্যু ব্যক্তির আমলনামায় কিয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকে।'[৩৭]

[৩৬]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ৪২, ইবনে আবিদ্ দুনয়া'র সূত্রে বর্ণিত
[৩৭]. তাফসীরে রূহুল মাআ'নী, ১৫- আমপারা, ৩০/৭৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে না কোন বংশীয় আত্মীয়তা রয়েছে, আর না কোন উপার্জনের দর্শন কার্যকর হয়েছে। এ সৎব্যক্তির সাথে ফেরেশতাদের এ ধরনের কোন সম্পর্ক নেই। কথা শুধু এতটুকুই যে, তিনি নেককার ছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাদের আমলের মাধ্যমে তার আমলনামায় নেকীসমূহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন।

১২. তরুতাজা ডালপালার তাসবীহ দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অন্যের আমল দ্বারা কারো নিকট উপকার পৌছার বর্ণনায় জীবিত মানুষ ও ফেরেশতাদের আমলসমূহের আলোচনা করেছি কিন্তু ইসলামী শরীয়তে তো অন্যের আমল দ্বারা উপকার অর্জনের বিষয়টি এতই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক যে, তৃণলতার আমল দ্বারাও মৃত ব্যক্তির নিকট উপকার পৌছার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি বর্ণনা উপস্থাপন করছি,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

'হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরেরর পাশ দিয়ে গমন করলেন। আর বললেন, তাদের উভয়ের উপর শাস্তি হচ্ছে এবং শাস্তির কোন বড় কারণ নেই। তাদের মধ্যে একজন চোগলখোর ছিল এবং অপরজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর তিনি একটি তাজা সবুজ ডাল নিয়ে সেটিকে দু'টুকরো করে তাদের উভয়ের কবরের উপর গেড়ে দিলেন। এরপর বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি শুষ্ক হবে না আশা করা যায় যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি শিথিল থাকবে।'[৩৮]

[৩৮]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আজকাল কবরগুলোর উপর যেসব সবুজ শ্যামল পাতা ও ফুল দেয়া হয় সেসবের মূলভিত্তি হলো এ বরকতময় হাদীস।

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাসমূহে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করেছি যে, অন্যের আমলের উপরকার পৌঁছা শরীয়ত ও বিবেকের নিরিখে বৈধ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এটি পছন্দ করেন যে, কোন ব্যক্তি তার কোন নেক আমলে যেন অন্যকে অংশীদার করে এবং যখন কেউ নিজের পক্ষ থেকে এমন আমল করে তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ আমলের বরকত ও অনুকম্পায় অন্যজনকে অবশ্যই অংশীদার করেন এবং সেটি দ্বারা সওয়াব প্রেরকের বিনিময়েও কোনরূপ হ্রাস করা হয় না। অতএব আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে,

رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید

'খোদার রহমত তো তোমাদের নিকট তোমাদের ক্ষমার জন্য বাহানা (অজুহাত) অনুসন্ধান করে, আমলের ভাণ্ডার তালাশ করে না।' তিনি কারো ক্ষমার জন্য আমলের স্তূপের মুখাপেক্ষী নন। যাকে ইচ্ছা হিসাব ও গণনাহীন ক্ষমা করে দেন, কেউ তাকে জিজ্ঞেসকারী নেই। আল্লাহর দানের পুরস্কার লাভের এটি বাহানা। কিন্তু কতই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আমরা আল্লাহর দানের অজুহাতের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধের জন্যও প্রস্তুত নই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (মানুষ তার প্রচেষ্টার ফলই পাবে) আয়াতটি মূল মাসআলার বিপরীত নয়

সাধারণত লোকেরা আল্লাহ তা'আলার এ মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ঈসালে সওয়াবকে অস্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ করেছেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"আর প্রত্যেক মানুষের সেটিই মিলে যেটির জন্য সে চেষ্টা করে।"[৩৯]

এ আয়াতে করীমার আলোকে ঈসালে সওয়াবের চিন্তাধারার ব্যাপারে কতিপয় মস্তিষ্কে এ প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, মানুষ যে আমল নিজে করে, তার উপার্জন, তার বিনিময়, ও তার উপঢৌকন তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং ঐগুলো ব্যতীত সে কোন কিছুর অধিকারী হয় না। অথচ ঈসালে সওয়াবে নেকী, দান-খয়রাত অন্যকেউ করে এবং সেটির বিনিময় ও ফল অন্য কেউ ভোগ করে। মৃতব্যক্তি তো ঐসব কর্মসম্পাদনকারীই হয় না। তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, কারো এমন সব আমলের সওয়াব ঐ ব্যক্তির মিলে যাবে, যে ব্যক্তি ঐ আমল করেনি? নিম্নে আমরা এ ভ্রান্তির অপনোদনের জন্য সর্বপ্রথম উক্ত আয়াতে করীমার বিভিন্ন অর্থ ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করব যাতে মস্তিষ্ক থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, এ আয়াতের অর্থ ও ভাষ্যের সাথে ঈসালে সওয়াবের শরয়ী দর্শনের সাথে কোন মতবিরোধ, বৈপরিত্য ও সংঘর্ষ নেই।

আল্লাহর বাণীতে মতবিরোধ নেই

এটি অনড় বাস্তবতা যে, কুরআন পাকের বিধানাবলীতে পারস্পরিক কোথাও কোন মতবিরোধ ও বৈপরিত্য নেই। এজন্য অসংখ্য স্থানে অমুসলিমদেরকে এ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, যদি এ কুরআন অন্য কারো রচিত হতো, তাহলে তোমরা সেটির মধ্যে অধিকহারে মতভিন্নতা ও বৈপরিত্য পেতে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

[৩৯]. আল-কুরআন, সূরা নাজম, আয়াত : ৩৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"এবং যদি তা (কুরআন) খোদা ব্যতীত অন্য করো নিকট থেকে (আগত কিতাব) হতো তাহলে এসব লোক তাকে বহুবিরোধ পেতো।"[৪০]

অর্থাৎ কোথাও একটি কথাকে নাজায়েয আখ্যা দেয়া হতো আর কোথাও সেটিকে বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া হতো, কোথাও একটি কথা বলা হলে অন্যত্র ভিন্ন কথা, যেভাবে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের কিতাবসমূহের বর্তমান পাণ্ডুলিপিগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ঐসব কিতাব তো মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী (প্রত্যাদেশ) রূপে প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলোতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত করে দেয়া হয়েছে। সেগুলোর বর্তমান রূপ এমন যে, সেগুলোতে স্থানে স্থানে এভাবে মতবিরোধ ও বৈপরিত্য বিদ্যমান যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়; কিন্তু (اَلْحَمْدُ) সূরা ফাতিহা থেকে (وَالنَّاسُ) সূরা নাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআনে কেউ এমন কোন স্থান চিহ্নিত করতে পারবেনা, কোন এক স্থানে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি অপরস্থানে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক ও বিপরীত হয়েছে। বরং কুরআন একই ভাবধারা ও একই জ্ঞানের ধারণা প্রদান করে। যখন এ কথা স্বীকৃত তাহলে এরপর এটি কিভাবে সম্ভব যে, একস্থানে বলা হয়েছে মানুষের শুধু নিজের আমলের বিনিময় মিলে। আর অপরস্থানে ইরশাদ হয়েছে,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ﴿٢١﴾

"এবং ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেবো এবং তাদের কর্মের (প্রতিফলের) মধ্যে কিছুই কম দেবো না।"[৪১]

অতএব নীতি অনুযায়ী এটি স্বীকৃত পাওয়া গেল যে, এটি তো যথাসম্ভব মানষের চিন্তা-চেতনায় কোনরূপ ত্রুটি ও সংকীর্ণতা হবে। কিন্তু এটি অসম্ভব যে, আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মধ্যে

[৪০]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৮২
[৪১]. আল-কুরআন, সূরা তূর, আয়াত : ২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরস্পর বৈপরিত্য থাকবে। এ নীতির আলোকে আমাদের নিকট ঐসব তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মূল অর্থ ও ভাষ্য স্পষ্টভাবে বোধগম্য হওয়া উচিত যাতে এটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যে, এ আয়াতে করীমায় মানবীয় চেষ্টার যে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হচ্ছে সেটির সাথে অন্যান্য আয়াতের সাথে কোন মতবিরোধ ও বৈপরিত্য নেই।

বরকতময় আয়াতটির প্রথম অর্থ : জবর ও কদরের মাসআলা

এ আয়াতে করীমায় যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন তার সম্পর্ক জবর (বাধ্যতা) ও কদর (ভাগ্য)'র মাসআলার সাথে। অসংখ্য ইমাম ও তাফসীরকারক এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ও সেটির উক্তিগত কারণ সম্মুখে রেখে সেটির বর্ণনার উদ্দেশ্য কাফেরগণ বলেছেন। এজন্য এ আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা'আলার কুদরতের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কাউকে কাফের বানানো দ্বারা উহ্যভাবে আল্লাহ তা'আলা এ অর্থ বর্ণনা করেনি যে, সে কাফের হতে বাধ্য হয়। এ ধারণা ভুল। কারো ফাসেক ও পাপী হওয়া, অসৎ কিংবা মন্দ কীর্তির অধিকারী হওয়া এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ অর্থসমূহের মধ্যে নির্ধারিত নয় যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ কর্মসমূহ করতে বাধ্য এবং সে কোন সৎকর্ম করতে পারে না। আল্লাহর জিম্মায় এসব অভিযোগ সম্পৃক্ত করো না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

"আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দুটিপথ দেখিয়ে দিয়েছি।"[৪২]

হুযূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, একটি ভালপথ এবং আরেকটি মন্দপথ। ভালপথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কল্যাণের পথ আর মন্দপথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিষ্টের পথ। আর এ রাস্তাদ্বয় এজন্য বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী উভয় পথ থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে।

কুরআন পাকে অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে,

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾

[৪২]. আল-কুরআন, সূরা বালাদ, আয়াত : ১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম এবং খোদাভীরুতা (এর পার্থক্য) বুঝিয়ে দিয়েছেন।"[৪৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমি মানুষের অন্তরে ভাল ও মন্দ উভয়ের উপলব্ধি দান করেছি। তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে, এ পথে চললে সফলকাম ও সৌভাগ্যবান হবে। এটি সাফল্যের পথ যেটি তোমাদেরকে ধ্বংস ও পতন থেকে রক্ষা করবে। দ্বিতীয় পথটি মন্দ, অকল্যাণ, ধ্বংস ও পতনের পথ।

৩. কুরআন মজীদের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ ﴿٢٥٦﴾

"নিশ্চয় সত্যপথ ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়েছে।"[৪৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৎপথকে আলাদা এবং অসৎপথকে আলাদা করে দিয়েছেন।

৪. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফে ইরশাদ করছেন,

فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ ﴿٢٩﴾

"অতঃপর যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার (কুফরী) করুক।"[৪৫]

অর্থাৎ আমি তোমাদের গলায় বেড়ী কিংবা পায়ে শিকল দেয়নি। কারণ ঈমান কুফরের মধ্য থেকে কোন একটিকে গ্রহণে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণের এমন শিকল থাকে যে, মানুষ বাধ্য হয়, তাহলে তো এরপর কোন কাফের থেকে প্রশ্ন করার অধিকার আল্লাহ তা'আলার থাকতো না। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণের সব বিষয়ে তামাসাবৃত্ত ও হাস্যকর হয়ে যায়। অতঃপর প্রশ্নোত্তর, প্রতিদান ও শাস্তির ধারণা শেষ হয়ে যায়। যে পৃথিবীতে বাধ্য ও অসহায়বস্থায় কিছু করেছে তাকে পৃথিবীবাসীরা প্রশ্ন করে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার থেকে কিভাবে প্রশ্ন করবেন যিনি সকল ন্যায় বিচারকেরদ বড় ন্যায় বিচারক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা শামস, আয়াত : ৮
[৪৪]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬
[৪৫]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর অত্যাচারকারী নন।"[৪৬]

এটি জুলুম (অত্যাচার) হবে যে, কাউকে কাফের হতে বাধ্য করা হয়েছে আর মৃত্যুর পরও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি ঈমান কেন আননি? কোন সামান্য বোধশক্তি সম্পন্ন এবং চরিত্রবান ব্যক্তিও কাউকে এমন ধোঁকা দিতে পারে না। তাহলে আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের সাথে এমন আচরণ করবেন!

মানুষের যা কিছু পুরস্কার ও শাস্তি মিলে তা অন্য কোন দিক থেকে আসে না; বরং এটি তার আপন প্রচেষ্টার ফলাফল হয়ে থাকে, যা কিছু সে করে তার প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং তার শেষ পরিণামে পৌছে যায়। অতএব যখন আল্লাহ তা'আলা ঈমান, কুফর, পুণ্য-পাপ, ভাল ও মন্দের পথ বলে দিয়েছেন। তাহলে এখন এ আয়াতে করীমার অর্থ এটি হবে যে, মানুষকে যখন উভয় রাস্তা বলে দিয়েছেন তখন যদি কেউ সৎকর্ম করে, তাহলে তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে এবং যদি কেউ অসৎকর্ম করে তাহলে সে অনুযায়ী শাস্তি পাবে। কেননা মানুষের জন্য ঐসব কিছু রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় অর্থ : শরয়ী দায়িত্বের ধারণা

এ আয়াতে (انسان) ইনসান শব্দের সাথে যে (ل) লাম বর্ণ এসেছে সেটি (علي) আলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে অর্থ হবে, 'মানুষের উপর ঐ বস্তুর দায়িত্ব রয়েছে এবং সে ঐ বিষয়ে দায়িত্বশীল যেটির জন্য সে চেষ্টা করেছে।' অর্থাৎ এটি হতে পারে না যে, কেউ অসৎকর্ম করবে আর অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে, কেউ চুরি করবে আর অন্য কাউকে গ্রেফতার করা হবে, কেউ পাপ করবে আর জবাবদিহিতা অন্যজনের নিকট চাওয়া হবে।

অর্থাৎ মানুষ যা কিছু নিজ হাতে করে তাকে সেটির জন্য তাকে দায়ী হতে হয়। এখানে শরয়ী দায়িত্ব শরয়ী জবাবদিহিতার ধারণা ব্যক্ত করা হচ্ছে। এটি এজন্য যে, অন্যান্য শরীয়তসমূহে (এ নিয়ম) ছিল যে, আমল (অপরাধ) একজন করতো আর শাস্তি অন্য একজন পেতো। পাশ্চাত্যের আইনসমূহের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এ আইন ও ধারণার প্রচলন আছে যে, কোন একজনের অপরাধে অন্যজনের উপর শাস্তি হয়ে যায়, পুত্রের অপরাধে পিতাকে

[৪৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাকড়াও করা হয়। কুরআন পাক এমন সব অবৈধ ও অনৈতিক আইনকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার সাধ্য অতিরিক্ত কষ্ট দেন না।"[৪৭]

এবং হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জুমার খোতবার প্রাক্কালে বলেন,

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ.

'শুনো! জাহেলী যুগের সব বিষয় (অনৈতিক প্রথা আজ) আমার পায়ে নীচে পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন।'[৪৮]

অতএব দ্বিতীয় অর্থের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। অন্য কারো আমলে তার দায়িত্ব থাকবে না।

তৃতীয় অর্থ : আমলে মূলভিত্তি নিয়তের উপর

এ আয়াতের তৃতীয় অর্থটিকে অসংখ্য তাফসীরকারক বর্ণনা করেছেন। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এখানে مَا سَعَى দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের চেষ্টা, আর চেষ্টার সীমাবদ্ধতা তার নিয়্যতের উপর হয়ে থাকে।' হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

'নিশ্চয় আমলের ভিত্তি নিয়তসমূহের উপর। প্রত্যেক মানুষ তা পেয়ে থাকে যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য হবে সে তা পাবে কিংবা যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার

[৪৭] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[৪৮] সহীহ মুসলিম শরীফ, ১/৩৯৭

উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তার হিজরত সে জন্যই হবে যে লক্ষ্যে সে হিজরত করেছে।'[৪৯]

এ বরকতময় হাদীসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ যে কাজ করার জন্য নিয়্যত করবে, সে নিয়তের ফল তার মিলে যাবে। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবয়ব ও চেহারা দেখেন না, আর না আমাদের ধনসম্পদ প্রতি দৃষ্টি দেন বরং তাঁর দৃষ্টি তো আমাদের অন্তরসমূহের উপর হয়ে থাকে যে, আমলের সময় আমাদের নিয়্যত কেমন হয়। নিয়ত উত্তম হলে ঐ ব্যক্তি যতই গরীব হোক না কেন তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে আর যদি নিয়্যত মন্দ হয় তাহলে চাই ঐ ব্যক্তি যতবড় সম্পদশালীই হোক না কেন তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হবে। প্রত্যেক আমলের নির্ভরশীলতা তার নিয়তের উপর এটি এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষ যা নিয়্যত করে তার ফল ও বিনিময় পেয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজের দেশ, নিজের লেনদেন, নিজের সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছে সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের পক্ষ থেকে নিজের কৃতকর্মের ফল পেয়ে থাকে। যে নিজের ঘরবাড়ি দুনিয়া অর্জনের অভিপ্রায়ে চেড়েছে তাকে তার আমলের বিনিময় দেয়া হবে এবং যে কোন মহিলার অনুসন্ধানে আপর ঘরবাড়ি ছেড়েছে তাকে তার নিয়্যতের ফল দেয়া হবে। অর্থাৎ যদি ভাল কাজের নিয়্যত করে সওয়াব পাবে আর যদি খারাপ কাজের নিয়্যত করে তাহলে সেটির পরিণামও মিলে যাবে।

হিংসা একটি অভিশাপ

যে অন্যকে খারাপ মনে করে তা স্বয়ং তার জন্যই খারাপ হয়ে থাকে। কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখা কিংবা কারো কল্যাণ উন্নতি ও মান-সম্মানের উপর অথবা কারো ধনসম্পদ কিংবা কারো জ্ঞান গরিমার উপর হিংসা করাতে হিংসুককে সারাজীবন হিংসার আগুনে জ্বলতে হয়, কিন্তু যাকে হিংসা করা হয় তার কোন ক্ষতি হয় না। খোদার মহান সত্তা তাঁর কুদরতী হাতে তাকে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন। অনেক লোক সৎকাজ করে, কল্যাণ করে, পরোপকার করে, কিন্তু তাদের এ মঙ্গল ও ভাল কাজের স্তুপ তাদের জীবনেই লেগে যায়। তারা মনে করে যে, সম্ভবত আমরা অনেক সৎকর্মা হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, কোন অসৎকর্ম করিনি। কিন্তু

[৪৯]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুর্ভাগ্যত তাদের অন্তরে অন্যান্যদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ থাকে। এজন্য হিংসার কারণে তাদের পাহাড়সম সৎকাজ সম্পূর্ণ জ্বলে একাকার হয়ে যায়। তার তাহাজ্জুদের নামায, তাসবীহ, তাহলীলসহ যাবতীয় নেক আমলও চলে গেল আর কোনো উপকারও হলো না।

আমাদের আপন জামায় সাগ্রহে দেখতে হবে যে, কোথায় আমাদের মন অন্যের জন্য হিংসার অভিশাপে লিপ্ত নেই। যদি নিজের মনকে যাচাই করি তখন আমাদেরকে ভেতরস্থ মানুষ বলে দেবে যে, কার কার জন্য আমাদের অন্তর জ্বলছে এবং কার কার জন্য আমরা তা থেকে মুক্ত। প্রত্যেকে অপরের জন্য দোয়া তো করেই, কিন্তু দোয়া কবুলকারী তার অন্তঃস্থ মানুষের পরিসংখ্যাণও গ্রহণ করেন। কখনো এমনটি হতে পারে না যে, মুখ থেকে কৃত্রিম লৌকিকতাপূর্ণ দোয়া করছে। এজন্য নিজের নিয়তকে সর্বদা পবিত্র রাখা চায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা চায়। কেননা, যে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য ভালো ধারণা পোষণ করে আল্লাহ তা'আলাও তার ব্যাপারে উত্তম ভাবনা করেন। এক বর্ণনায় রয়েছে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ ، فَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ.

'(এ সমগ্র) সৃষ্টি হলো আল্লাহর পরিবার, আর তম্মধ্যে ঐ বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর পরিবারের প্রতি অধিক উপকারকারী।'[৫০]

অতএব আয়াতে করীমার তৃতীয় অর্থ এটি হলো যে, কোন ব্যক্তি কোন আমল যে অভিসন্ধি নিয়েই করে তার সেটির বিনিময় মিলে যায়। নামায, রোযা ও অধিক ইবাদত যদি প্রকৃতার্থে বন্দেগী আদায়ের সংকল্পে হয় তাহলে সেটির বিনিময় মিলবে, আর যদি নামাযী, খোদাভীরু ও ইবাদতগুজার বলার অভিপ্রায়ে হয়ে থাকে তাহলে লৌকিকতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণিত হবে এবং সেটিতে তার কোন বিনিময় মিলবে না।

চতুর্থ অর্থ : ন্যায়পরায়ণতার নীতি

এ অর্থের আলোকে এতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়পরায়নতার নিয়ম-নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরতী ব্যবস্থাপনা দুটি নীতি

[৫০]. মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৬/৩৩১৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও ভিত্তির উপর পরিচালিত। একটি হলো তাঁর নৈতিকতার নীতি আর অপরটি দয়া ও অনুগ্রহের নীতি। ন্যায়পরায়ণতার নীতি প্রত্যেকের জন্যই সমান এবং এ নীতিকে সমতার সাথে পরিচালনা করা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজ দায়িত্বে নিয়ে রেখেছেন। আর দয়ার নীতি এটি যে, তার উপর কারো কোন অধিকার নেই।

ন্যায়পরায়ণতা তার উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, ন্যায়পরায়ণতার (আদল) অবস্থানের উপর মানুষ আল্লাহর জন্য ঝেপে পড়ে, কিন্তু প্রেম ও ঘনিষ্ঠতার অবস্থানে নিজের ভুল ধারণার কারণে কোন কিছু তার বুঝে আসে না তখন সে প্রশ্ন করতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ঈমান দান করা যেতে পারে, কেননা এটি তার অধিকার।

ইনসাফপূর্ণ নীতি হলো, মানুষ যে পরিশ্রম করবে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে, যে বস্তুর জন্য পরিশ্রম করবে না যেটির বিনিময় মিলবে না, এটি হলো আল্লাহর ন্যায় বিচারের বিধান। অতএব আয়াতের অর্থ এটি প্রতীয়মান হলো যে, হে লোক সকল! যদি তুমি পরিশ্রম করেছ তাহলে ঐ পরিশ্রমের বিনিময় লাভে বিশ্বাস রাখো, আর যদি কোন কর্মের জন্য তুমি কষ্ট স্বীকার না করে থাকো তাহলে সেটির ফলভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ ব্যক্ত করবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴿٣٢﴾

"পুরুষদের জন্য ঐসব কিছু রয়েছে যা তারা পরিশ্রম করে উপার্জন করেছে এবং নারীদের জন্যও ঐসব কিছু রয়েছে যার জন্য তারা পরিশ্রম করে।"[৫১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে লোক সকল! অন্যদেরকে স্বাচ্ছন্দ জীবন অতিবাহিত করতে দেখে বিদ্বেষের আগুনে জ্বলো না, তাদেরকে এ নেয়ামত আমি দান করেছি এবং এটি তাদের পরিশ্রমের প্রতিফল। তুমি জ্বলে পোড়ার পরিবর্তে পরিশ্রম করো, তোমাকেও সমগ্র জগতের শীর্ষ উন্নতি দান করা হবে। কিন্তু যদি তুমি পরিশ্রমই না করো, চেষ্টাই না করো তহালে তোমাকে উন্নতি দান করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٣٣﴾

[৫১]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৩২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহর নীতি ও বিধানে কোন পরিবর্তন হয় না।"[৫২]

অনুগ্রহের নীতির আলোকে ব্যতিক্রমাদি

আল্লাহ তা'আলা কারো সাথে অত্যাচারপূর্ণ আচরণ করেন না, বরং সকলের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন। যদি তিনি কারো সাথে বিশেষ অনুগ্রহের লেনদেন করেন তাহলে সেটি তাঁরই ইচ্ছা, তার নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. সৃষ্টি বিধানে ব্যতিক্রমের ধরন

মানব সৃষ্টিতে আল্লাহর নীতি হলো যে, আল্লাহ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন এবং পুরুষ ও নারীর মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। এটি আল্লাহর নিয়ম ও নীতির ব্যবস্থাপনা যা সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা, এটি তাঁর সৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে যেটি থেকে পৃথক ও ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উটনীকে পাথর থেকে সৃষ্টি করেছেন অথচ সৃষ্টবস্তু পাথর থেকে সৃষ্টি হয় না। কিন্তু নীতি যেহেতু আল্লাহ তা'আলারই প্রদত্ত, সুতরাং ব্যতিক্রমও তিনি করেন।

২. দূরত্বের নীতিতে ভিন্নরূপ

নীতি এটি যে, যে ব্যক্তি কোন এক স্থানে ও অবস্থানে বিদ্যমান থাকে সে হাজার হাজার মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করতে পারেনা। কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সভাসদ আসিফ বরখিয়া চোখের পলকে সম্রাজ্ঞী সাবা বিলকিসের সিংহাসন এনে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সম্মুখে রেখে দিলেন, এটি নীতি ভিন্নতা।

৩. সূর্যের নির্ধারিত কক্ষপথ পরিবর্তন

কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

"এবং সূর্য আপন অবস্থানের প্রতি পরিভ্রমণ করতে থাকে, এটা পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়ের নির্ধারণকৃত পদ্ধতি।"[৫৩]

[৫২]. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৩
[৫৩]. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৩৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ সূর্যের কক্ষপথ নির্ধারিত। তা আপন ইচ্ছায় ডানে বামে যেতে পারে না। এটি আল্লাহর নীতি আলোক শৃঙ্খলা। কিন্তু যদি তিনি চান তাহলে তাঁর সাতজন ওলী তথা আসহাবে কাহাফের স্বার্থে তিনশত নয় বছর পর্যন্ত সূর্যের উদয় ও অস্তের কক্ষপথ পরিবর্তন করে দেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ ﴿١٧﴾

"হে মাহবূব! আপনি দেখবেন যে, যারা আমার বান্দা তাদেরকে উষ্ণতার কিরণ থেকে রক্ষার জন্য যখন সূর্য উদিত হয় তখন গুহার ডান পার্শ্বে হয়ে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন গুহার বামপার্শ্বে হেলে যায়।"[৫৪]

এটিও ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তিনি যার জন্য চান সার্বজনীন নীতি বাস্তবায়ন করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা অনুগ্রহের নীতির ভিত্তিতে বিশেষ করুণা করেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴿٥٤﴾

"এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে চান দান করেন।"[৫৫]

৪. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন তাই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে পানাহার ব্যতিরেকে জীবিত রাখলেন

তার অনুগ্রহের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পারে না যে, হে মহান রব! এ জাগ্রত ব্যক্তিকে তুমি এটি দান করেছ আর শুয়ে থাকা ব্যক্তিকে তুমি এটি দান করলে। এটি তাঁর অনুকম্পার সিদ্ধান্ত। ন্যায় ও ইনসাফে কম বেশি হয় না, প্রত্যেকেরই তার পরিশ্রমের বিনিময় পরিপূর্ণভাবে মিলে থাকে। কিন্তু যদি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি কারো উপর পড়ে যায় তাহলে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে জাগ্রত ব্যক্তিকে এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়া হয় আর যদি অনুগ্রহের (ফযল) পর্যায়ে এসে যায় তখন শুয়ে থাকা ব্যক্তিকেও লা-মকান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

[৫৪]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ১৭
[৫৫]. আল-কুরআন, সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৫৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

"আল্লাহ যাকে চান (সত্যপথের জন্য) মনোনীত করে নেন এবং ঐসকল ব্যক্তি যারা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেন।"[৫৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমার ন্যায় বিচারের বিধি হলো যে, যে ব্যক্তি আমার নৈকট্যের সীমায় আসতে চায় তাকে আমার পথ দেখিয়ে দিই যে, হে আমার বান্দা! এ পথ আমার দিকে এসেছে, এ পরিশ্রম করো এবং ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে চলে আসো...! যদি করুণা করার পর্যায়ে এসে যায়, তাহলে শুয়ে থাকাকে লা-মকান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেব। হযরত সুলতান বাহু বলেন,

کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن کئی جاگدیاں وی ستے ہو
کنیاں نوں رب ستیاں ملیا کئی جاگدیاں وی گئے رتے ہو

যখন তাঁর করুণার বারিধারার সময় আসে তখন কেউই তার নিকট প্রশ্ন করতে পারে না যে, হে মহান রব! তুমি কাউকে তূর পর্বতে বলে দাও যে,

لَن تَرٰىنِيْ ﴿١٤٣﴾

"তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না।"[৫৭]

আর কারো জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তুমি স্বয়ং বার্তাপ্রেরণ করো এবং অতঃপর সমস্ত পর্দাসমূহ উত্তোলিত করে আপন নূরের ঝলক দেখিয়ে দাও। কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ﴿٩﴾

"অতঃপর (হাবিব ও মাহবুবের মধ্যে) শুধু দু'ধনুক পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষাও কম ব্যবধান রইলো।"[৫৮]

এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে চান, যতো চান দান করেন, তার অপন ইচ্ছানুসারে দান করেন কেউ তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। এ অর্থের

[৫৬]. আল-কুরআন, সূরা শুআরা, আয়াত : ১৩
[৫৭]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৪৩
[৫৮]. আল-কুরআন, সূরা নজম, আয়াত : ৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোকে দেখা যায় যে, কুরআন পাকের لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى আয়াতের ঈসালে সওয়াবের কোন সম্পৃক্ততা নেই। যদি সম্বন্ধ রাখাও যায় তাহলে এরপর এটি বলতে হবে যে, এ আয়াতে ন্যায়ের নীতিকেই বর্ণনা করছে, যেটির দৃষ্টিকোণে অর্থ এটি হবে যে, মানুষ যে জিনিসের জন্য পরিশ্রম করবে তার ফলাফল মিলবে আর যে বস্তুর জন্য পরিশ্রম করবে না সেটির ফলাফল মিলবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দা নিজে আমল করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! এ পরিশ্রম তো আমার, কিন্তু এটি বিনিময় অন্য একজনকে দিয়ে দাও, তাহলে এটি এতো বড় দানশীলতা, নিঃস্বার্থতা ও উৎসর্গের কথা যে, তার নিষ্ঠাপূর্ণ এ আমল তার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কে উপার্জন করে অন্যদেরকে দেয়? কিন্তু যদি কেউ জানমাল খরচ করে, পরিশ্রম করে, সদকা-খয়রাত করে এবং নিজের শক্তি ব্যয় করে অতঃপর চুপিসারে হাত উঠিয়ে বলে, হে আল্লাহ! এসব যা কিছু আমি করলাম তা সবটুকু তোমার অমুক বান্দার রূহে পৌছিয়ে দাও, এগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা-মাতার পবিত্র দরবারে পেশ করছি তা কবুল করো। এটি এতো বড় সৌভাগ্যের কথা যে, আল্লাহ তা'আলা সেটির বরকত থেকে তোমাকেও দান করবেন এবং তাদেরকেও দান করবেন, এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। ন্যায়ের নীতিনুসারে আমলকারীর পরিপূর্ণ সওয়াব তো মিলে যাবে সাথে সাথে যার জন্য সওয়াব পৌছাবে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম যে, তার নিকটও এগুলোর সওয়াব পৌছিয়ে দেবেন। অতঃপর এটি কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। অতএব বুঝা গেল যে, এ আয়াতের মূল বক্তব্য ঈসালে সওয়াবের মাসআলার সাথে কোন বৈপরীত্য নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীসে পাকের আলোকে পুণ্যময় আমলসমূহের সওয়াব পৌঁছানো

আল্লাহ তা'আলার দান ও অনুগ্রহের কোন সীমা নেই, তাঁর রহমতের সমুদ্রের কোন কূল নেই। তিনি আপন বান্দাদের উপর সর্বোচ্চ দয়াপরবশ ও অনুগ্রহশীল, তাঁর ক্ষমা ও দয়ার দ্বার কখনো রুদ্ধ হয় না, তিনি দয়াময় ও দয়ালু রব।

জগতস্রষ্টা আল্লাহ যিনি সাধারণ ত্যাগকেও নিষ্ফল হতে দেন না, এক বিন্দু কাউকে দান করলে তিনি সাতশত বিন্দু বানিয়ে দেন। যখন একটি আমল করে তুমি কাউকে দিয়ে দাও, তাহলে তিনি এর বিনিময় তোমাকেও দান করবেন আবার তাকেও দান করবেন। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে সওয়াব পৌঁছানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বাণীসমূহ থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে যেন এ কথা প্রতিভাত হয়ে যায়, ঈসালে সওয়াব শরীয়তের একটি প্রমাণিত মাসআলা। এটিকে বিরোধপূর্ণ বিষয় বানানো নিছক মূর্খতা আর মুর্খতার কোন প্রতিষেধক নেই।

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

'জনৈক ব্যক্তি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলেন যে, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার ধারণা যে, যদি তিনি কিছু বলতে পারতেন তাহলে সদকা করার নির্দেশ দিতেন। যদি আমি তার পক্ষে কিছু সদকা করি তাহলে তার সেটির সওয়াব মিলবে কি? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।'[৫৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَحَدُكُمْ تَطَوُّعًا فَيَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.

[৫৯]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৮৬

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নফল সদকা করে এবং সেটি তার মাতা-পিতার পক্ষে করে তাহলে সেটির সওয়াব তাদের মিলবে এবং তার সওয়াবেও কোনরূপ হ্রাস করা হবে না।[৬০]

৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে হুযূর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، إِلاَّ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ عَلَى طَبَقٍ مِنْ نُورٍ ، ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ ، فَيَقُولُ : يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ ، هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَاقْبَلَهَا ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ ، فَيَفْرَحُ بِهَا وَيَسْتَبْشِرُ ، وَيَحْزُنُ جِيْرَانُهُ الَّذِيْنَ لاَ يَهْدِىْ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ.

'যখন পরিবারবর্গের মধ্যে কেউ কোন মৃত প্রিয়জনের জন্য দান-খয়রাত করে সওয়াব পৌঁছায় তখন তার সে সওয়াবের উপঢৌকন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একটি সমুজ্জ্বল থালাভর্তি করে ঐ কবরবাসীর শিয়রে গিয়ে এ বলে পেশ করেন যে, তোমার অমুক প্রিয়ভাজন এ সওয়াবের উপহার প্রেরণ করেছে তুমি তা গ্রহণ করো। তখন ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ করে। অতঃপর সে তাতে আনন্দিত হয় এবং অন্যান্য কবরবাসীকে সুসংবাদ শুনায় আর আর প্রতিবেশীদেরকে মধ্যে যাদের এরূপ কোন উপহার মিলেনি তারা ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে থাকে।'[৬১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلاَّ يُشْبِهُ الْغَرِيْقُ الْمُتَغَوِّثُ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ صَدِيْقٍ ثِقَةً فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَإِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ

[৬০]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১২৯, তাবরানী মু'জামুল আওসাত গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে
[৬১]. তাবরানী মু'জামুল আওসাত, ৭/২৬০, হাদিস : ২৫০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَهْلِ الدُّوَرِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الأَحْيَاءِ لِلأَمْوَاتِ الإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُمْ.

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবরে মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ডুবন্ত ও আর্তনাদকারী মানুষের মতো, যে তার মা-বাবা ভাই কিংবা কোন বন্ধুর দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট দোয়া পৌঁছে তখন সেটি তার নিকট পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থ সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। নিশ্চয় পৃথিবীবাসীর দোয়া দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কবরবাসীদেরকে পর্বতসমূহের সমান সওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষে সর্বোত্তম উপহার হলো তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সদকা করা।'[৬২]

এক বর্ণনায় হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখনই নফল ইবাদত করো তখন তোমাদের মাতা-পিতা এবং বুযুর্গদেরকেও সেটির সওয়াবে অন্তর্ভুক্ত করো, তাতে তোমার সওয়াবের কোন অংশ হ্রাস হবে না। নিম্নে আমরা এমন কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপন করবো যেগুলোতে একথা প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তি তার পুণ্যময় আমলে কিভাবে অন্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

১. অন্যের পক্ষে নফল নামায আদায় করা

৫. এক বর্ণনায় এসেছে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মসজিদে ইশার (যেটি বসরার একটি জনপদ আবলাতে অবস্থিত) থেকে এমন শহীদদেরকে উঠাবেন যে, বদর যুদ্ধের শহীদগণ ব্যতীত কেউ তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে না।' একটি দল সেখানে যাচ্ছিল, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কা'বার হেরমে ছিলেন, তিনি যেতে পারছিলেন না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ অনুসারে বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছো যে আমাকে এ কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, মসজিদে 'ইশার-এ আমার জন্য দু'চার রাকাত নামায আদায় করবে এবং আদায়ান্তে বলবে,

[৬২]. ইমাম দায়লামী কৃত ফিরদাউসুল আখবার, ৪/৩৯১, হাদিস : ৬৬৬৪

www.AmarIslam.com

هَذِهِ لأَبِي هُرَيْرَةَ.

'এই নফল নামায হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য।'[৬৩]

এ বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, নফল নামায পড়ে সওয়াব পৌঁছানো এটি বৈধ আমল। বুযর্গদের সর্বদা এ অভ্যাস ছিল যে, তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়াব পৌঁছানোর জন্য নফল নামায পড়তেন।

২. রোযার সওয়াব পৌঁছানো

৬. নফল নামাযের মতো নফল রোযার সওয়াবও মৃতের নিকট পৌঁছে, শরীয়তে এটি সিদ্ধ বিষয়। ইমাম দারে কুতনী বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

'উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিকাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে এবং তার দায়িত্বে রোযা থাকে তাহলে যেন তার ওলী (পিতা বা ছেলে সন্তান ইত্যাদি) তার পক্ষে রোযা রাখে।' (অর্থাৎ রোযার ফিদিয়া দেবে) এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ।[৬৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক মহিলা এসে বললো, আমার বোন মৃত্যু বরণ করেছে এবং তার দায়িত্বে রোযা রয়েছে, (এখন আমি কি করতে পারি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তার দায়িত্বে ঋণ থাকতো, তাহলে

[৬৩]. সুনানে আবু দাউদ, ২/২২৪
[৬৪]. সুনানে দারে কুতনী, ২/১৯৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কি তুমি পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণই অধিক পরিশোধযোগ্য।[৬৫]

৩. হজ্বের ঈসালে সওয়াব

৮. মৃত ব্যক্তি পক্ষ হতে হজ্ব আদায়ের ব্যাপারে সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে নিম্নুক্ত হাদিসটি বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

'নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জুহায়না গোত্রের এক মহিলা এসে বললো, আমার মা হজ করার মানত করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্ব করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তার পক্ষে হজ্ব আদায় করবো? তিনি বললেন, তার পক্ষে হজ্ব করো। আর এটি বলো যে, যদি তোমার মায়ের কর্জ থাকতো তাহলে কি তুমি পরিশোধ করতে না? (সে বললো, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করলেন তাহলে) আল্লাহর ঋণও পরিশোধ করো। কেননা তা অধিক পরিশোধযোগ্য।'[৬৬]

উক্ত হাদীসে পাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণ উপস্থাপন করে দিলেন যে, কেউ কারো পক্ষে ঋণ পরিশোধের আমল করলে ঋণ আদায় হয়ে যায়, তাহলে সৎকর্মের আমল কেন আদায় হবে না।

৯. মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব পালনের সওয়াব বর্ণনা করে তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كَتَبَ اللهُ لَهُ عِتْقًا مِّنَ النَّارِ.

[৬৫]. সুনানে দারে কুতনী, ২/১৯৫
[৬৬]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/২৫০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'যে তার মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করল আল্লাহ তা'আলা তাকে নরকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন।'[৬৭]

এটি বড়ই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও বড় সেবা যে, সন্তানগণ মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবে এবং অন্যান্য সদকা ইত্যাদিও মাতা-পিতার পক্ষ থেকে আদায় করবে।

৪. কুরবানীর সওয়াব পৌঁছানো

১০. হাদীসে পাকে এসেছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবনেই কম বেশি প্রত্যেকর বছর দু'টি কুরবানী দিতেন। তিনি একটি কুরবানী নিজের ও পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে এবং আরেকটি কুরবানী আপন উম্মতের পক্ষে দান করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন,

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

'হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পরিবার ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মতের পক্ষে এ কুরবানী কবুল করুন।'[৬৮]

তাঁর এ স্নেহ পরবশতার কারণে উম্মতের উপর তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অধিকার (হক) এও রয়েছে যে, যেসব লোক বিত্তশালী তাদের উচিত, যখন কুরবানী করে তখন একটি কুরবানী আকায়ে দোজাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষেও করা, যেন কমপক্ষে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমল হয়। কেননা হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কিয়ামত পর্যন্ত যেসব উম্মত যারা এখনো জন্মলাভ করেনি তাদের পক্ষেও কুরবানী করেছেন। বলা চলে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আকায়ে দোজাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী আদায় করেছিলেন।

১১. হযরত আলী আল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবন দুটি কুরবানী দিতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি দু'টি কুরবানী কেন করেন? তখন তিনি বললেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

[৬৭]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১২৯, বায়হাকীর শু'আবুল ঈমানের উদ্ধৃতিতে
[৬৮]. সুনানে আবু দাউদ, ২/৩০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যেন তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি, তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করছি।'[৬৯]

৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছানো

আল্লাহর কালাম পাঠের ফযীলত ও মর্যাদা হলো যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের কারণে পাঠকারীর একেকটি বর্ণের বিনিময়ে দশ দশটি পুণ্য মিলে যায়। তাই যে ব্যক্তি তিলাওয়াতের সওয়াব অন্য কারো নিকট পৌঁছায় আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সেটির সওয়াব অন্যান্যদের দান করেন এবং পাঠকারীরও পুরোপুরি সওয়াব মিলে যায়।

১২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ.

'হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি করবস্থানে গমন করে অতঃপর সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের শাস্তিকে শিথিল ও হালকা করে দেবেন এবং পাঠকারীরও এর নির্দিষ্ট সংখ্যক পুণ্য মিলে যাবে।'[৭০]

১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ.

'আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তাকে আটকিয়ে রেখো না বরং কবরের দিকে দ্রুত নিয়ে যাও, আর তার কবরের উপর তার শিয়রের পার্শ্বে যেন সূরা ফাতেহা এবং পদযুগলের পার্শ্বে সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো তিলায়াত করা হয়।'[৭১]

[৬৯]. সুনানে আবু দাউদ, ২/২৯
[৭০]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১৩০
[৭১]. বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৭/১৬, হাদীস : ৯২৯৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'মিশকাতুল মাসাবীহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশি'আতুল লুম'আত'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছানো এবং সওয়াব পৌঁছার ব্যাপারে আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ বক্তব্য এটি যে, সওয়াব পৌঁছে। অতঃপর সেখানে (কবরস্থানে) কুরআনখানির বৈধতা প্রসঙ্গে বলেন, আর কবরের উপর কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ নয়, এটিই বিশুদ্ধ মত, যেভাবে শায়খ ইবনুল হুমাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন।'[৭২]

৬. তাসবীহ ও তাকবীরের সওয়াব পৌঁছানো

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ.

১৪. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদনি যখন হযরত সা'দ বিন মা'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হলো তখন আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার নিকট গেলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা আদায় করলেন, তাকে কবরে রাখা হলো এবং কবর সমান করে দেয়া হলো, তখন তিনি তাসবীহ পাঠ করলেন। অতঃপর আমরাও দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পাঠ করলাম। এরপর তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠ করলেন, তখন আমরাও তাকবীর বললাম। অতঃপর আবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাসবীহ ও তাকবীর কেন পাঠ করলেন? তিনি ইরশাদ করলেন, এ নেককার বান্দার জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আমরা তাসবীহ ও

[৭২]. আশি'আতুল লুমআ'ত, ১/৬৯৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাকবীর পাঠ করলাম এমনকি শেষাবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে সুপ্রশস্ত করে দিলেন।[৭৩]

৭. পানির কূপ ঈসালে সওয়াবের মাধ্যম

১৫. বর্ণিত আছে যে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ، قَالَ : فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সা'দের মা ইন্তিকাল করেছে অতএব কোন বস্তু সদকা করা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, পানি। অতঃপর সে কূপ খনন করলো এবং বললো এটি (কূপ) সা'দের মায়ের জন্য।[৭৪]

কূপ খননের নির্দেশ সরকারে মদীনা, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য দিয়েছেন যে, তখন মদীনায় মিঠা পানির স্বল্পতা ছিল এবং মিঠাপানি মুসলমানদের জন্য দুষ্প্রাপ্য ছিল। কয়েক মাইল ভ্রমণ করে ছোট ছোট পাত্রসমূহ (মশক) ভর্তি করে মিষ্টি পানি আনা হতো, তখন হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিঠা পানির একটি কূপ জনৈক ইয়াহুদী থেকে ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে মুসলমানদের জীবনযাত্রা সহজতর হয়েছিল।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটিও সুস্পষ্ট হলো যে, যাদের মাতা-পিতা, বুযুর্গ, প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছে তারা মৃত্যুর পর তাদের সেবার ধারা কিভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ও অটুট রাখতে পারে। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বড় অবদান (ইহসান) রয়েছে।

মৃত্যুর পর তাদেরকে স্মরণ রাখা এবং অবদানের বদলা অবদান দিয়ে মিটিয়ে দেয়া সন্তানের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব ঈসালে সওয়াবের মাধ্যমে পালন করা যায়।

বর্তমানেও লোকেরা তাদের মাতা-পিতার ঈসালে সওয়াবের জন্য মসজিদসমূহে, সাধারণ লোক ছাউনীতে এবং বিভিন্নস্থানে ঠাণ্ডা পানির জন্য

[৭৩]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৩৬০
[৭৪]. সুনানে আবু দাউদ, ১/৩৪৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈদ্যুতিক ওয়াটার কুলার ও পাইপ স্থান করে, এ পুণ্যময় আমলটি ঈসালে সওয়াবের মাধ্যম। আর এ সবের মূল ভিত্তি হলো উপরোক্ত পবিত্র হাদীস সমূহ।

৮. মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১৬. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি এমন ব্যক্তিকে আনা হতো যে ঋণ রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, কি সে ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হতো, জী, হ্যাঁ! সে রেখে গেছে। তখন তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন অন্যথায় সাহাবায়ে কেরামদের বলতেন, তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমি মুসলমানদের উপর তাদের প্রাণাধিক অধিকার রাখি। অতএব যে মুসলমান কর্জ রেখে ইন্তেকাল করে তার পরিশোধের বিষয়টি আমার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। আর যদি সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেগুলো তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।[৭৫]

বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে জানাযা (শবদেহ) আনা হলো, আর ঐ ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেউ আছো কি? যে তার ঋণ পরিশোধ করবে? তখন জনৈক সাহাবী অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো এবং তিনি জানাযা পড়ালেন।

[৭৫]. জামে' তিরমিযী, ১/১২৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুঝা গেল যে, অন্যের আমলের সওয়াব পৌঁছে থাকে। কেননা, মৃত ব্যক্তি স্বয়ং নিজে ঋণ পরিশোধ করছে না বরং তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে।

৯. ফলের বাগানের সওয়াব পৌঁছানো

১৭. এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ'র মা ইন্তেকাল করল আর তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি অনুপস্থিত ছিলাম আর আমার মা মৃত্যু বরণ করেছে, যদি আমি তার পক্ষ থেকে কিছু সদকা করি তাহলে কি তার নিকট উপকার পৌঁছবে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার ফলে ভরা বাগান আমার মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম।[৭৬]

১০. ঈসালে সওয়াবের জন্য দাসমুক্ত করা

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামদেরকে নিজদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের পক্ষ থেকে মুক্তি করার শিক্ষাও দিয়েছেন। এ জন্য বর্ণনায় এসেছে,

১৮. হযরত মুহাম্মদ বাকের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হাসানাইনে করীমাইন তাদের সম্মানিত পিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে দাসমুক্ত করেছিলেন যাতে তাঁর রূহে (আত্মায়) সওয়াব পৌঁছে।[৭৭]

১৯. হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ভাই আবদুর রহমান বিন আবু বকরের পক্ষ থেকে একটি দাস মুক্ত করেছিলেন।[৭৮]

[৭৬]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/২৮৬
[৭৭]. শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা : ১২৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরকতময় হাদীসসমূহ থেকে প্রতিভাত হলো যে, আপন মাতাপিতা, বুযুর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়দের ক্ষমা, মাগফিরাত ও মর্যাদার প্রবৃদ্ধির জন্য ঈসালে সওয়াবের বৈধপন্থাসমূহ থেকে যে পন্থাই গ্রহণ করা হোক তা বৈধ এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর উপকার পৌঁছান। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, আমাদের পক্ষ থেকে পুণ্য ও মঙ্গল পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ঐ সব লোক যারা আমাদের পূর্বে আমলের সুযোগ শেষ করে এ জগত থেক বিদায় নিয়েছেন। যদিও মৃত্যুর সাথে আমলনামা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং তাঁর রহমত পাপী বান্দাদের ক্ষমার বাহানা অনুসন্ধান করতে থাকে।

[৭৮]. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঈসালে সওয়াবের বৈধ পদ্ধতিসমূহ এবং প্রচলিত অতি সংযোজন ও অতি সংকোচন

নিম্নে আমরা উগ্রতা ও শিথিলতা সনাক্ত করে ঈসালে সওয়াবের বিভিন্ন পদ্ধতির বিশুদ্ধ শরয়ী স্বরূপ বর্ণনা করব। স্মর্তব্য যে, প্রতিটি যুগের জাতি ও উম্মতের মধ্যে মৌলিকভাবে দু'ধরনের মন্দ চরিত্র বিদ্যমান রয়েছে। যথা- ১. افراط বা অতিরঞ্জনতা ২. تفريط বা অতি শৈথিল্য।

কুরআন মাজীদ মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে সত্যের নির্দেশন মর্মে ঘোষণা দিয়েছে। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ উম্মতে ওয়াসাত বা মধ্যমপন্থী মানদণ্ডের রাস্তার উপর চলা উম্মত। ঐ মধ্যমপন্থায় যখন অতিরিক্ত করা হয়, অবৈধ কার্যাদি সংযোজন করা হয় তখনই ভ্রষ্টতা, পদস্খলন ও অমঙ্গলের উদ্ভব হয়ে থাকে। আর যদি সেটির মূল অবস্থান থেকে অপসারিত করা হয় তাতে হ্রাস করা এবং সেটির কতিপয় কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়। তাহলে এটি দ্বারাও শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে মন্দত্ব, পদচ্যুতি, ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য কুরআন মাজীদের সূরা ফাতিহায় যেখানে লোকদেরকে সৎপথ অন্বেষণ করার জন্য যে দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এ দোয়া করো,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٧﴾

"আমাদেরকে সরল পথ দেখান; ঐসব লোকের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ।"[৭৯]

কুরআন মাজীদ সরলপথ ও হেদায়তের রাস্তাকে নির্দিষ্ট, নির্ধারিত ও চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ অবস্থায় যখন কুরআন ও সুন্নাহর পথের ব্যাপারে যখন প্রত্যেকেই দাবী করেছে যে, আমি সৎপথে রয়েছি। আমি কুরআন ও সুন্নাতের আদর্শের উপর রয়েছি। যদি জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন কুরআন মাজীদ ঐ জটিলতার সমাধান বলে দিয়েছে। বলেছে, তুমি শুধুমাত্র আপন জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা সমাধান করো না। নিজের কোন সমাধানের উপর নিজ

[৭৯] আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৬-৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোবৃত্তি ও অনর্থক মতামত এবং ধারণাসমূহে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করো না; বরং বলেছে,

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"অতএব তোমরা জ্ঞানবানদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের (কিছু) অজ্ঞাত থাকে।"[৮০]

জ্ঞানবান (আহলে যিকির) হলো ঐ সব লোক যাদের হৃদয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রস্রবণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা সরলপথ সেটিই যেটির উপর আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত পুণ্যবান সম্মানিত নবী, সিদ্দীক, ওলী ও সৎবান্দাগণ ধারাক্রমে পরিচালিত হয়ে আসছেন।

উক্ত আয়াতের অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তম্মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হলো: صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ বা সৎ ও সম্মানিত বান্দাদের পথ ঐটিই সেটির উপর শয়তানের আক্রমণের ধারণাও করা যেতে পারে না। অথচ সে আল্লাহর দরবারে প্রত্যেক মানুষকে ঐ পথের হেদায়ত থেকে পদস্খলিত করার শপথ করেছে এবং বলেছে,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٣﴾

"তোমারা সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি ঐসবকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবো; কিন্তু যারা তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দা রয়েছে তারা ব্যতীত।"[৮১]

المخلصين (আল মুখলাসিন) দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব লোক যারা প্রবৃত্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি হতে পেরেছে এবং বেলায়ত মা'রিফাত ও রূহানিয়্যতের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলছে। শয়তান বলল, হে মহান স্রষ্টা! আমি প্রত্যেকের উপর আক্রমণ করবো, প্রত্যেককে পথহারা করার প্রচেষ্টা চালাব এবং সফলতাও লাভ করবো। কিন্তু যারা তোমার প্রিয়জন ও তোমার সম্মানিত বান্দা তাদের পথে আক্রমণের ভুলেও ধারণা করবো না। তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারব না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে লোক সকল!

[৮০]. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৪৪
[৮১]. আল-কুরআন, সূরা সাদ, আয়াত : ৮২-৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঈসালে সওয়াবের বৈধ পদ্ধতিসমূহ এবং প্রচলিত অতি সংযোজন ও অতি সংকোচন

নিম্নে আমরা উগ্রতা ও শিথিলতা সনাক্ত করে ঈসালে সওয়াবের বিভিন্ন পদ্ধতির বিশুদ্ধ শরয়ী স্বরূপ বর্ণনা করব। স্মর্তব্য যে, প্রতিটি যুগের জাতি ও উম্মতের মধ্যে মৌলিকভাবে দু'ধরনের মন্দ চরিত্র বিদ্যমান রয়েছে। যথা- ১. افراط বা অতিরঞ্জনতা ২. تفريط বা অতি শৈথিল্য।

কুরআন মাজীদ মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে সত্যের নির্দেশন মর্মে ঘোষণা দিয়েছে। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ উম্মতে ওয়াসাত বা মধ্যমপন্থী মানদণ্ডের রাস্তার উপর চলা উম্মত। ঐ মধ্যমপন্থায় যখন অতিরিক্ত করা হয়, অবৈধ কার্যাদি সংযোজন করা হয় তখনই ভ্রষ্টতা, পদস্খলন ও অমঙ্গলের উদ্ভব হয়ে থাকে। আর যদি সেটির মূল অবস্থান থেকে অপসারিত করা হয় তাতে হ্রাস করা এবং সেটির কতিপয় কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়। তাহলে এটি দ্বারাও শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে মন্দত্ব, পদচ্যুতি, ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য কুরআন মাজীদের সূরা ফাতিহায় যেখানে লোকদেরকে সৎপথ অন্বেষণ করার জন্য যে দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এ দোয়া করো,

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٧

"আমাদেরকে সরল পথ দেখান; ঐসব লোকের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ।"[৭৯]

কুরআন মাজীদ সরলপথ ও হেদায়তের রাস্তাকে নির্দিষ্ট, নির্ধারিত ও চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ অবস্থায় যখন কুরআন ও সুন্নাহর পথের ব্যাপারে যখন প্রত্যেকেই দাবী করেছে যে, আমি সৎপথে রয়েছি। আমি কুরআন ও সুন্নাতের আদর্শের উপর রয়েছি। যদি জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন কুরআন মাজীদ ঐ জটিলতার সমাধান বলে দিয়েছে। বলেছে, তুমি শুধুমাত্র আপন জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা সমাধান করো না। নিজের কোন সমাধানের উপর নিজ

[৭৯]. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৬-৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোবৃত্তি ও অনর্থক মতামত এবং ধারণাসমূহে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করো না; বরং বলেছে,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٤٣

"অতএব তোমরা জ্ঞানবানদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের (কিছু) অজ্ঞাত থাকে।"[৮০]

জ্ঞানবান (আহলে যিকির) হলো ঐ সব লোক যাদের হৃদয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রস্রবণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা সরলপথ সেটিই যেটির উপর আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত পুণ্যবান সম্মানিত নবী, সিদ্দীক, ওলী ও সৎবান্দাগণ ধারাক্রমে পরিচালিত হয়ে আসছেন।

উক্ত আয়াতের অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তম্মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হলো: صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ বা সৎ ও সম্মানিত বান্দাদের পথ ঐটিই সেটির উপর শয়তানের আক্রমণের ধারণাও করা যেতে পারে না। অথচ সে আল্লাহর দরবারে প্রত্যেক মানুষকে ঐ পথের হেদায়ত থেকে পদস্খলিত করার শপথ করেছে এবং বলেছে,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٢ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٣

"তোমারা সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি ঐসবকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবো; কিন্তু যারা তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দা রয়েছে তারা ব্যতীত।"[৮১]

المخلصين (আল মুখলাসিন) দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব লোক যারা প্রবৃত্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি হতে পেরেছে এবং বেলায়ত মা'রিফাত ও রূহানিয়্যতের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলছে। শয়তান বলল, হে মহান স্রষ্টা! আমি প্রত্যেকের উপর আক্রমণ করবো, প্রত্যেককে পথহারা করার প্রচেষ্টা চালাব এবং সফলতাও লাভ করবো। কিন্তু যারা তোমার প্রিয়জন ও তোমার সম্মানিত বান্দা তাদের পথে আক্রমণের ভুলেও ধারণা করবো না। তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারব না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে লোক সকল!

[৮০]. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৪৪
[৮১]. আল-কুরআন, সূরা সাদ, আয়াত : ৮২-৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হেদায়তের রাস্তা স্বয়ং নিজ অভিজ্ঞান দ্বারা নিরূপণ করার পরিবর্তে নিঃশব্দে আমার প্রিয় (মকবুল) বান্দাদের পদচিহ্নে পরিচালিত হয়ে আসো। কেননা তোমার জ্ঞান দ্বারা নির্ধারণকৃত পথে শয়তানের আক্রমণ দ্বারা দিশেহারা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মহান বান্দাদের আঁচল ধারণ করো যে পথে তারা পরিগমন করেছে। তাতে শয়তানের আক্রমণ হতে পারে না। যেভাবে তারা শয়তানের আক্রমণ হতে সংরক্ষিত। যেভাবে তারা শয়তানের পদস্খলন থেকে রক্ষা পেয়েছে তেমনি তোমরাও শয়তানের ভ্রান্ত পথ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কেননা সৎলোকদের পথই ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা। এটিই সৎ ও হেদায়তের পথ। এজন্য এর সাথে বলা বলেছেন,

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

"হে মহান প্রতিপালক! তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি রয়েছে। আর না তাদের পথ যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[৮২]

অবৈধভাবে সংযোজন দ্বারা দ্বীন বিনষ্ট হয়ে যায় আবার অবৈধভাবে হ্রাসের ফলেও ইসলামী শরীয়ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এজন্য বলেছেন, হে মহান জগৎস্রষ্টা! আমাদেরকে মধ্যপন্থার পথ দেখাও, সরলপথ দেখাও। আমাদেরকে ঐ পথে পরিচালিত করো না যেটিতে অতি কঠোরতা রয়েছে। আর না ঐ পথেও না, যেটিতে শৈথিল্য রয়েছে। কতিপয় তফসীরকারক এখানে ঐ শর্তদ্বয়ের মর্মার্থ বর্ণনা করে বলেন, এখানে একটি স্তর দ্বারা উদ্দেশ্য ইয়াহুদী যাদের উপর গযব অবতীর্ণ হয়েছে। আর অন্য স্তর হলো যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এটি দ্বারা উদ্দেশ্য খ্রিষ্টানগণ। এর ব্যাখ্যা এটিও করা হয়েছে যে, একদল সীমালঙ্ঘনের স্বীকার হয়ে দ্বীনের মূলে সংযোজন করতে লাগল আরেক দল শৈথিল্যের শিকার হল এবং তারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে সংকোচন করতে লাগল।

আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও দু'ধরনের মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে একটি নিক্তি একদিকে অতিরঞ্জনতায় অভিযুক্ত হচ্ছে আর অপর নিক্তি অন্যদিকে সীমালঙ্ঘনের অভিযুক্ত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কিছুলোক রয়েছে যারা শরীয়তের মধ্যেই হয়তো সীমালঙ্ঘন করছে। অতিরিক্ত কর্ম বৃদ্ধি করেছে আর কিছু লোক রয়েছে যারা শিথিলতা করছে। অর্থাৎ সংকীর্ণ

[৮২]. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও সংকোচনে ব্যাপৃত রয়েছে। শিথিলকারী ব্যক্তিরা এটি ধারণা করেছে যে, শুধুমাত্র সীমালঙ্ঘনকারীরা পথভ্রষ্ট। আর সীমালঙ্ঘনকারীরা মনে করছে যে, সংকোচনকারীরা পথভ্রষ্ট অথচ বাস্তব অবস্থা হলো যে অতিরঞ্জনতা ও সংকীর্ণতা উভয়টিই পথভ্রষ্টতার কারণ। আল্লাহ তা'আলা যে পথকে হেদায়তের পথ করেছেন সেটি হলো মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ আর ইসলামও মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মের নাম। এ নীতি সামনে রেখে যখন আমরা ঈসালে সওয়াবের মাসআলায় মনোনিবেশ করি তখন সেখানেও ঈসালে সওয়াবের বৈধপন্থাসমূহে সীমালঙ্ঘন এবং সংকোচন উভয়টির রূপ ব্যাপকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে সেগুলো থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহকারে চিহ্নিত করা হচ্ছে যেন বিশুদ্ধ (সহীহ) পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ঈসালে সওয়ারে প্রচলিত বৈধ পদ্ধতিসমূহ

১. প্রথম পদ্ধতি

ঈসালে সওয়াবের মাসআলার সর্বপ্রথম অবতারণা সে সময় হয় যখন কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করে। যখন আমাদের কোন প্রিয়জন, কোন বুযুর্গ কোন ছোট কিংবা বড় ব্যক্তির ইন্তেকাল হয় তখন তার ইন্তেকালের পর তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করা হয়। আর শোকানুষ্ঠান তিনদিন পর্যন্ত পালন করা সুন্নত। অতএব এখন এ ভ্রান্ত ধারণাও মস্তিষ্কসমূহ থেকে অপসারিত হয়ে যাবে যে, শোক পালনের জন্য সমাবেশের শরয়ী বিধান কি?

এটি সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকত মণ্ডিত আমল দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাদির বর্ণনা যে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ يَعْنِي شَقَّ الْبَابِ.

'হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত যায়িদ বিন হারেসা, হযরত জাফর বিন আবু তালেব ও হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শাহাদতের সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি (মসজিদে তাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শোক পালনের জন্য) উপবিষ্ট হলেন। তখন হুযূরের মধ্যে বিষণ্নভাব প্রকাশ পাচ্ছিল আর আমি দ্বারের ফটক দিয়ে দেখতে ছিলাম।'[৮৩]

সাহাবায়ে কেরামগণও তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করতেন। কারণ হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিনের অধিক শোক পালনে বারণ করেছেন। তবে ঐ মহিলা ব্যতীত যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে ইদ্দতের দিনসমূহে (৪ মাস ১০দিন) শোক পালন করবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিমের মহান বাণী,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

'হযরত উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলারা তিনদিনের অধিক শোক পালন করবে না, তবে ঐ মহিলা যে আপন স্বামী হারিয়েছে সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।'[৮৪]

আমাদের রীতি এরূপ যে তৃতীয় দিন শোক পালন সমাপ্তির সময় আমরা ঈসালে সওয়াবের আয়োজন করি। কুরআনখানি করি, দান সদ্কা করি, আর এটিকে কুলখানি নাম দিই। কিছু লোক এটিকে 'দোয়ায়ে খায়র' (কল্যাণ প্রার্থনা) নাম দিয়ে থাকে। এটিকে কুলখানি বলা হোক কিংবা দোয়ায়ে খায়র বলা হোক তাতে কোন প্রভেদ নেই। উভয় নাম বৈধ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা মূল মাসআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাম নিয়েই ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিয়েছি। কুলখানি দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃতের ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআন খতমের বরকতময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। যাতে মৃতের প্রিয়জন নিকট আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ একত্রিত হয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে এবং পরিশেষে কুরআন মাজীদের চার কুল সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হবে। এ কুরআনখানির অনুষ্ঠানকে খতম শরীফ বলা হয়। আর কুরআন মাজীদ খতমের স্থানে এরূপ সমাবেশের আয়োজন করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বৈধ। কেননা সাহাবা কেরাম, তাবেঈন ও উম্মতের

[৮৩]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৭৩
[৮৪]. সুনানে আবু দাউদ শরীফ, ১/৩২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুরোধাদের মধ্যে এ রীতি ও অভ্যাস প্রচলিত ছিল। সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী বর্ণনা করেন, ইবনে আবূ দাউদ, হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি মর্যাদাধর তাবিঈ ছিলেন। তার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا.

'হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন কুরআন পাক খতম করতেন তখন তার পরিবারবর্গকে একত্রিত করতেন এবং দোয়া করতেন।'[৮৫]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ অধ্যায়ে আলো অসংখ্য আকাবিরদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। যাদের কুরআন খতম সমাবেশ ও সম্মেলন করা এবং সেখানে দোয়া করার অভ্যাস ছিল। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খতমে কুরআনের এ বিষয়টির গুরুত্বের অবস্থা এরূপ ছিল যে,

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ إِذَا أَشْفَى عَلَى خَتْمِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ بَقَّى مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يُصْبِحَ فَيَجْمَعَ أَهْلَهُ فَيَخْتِمَهُ مَعَهُمْ.

'হযরত সাবেত আল বান্নানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে কুরআন মাজীদ খতম করা আরম্ভ করতনে, তখন কিছু অংশ সকালে তিলাওয়াতের জন্য অবশিষ্ট রাখতেন। অতঃপর যখন সকাল হত তখন তার পরিবাবর্গ একত্রিত হত। অতঃপর তিনি তাদের সাথে নিয়ে কুরআন পাকের খতম আদায় করতনে।'[৮৬]

আরো একটি বর্ণনা রয়েছে যে,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ.

'যে কুরআন পাক খতম করে অতঃপর দোয়া করে তখন তার দোয়াতে চার হাজার ফেরেশতা আমীন বলে।'[৮৭]

[৮৫]. ইমাম নববী কৃত কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা : ৯৭
[৮৬]. সুনানে দারমী, ২/৩৩৬
[৮৭]. সুনানে দারমী, ২/৩৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন দোয়ায়ে খায়র দ্বারা উদ্দেশ্য মৃতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মঙ্গলজনক দোয়া করা। এখন এ উভয় পরিভাষার মধ্যে কোন দিক ও প্রসঙ্গটি শরীয়তের বিপরীত। যে নামটি ইচ্ছা ব্যবহার করবে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নাম নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি

ঈসালে সওয়াবের একটি রূপ এটি যে, মৃতকে কবরস্থ করার পর সাতদিন পর্যন্ত কিংবা বৃহস্পতিবার দান-খয়রাত ও খতমে কুরআনের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াবের আয়োজন করা হয়। এ পদ্ধতিও শরীয়তের বৈধ ও মুস্তাহাব। কেননা এটি হাদীসের বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বৃহস্পতিবার (জুমারাতে) আমলসমূহ পেশ করা হয় এবং মৃতের আত্মা, তার ঘরে ঘুরে বেড়ায় যে, তার প্রিয়জন ও নিকট আত্মীয়তারা তার জন্য কিরূপ ঈসালে সওয়াবের আয়োজন করছে (তা দর্শনের জন্য)। এছাড়া এটিও বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় ও বিপদগ্রস্ত থাকে। এজন্য তাবেঈনদের যুগেও সাতদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো মুস্তাহাব জানা হত।

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ : أَنَّ الْمَوْتَى يَفْتِنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الأَيَّامِ.

'হযরত তাউস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মৃতগণ তাদের কবরে সাতদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকে। তাই তারা ঐ দিনসমূহে মৃতদের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো মুস্তাহাব মনে করেন।'[৮৮]

অতএব প্রমাণিত হল যে, মৃতের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানোর এ আমল বর্তমান যুগের উদ্ভাবিত নয় বরং তাবিঈনদের মধ্যেও সেটির আয়োজন করা হত।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'শরহে মেশকাতুল মাসাবীহ'তে বলেন, 'মুস্তাহাব হলো, মৃতের এ জগত থেকে পাড়ি দেয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা-খয়রাত করা তাকে উপকৃত করে। এ ব্যাপারে

৮৮. শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা : ৫৭

www.AmarIslam.com

আলেমদের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই এবং বিশেষ বৈধতায় বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় আলেম বলেন, মৃতের নিকট শুধুমাত্র সদ্কা ও দোয়ার সওয়াব পৌছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, মৃতের রূহ জুমার রাতে তাদের গৃহে আগমন করে এবং দেখে যে, তার পক্ষ থেকে গৃহবাসীদের মধ্যে কেউ দান-সদ্কা করেছে কিনা?'[৮৯]

৩. তৃতীয় পদ্ধতি

অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে এ পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে যে, তা'রা তাদের মাতা-পিতা ও বুযর্গদের ওফাতের চল্লিশতম দিবসে তাদের ঈসালে সওয়াবের জন্য বিশেষভাবে মাহফিল ও দান-খয়রাতের ব্যবস্থা করা বৈধ। যদিও এটি শরয়ী নির্ধারণ কৃত নয়। আর না এটি আবশ্যকীয় যে, এ দিনেই ঈসালে সওয়াব হতে পারে। পূর্বে ও পরে নয়; বরং নিজেদের সহজ সাধ্যতার জন্য যেকোন দিনে সাদ্কা খায়রাত করা হলে সেটির সওয়াব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌছে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণও বরকত লাভের মাধ্যম এবং হেকমত শূন্য নয়। কেননা বুযর্গগণ চল্লিশের সংখ্যা চিল্লার জন্য, ইতিকাফের জন্য, পরিশ্রম ও সাধনার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আমরা দ্বীন প্রচার (তাবলীগ)'র জন্যও চিল্লা লাগাই। চল্লিশ চল্লিশ দিন উৎসর্গ করি। যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে প্রচার মিশনে গমন করেছিলেন তখন কি চল্লিশ দিন নির্ধারিত করেছিলেন? কখনো না....! কিন্তু আমরা তিন দিন, সাত দিন, দশদিন ও চিল্লা নির্ধারণ করি। যদি এসব কিছু বৈধ হয় তাহলে ঈসালে সওয়াবের জন্য চল্লিশতম দিন নির্ধারিত করা কেন অবৈধ (নাজায়েয) হয়ে গেল? শরীয়ত কোন বস্তুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি এবং চল্লিশ সংখ্যাটি এজন্য উৎকৃষ্ঠতর যে,

১. কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মূসা! তুমি চল্লিশ দিন তূর পর্বতে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তোমার সাথে কথোপকথন করব।

২. হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন হেরা পর্বতে ইতিকাফ করেছিলেন।

৮৯. আশিয়াতুল লুম'আত, পৃষ্ঠা : ৭১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. হাদীস বেত্তাগণও চল্লিশ সংখ্যাটিকে মুতাওয়াতির হাদীসের জন্য নির্ধারিত করেছেন আর আরবাঈন (চল্লিশ হাদীস) লেখা তো মুহাদ্দিসীনে কেরামদের অভ্যাস ছিল।

এজন্য এ সংখ্যা ও আল্লাহর নির্ধারণ কৃত হয়ে গেলে ঐ নির্ধারণ সমূহে কোন বস্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ (নাজায়েয) নয়। অতএব এটিত ঈসালে সওয়াব মুবাহ জায়েয হওয়ার পদ্ধতি।

উল্লেখিত বৈধ পন্থাসমূহের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের চিত্র

এতক্ষণ পর্যন্তকার আলোচনা (ঈসালে সওয়াবের প্রতি) অবহেলা ও সংকোচন থেকে বেঁচে থাকার বর্ণনা ছিল যে, এটি জায়েয। আল্লাহর ওয়াস্তে এটিকে নাজায়েয বলোনা। কিন্তু জায়েয বলে বিশ্বাসকারীরা এ জায়েয কর্মকে অকারণে কতিপয় নাজায়েয প্রথার মাধ্যমে নাজায়েয বানিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা কুলখানি করি, চেহলাম করি, বৃহস্পতিবার দিন মৃতদের জন্য ঈসালে সওয়াব করি, তখন সেগুলোতে শরীয়তের পক্ষ থেকে মৌলিক কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি বৃহস্পতিবার আপনি ঈসালে সওয়াব করেন তাহলে তাতে এ হেকমত রয়েছে যে,

১. সেদিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় বিভিন্ন মুমিনদের কবরসমূহে ফাতিহাখানির জন্য যেতেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও যিকিরের মাহফিল বৃহস্পতিবার করতেন।

অর্থাৎ বুযর্গগণ যে নীতি আমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যদি আমরা মনোনিবেশ করি তখন কোন না কোন হেকমতের নির্দেশনা পাই, সাহাবায়ে কেরাম ও হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন না কোন আমল হয়ে থাকে। এটি ভিন্ন কথা যে আমাদের মধ্যে অনেকের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না।

অতএব যদি ঈসালে সওয়াবের জন্য দিন নির্ধারণ করা হয় তাহলে তাতে মৌলিক কোন নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। কিন্তু কতেক লোক এ বৈধ বিষয়টিকে বাড়াতে বাড়াতে বৃদ্ধি করতে করতে এটিকে এমন বিষয় বানিয়ে দিয়েছে যা মূল দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত এবং পরপন্থী। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ঈসালে সওয়াবকে লৌকিকতার প্রথায় পরিণত করেছে। যেমন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. ঈসালে সওয়াবের নামে প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষায় দাওয়াতের আয়োজন শুরু হয়েছে। কুলখানির জন্যও দাওয়াত হচ্ছে, চেহলামের আয়োজনেও দাওয়াত হচ্ছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে মৃতের ঈসালে সওয়াবের জন্য যে খাবার পাকানো হয় তা দরিদ্র ও নিঃস্বদের হক। এটিকে প্রথাগত দাওয়াতে পরিবর্তন করে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

২. অত্যাচারের উপর অত্যাচারের বিষয় যে আমরা মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে মজুরির ভিত্তিতে নিয়ে আসি। পয়সা দিয়ে কুরআন পড়ায় অথচ পয়সার বিনিময়ে কুরআন পড়ানো হারাম। তাহলে এটি থেকে আমরা কোন জিনিসের সওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছাচ্ছি।

৩. অতঃপর এটিও প্রচলিত হয়েছে যে, আমরা মসজিদ ও মক্তবে গিয়ে কুরআন একত্রিত করি, কেউ বলে আমরা চল্লিশটি কুরআন মিলে গেছে, কেউ বলে আমার তিনশত কুরআন মিলে গেছে। ঈসালে সওয়াবের সাথে এটি কি ধরনের তামাসা? চার দুই পারা পড়বে, দশ পারা পড়বে কিন্তু নিজে পড়বে, বন্ধু বান্ধব, প্রিয়জন ও আত্মীয়তারা পড়বে একই আদর্শে বিশ্বাসীরা পড়বে। আর যদি ছাত্ররাও আসে, তাহলে তারা উৎফুল্ল চিত্তে পড়বে। মজুরীতে পড়বে না। এরূপ পাঠকৃত দশটি পারা, দশ খতম কুরআন অপেক্ষা উত্তম হবে।

আপনি মসজিদের মৌলভীকে ভাড়ায় কুরআন পড়ার জন্য কেন বেছে নিলেন? কুরআন আপনারও কিতাব আপনারও পাঠ করা চায়। আপনি নিজে কেন পড়ছেন না?

৪. অতঃপর আমরা দাওয়াতনামা (নিমন্ত্রণ পত্র)'র প্রচলন করি। অনেক স্থানে পুরুষ ও মহিলাদেরকে স্যুট (নির্ধারিত ইউনিফর্ম) পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। হে অত্যাচারীরা! আল্লাহকে একটু ভয় করো যে, তুমি মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠানকেও বিবাহের সাথে পরিবর্তন করে ফেলেছো।।

৫. অনেক এলাকায় ঈসালে সওয়াবের নামে চাঁদা উত্তোলন করা হয়, এভাবে ঈসালে সওয়াবের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মুছে দেয়া হয়েছে।

জায়েয বিষয় তখন হারাম করা হয় যখন তাতে সংযোজন করে এটিকে অপবিত্র প্রথাসমূহে বদলে ফেলা হয়। ঈসালে সওয়াবের জন্য যখনই মাসিক সাপ্তাহিক, ছয়দিন দশদিন কিংবা চল্লিশ দিনের খতম হয় এবং যেরূপেই করে শরীয়ত এটিকে বাধা দেয় না। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম হল যে, কুরআনখানি নিজেরা করবে, যিকির করবে, সাদ্‌কা খায়রাত করবে, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের খাওয়াবে, অধিকৃতদেরকে খাওয়াবে। এভাবে এটি মৃতের রূহের জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. হাদীস বেত্তাগণও চল্লিশ সংখ্যাটিকে মুতাওয়াতির হাদীসের জন্য নির্ধারিত করেছেন আর আরবাঈন (চল্লিশ হাদীস) লেখা তো মুহাদ্দিসীনে কেরামদের অভ্যাস ছিল।

এজন্য এ সংখ্যা ও আল্লাহর নির্ধারণ কৃত হয়ে গেলে ঐ নির্ধারণ সমূহে কোন বস্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ (নাজায়েয) নয়। অতএব এটিত ঈসালে সওয়াব মুবাহ জায়েয হওয়ার পদ্ধতি।

উল্লেখিত বৈধ পন্থাসমূহের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের চিত্র

এতক্ষণ পর্যন্তকার আলোচনা (ঈসালে সওয়াবের প্রতি) অবহেলা ও সংকোচন থেকে বেঁচে থাকার বর্ণনা ছিল যে, এটি জায়েয। আল্লাহর ওয়াস্তে এটিকে নাজায়েয বলোনা। কিন্তু জায়েয বলে বিশ্বাসকারীরা এ জায়েয কর্মকে অকারণে কতিপয় নাজায়েয প্রথার মাধ্যমে নাজায়েয বানিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা কুলখানি করি, চেহলাম করি, বৃহস্পতিবার দিন মৃতদের জন্য ঈসালে সওয়াব করি, তখন সেগুলোতে শরীয়তের পক্ষ থেকে মৌলিক কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি বৃহস্পতিবার আপনি ঈসালে সওয়াব করেন তাহলে তাতে এ হেকমত রয়েছে যে,

১. সেদিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় বিভিন্ন মুমিনদের কবরসমূহে ফাতিহাখানির জন্য যেতেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও যিকিরের মাহফিল বৃহস্পতিবার করতেন।

অর্থাৎ বুযর্গগণ যে নীতি আমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যদি আমরা মনোনিবেশ করি তখন কোন না কোন হেকমতের নির্দেশনা পাই, সাহাবায়ে কেরাম ও হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন না কোন আমল হয়ে থাকে। এটি ভিন্ন কথা যে আমাদের মধ্যে অনেকের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না।

অতএব যদি ঈসালে সওয়াবের জন্য দিন নির্ধারণ করা হয় তাহলে তাতে মৌলিক কোন নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। কিন্তু কতেক লোক এ বৈধ বিষয়টিকে বাড়াতে বাড়াতে বৃদ্ধি করতে করতে এটিকে এমন বিষয় বানিয়ে দিয়েছে যা মূল দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত এবং পরপন্থী। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ঈসালে সওয়াবকে লৌকিকতার প্রথায় পরিণত করেছে। যেমন-

১. ঈসালে সওয়াবের নামে প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষায় দাওয়াতের আয়োজন শুরু হয়েছে। কুলখানির জন্যও দাওয়াত হচ্ছে, চেহলামের আয়োজনেও দাওয়াত হচ্ছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে মৃতের ঈসালে সওয়াবের জন্য যে খাবার পাকানো হয় তা দরিদ্র ও নিঃস্বদের হক। এটিকে প্রথাগত দাওয়াতে পরিবর্তন করে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

২. অত্যাচারের উপর অত্যাচারের বিষয় যে আমরা মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে মজুরির ভিত্তিতে নিয়ে আসি। পয়সা দিয়ে কুরআন পড়ায় অথচ পয়সার বিনিময়ে কুরআন পড়ানো হারাম। তাহলে এটি থেকে আমরা কোন জিনিসের সওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছাচ্ছি।

৩. অতঃপর এটিও প্রচলিত হয়েছে যে, আমরা মসজিদ ও মক্তবে গিয়ে কুরআন একত্রিত করি, কেউ বলে আমরা চল্লিশটি কুরআন মিলে গেছে, কেউ বলে আমার তিনশত কুরআন মিলে গেছে। ঈসালে সওয়াবের সাথে এটি কি ধরনের তামাসা? চার দুই পারা পড়বে, দশ পারা পড়বে কিন্তু নিজে পড়বে, বন্ধু বান্ধব, প্রিয়জন ও আত্মীয়তারা পড়বে একই আদর্শে বিশ্বাসীরা পড়বে। আর যদি ছাত্ররাও আসে, তাহলে তারা উৎফুল্ল চিত্তে পড়বে। মজুরীতে পড়বে না। এরূপ পাঠকৃত দশটি পারা, দশ খতম কুরআন অপেক্ষা উত্তম হবে।

আপনি মসজিদের মৌলভীকে ভাড়ায় কুরআন পড়ার জন্য কেন বেছে নিলেন? কুরআন আপনারও কিতাব আপনারও পাঠ করা চায়। আপনি নিজে কেন পড়ছেন না?

৪. অতঃপর আমরা দাওয়াতনামা (নিমন্ত্রণ পত্র)'র প্রচলন করি। অনেক স্থানে পুরুষ ও মহিলাদেরকে স্যুট (নির্ধারিত ইউনিফর্ম) পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। হে অত্যাচারীরা! আল্লাহকে একটু ভয় করো যে, তুমি মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠানকেও বিবাহের সাথে পরিবর্তন করে ফেলেছো।।

৫. অনেক এলাকায় ঈসালে সওয়াবের নামে চাঁদা উত্তোলন করা হয়, এভাবে ঈসালে সওয়াবের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মুছে দেয়া হয়েছে।

জায়েয বিষয় তখন হারাম করা হয় যখন তাতে সংযোজন করে এটিকে অপবিত্র প্রথাসমূহে বদলে ফেলা হয়। ঈসালে সওয়াবের জন্য যখনই মাসিক সাপ্তাহিক, ছয়দিন দশদিন কিংবা চল্লিশ দিনের খতম হয় এবং যেরূপেই করে শরীয়ত এটিকে বাধা দেয় না। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম হল যে, কুরআনখানি নিজেরা করবে, যিকির করবে, সাদ্‌কা খায়রাত করবে, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের খাওয়াবে, অধিকৃতদেরকে খাওয়াবে। এভাবে এটি মৃতের রূহের জন্য

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সওয়াবের মাধ্যম হবে। আর যদি অন্যান্য লোকেরাও যদি খায় তাহলে যখন সেখানে কুরআন পড়া হয় তখন ঐ খাবার তিলাওয়াতে কুরআনের তাবাররুক হিসেবে অন্যান্যদের জন্যও হালাল হয়ে যাবে।

খাবার সামনে রেখে কুরআন পড়া কিংবা সম্মুখে না রেখে পড়া উভয় অবস্থাই বৈধ। কেননা স্বয়ং কুরআন বলছে,

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿١١٩﴾

"সুতরাং তোমরা তা থেকে আহার করো, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। আর তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা তা থেকে আহার করছো না। যেটির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।"[৯০]

কিন্তু এর উদ্দেশ্য এটি গ্রহণ করা যাবে না যে ঈসালে সওয়াব এবং সাদ্‌কা ও খায়রাতের জন্য খাবার রান্না করে, তাতে কুরআন পড়ে, বৈধ (হালাল) করে সকলে নিজদের উদরভর্তি করে খেয়ে নিবে।

৬. এভাবে আমরা নিজেদের পেট পালনের জন্য এটিও নীতিরূপে প্রণয়ন করে রেখেছি যে, ঈসালে সওয়াবের জন্য যেসব কাপড় ফলমূল ও খাবার তৈরী করা হয় ঐ সব কিছু উঠিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব নিয়ে যায় আর লোকেরা মনে করে যে, জানাযার নামায পড়ানো ও কুলখানির বিনিময় এটি যে সবকিছু ইমাম সাহেবের নিকট চলে যাবে অথচ মসজিদের ইমাম ও খতীব হওয়া ঈসালে সওয়াব ও সাদ্‌কা-খায়রাতের হকদার হওয়া নয়।

মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতীবদের দৃষ্টি আকর্ষণ

ঐসব ব্যক্তি যারা মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্বে রয়েছেন একথা বিশেষভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলছি যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে ঐসব সাদকা খায়রাত ও ঈসালে সওয়াবের খাবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন। অন্যথায় সেটি দ্বারা ঈমানের জ্যোতির বিকিরণ ক্ষীণ হয়ে যাবে।

[৯০]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১১৮-১১৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তরাত্মা অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে যাবে। মুখের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সমাজের মধ্যে অমর্যাদা ও সম্মানহানি হবে।

আলেমদেরকে এ বিষয়টি সম্মানহীন বানিয়েছে যে, বৃহস্পতিবারে (জুমারাতে) খাবার রান্না করে তাদের ইমাম সাহেবকে দান করে, জানাযা পড়ানোর বিনিময় মৌলভী সাহেবকে দেয়, ঈসালে সওয়াবের সদকাসমূহ মৌলভী সাহেবকে দেয় এবং এ ধারণা করে যে, যারা আমাদের সদকা দ্বারা পালিত তারা কোনদিক দিয়ে মর্যাদার অধিকারী নয়। এজন্য জরুরী হলো যে, জানাযা পড়ানো ও কুরআন পাঠের জন্য মসজিদের ইমামকে পয়সা দেয়া হবে না; বরং ফী সাবিলিল্লাহ পড়াবে। যদি তারা কুলখানী করে তখন তারা এটি মনে করবে যে, আল্লাহর বাণী কুরআন মাজীদ পাঠ করছি অন্য কোন কাজ-কর্ম করছি না। এর বিনিময় আদায় করে নিবে না আর যদি সাধারণ মানুষ এমন কিছু প্রদান করে তাহলে আলেমদের জন্য আবশ্যক হলো যে, তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। আর দানকারীর জন্য আবশ্যক হলো যে, তারা নিঃস্ব ও অধিকৃতদেরকে দিবে। যদি মসজিদের ইমাম সাহেব দরিদ্র হয়, তাহলে কোন উত্তম পদ্ধতিতে তাকে সাহায্য করবে। এমন নিয়ম বানাবে না যেন তারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে তোমাদের ভিক্ষুক হিসেবে দৃষ্ট হয়।

২. বুযর্গানে দ্বীনের ঈসালে সওয়াবের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ

ঈসালে সওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে একটি হল যে, লোকেরা বার্ষিক খতম আদায় করে নিজেদের মাশায়েখ, আউলিয়া, বুযর্গ ও মাত-পিতার ঈসালে সওয়াবের দিন নির্ধারণ করে পালন করে। এটি প্রথমে আলোচিত হয়েছে যে, এরূপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং কুরআন ও হাদীসে এটির নিষেধাজ্ঞা নেই। স্বয়ং হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকত মণ্ডিত আমল ছিল যে, তিনি প্রত্যেক বছর শহীদদের কবরসমূহে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দোয়া করতেন। এ অভ্যাস তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী অনুসারী সাহাবীদেরও ছিল। মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক-এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা রয়েছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ فَيَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'হযরত মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত্ তাইমী বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, প্রত্যেক বছরের শুরুতে শহীদগণের কবরসমূহে তাশরীফ নিয়ে আসতেন। অতঃপর বলতেন তোমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। ঐ জিনিসের বিনিময়ে যেটির উপর তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ আর তোমাদের জন্য পরকালে রয়েছে উত্তম আবাসস্থল। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর হযরত ওমর ও হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুমেরও এ অভ্যাস ছিল।'[৯১]

ওরসের সময় সমাবেশের আয়োজন করা, লোকদের এমন বরকতময় অনুষ্ঠানে যাওয়া, আলেমদের ও খতীবগণের ওয়াজ ও তকরীর করা এসব কিছু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের সুন্নাত। বরকতমণ্ডিত হাদীসসমূহ থেকে আমাদের এ শিক্ষা মিলে যে, আকায়ে দোঁজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরামের এ অভ্যাস ছিল। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

'হযরত ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন উহুদবাসীদের জন্য নামায পড়লেন যেভাবে (সাধারণ) মৃতদের উপর পড়া হয়। অতঃপর মিম্বরের দিকে আসলেন এবং খোতবা ইরশাদ করলেন যে, আমি তোমাদের অগ্রণী ও তোমাদের সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি আমার হাউযে কাউসার এ মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমাকে ভূপৃষ্ঠের ধনভাণ্ডার সমূহের চাবিগুলো

[৯১]. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খণ্ড : ৩, হাদীস : ৬৭১৬

www.AmarIslam.com

দান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার এ ব্যাপারে কোন ভয় নেই। তোমরা আমার ওফাতের পর শিরিকে লিপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের দুনিয়া অর্জনে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।'[৯২]

পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল যে প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভের দিনসমূহে তিনি শহীদগণের কবরে দোয়ার উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। এছাড়া এ বর্ণনা থেকে আরো একটি কথার প্রমাণও মিলে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে মজলিসের ব্যবস্থা করতেন এবং সাহাবা কেরামের সমাবেশে বক্তব্যও দিতেন। কেননা হাদীসে পাকের শব্দমালা হল যে 'তিনি মিম্বরের দিকে আসলেন এবং খুতবা দিলেন' যেটি দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তার সাথে সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ হত। তখন মিম্বর ও খুতবার ব্যবস্থা হত। অন্যথায় যদি ৮/১০ জন ব্যক্তি হত, তাহলে তাদের সাথে কথাবার্তার জন্য সাধারণ মিম্বরে বসার প্রয়োজন হত না।

এ বর্ণনাসমূহ উপস্থাপন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটি যে, দ্বীনের মধ্যে যেসব বিষয় মঙ্গলজনক সেগুলোকে জারী ও অব্যাহত রাখা। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এমন বিষয় যেগুলোর মূলভিত্তি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সেগুলোকে শিরক ও বিদআত বলে ওফাতপ্রাপ্ত উম্মতদের মর্যাদার ব্যাপারে ব্যাপক বিভক্তি ও প্রপাগাণ্ডার বিস্তার না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন যে, এখন আমার উম্মত শিরকের অপরাধ করবেনা। অথচ এটির বিপরীতে কিছুলোক উম্মতের সিংহভাগ শিরক ও বিদআতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ফতোয়া দেয় তাহলে এটির চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হবে। দ্বীন তো সুস্পষ্ট কল্যাণের নাম। ধর্মের নামধারীদেরকে রুক্ষ আচরণ অতিশয় কঠোরতা ও স্বজনপ্রীতির মনোভাব কখনো শোভামণ্ডিত করে না। ওরসের বর্তমান চিত্রও অনেকটা এরূপ যে লোকেরা নিজদের মাশায়েখ, ওলী-আল্লাহ ও বুযর্গদের ঈসালে সওয়াবের জন্য বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে যাতে কুরআনখানি, না'তখানি ও আলেমদের ওয়াজ-তাকরীর হয়। এ আয়োজন দ্বারা যেভাবে বুযর্গদের মর্যাদার উন্নতির আশা করা যায় তেমনি উপস্থিত ব্যক্তিরা আল্লাহর নূরের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ফয়েজমন্ডিত হয়।

[৯২]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৭৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা তার পুণ্যবান বান্দাদের ওয়াসীলা গ্রহণ দ্বারা তাদের সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ও মুরীদদের গুনাহসমূহও ক্ষমা করেন। এ ধরনের আয়োজন বরকত ও কল্যাণের মাধ্যম হয়ে যায়।

ওরসের দিবসকে পারিভাষায় 'ওরস' বলার মূলভিত্তি হলা জামে' তিরমিযীর বর্ণনা, যা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যেটিতে মৃতের কবরে প্রবেশের পর মুনকার-নকীরের প্রশ্নোত্তরের বর্ণনা সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। যদি ঐ মু'মিন খোদাভীরু হয়, সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও চিনে নেয় তাকে বলা হয়,

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ.

'নবদম্পতির ন্যায় ঘুমাও যাদেরকে পরিবারের মধ্যকার প্রিয় ব্যক্তিই জাগ্রত করেতে পারে।'[৯৩]

এতদ্ব্যতীত এদিন দান-খয়রাত, খতমে কুরআনের আয়োজনের হেকমত এটি যে, যেদিন আল্লাহর ওলীর ওফাত সেদিন তাঁর রূহানী শাদীর দিন হয়। আমাদের শাদী (বিবাহ) সমূহ দুনিয়াবী হয়ে থাকে। শরীরের বিবাহ হয়ে থাকে আর আল্লাহর ওলীদের শাদী তাঁদের আত্মার শাদী হয়। যখন তাদের রূপ বন্দীকৃত শিকল অতিক্রম করে যায়, পর্দাসমূহ উত্তোলিত হয়ে যায় এবং তাঁর আপন প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন সেদিন তাদের শাদী হয়। এজন্য যখন ঐদিন ফিরে আসে যেদিন মহান রবের সাক্ষাত লাভ হয়েছিল সেদিন তাদের রূহে উৎফুল্ল অবস্থা বিরাজ করে। সারা বছর যে কেউ তাদের জন্য কুরআনখানি ও সদকা খয়রাত করে তা পৌঁছে যায়। হাদীসে পাকের আলোকে তাদের রূহসমূহ আনন্দিত হয়ে থাকে। ঐ সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছতে থাকে। উপহার পৌঁছতে থাকে। ফেরেশতাগণ পেশ করে থাকে কিন্তু তারা ঐ দিন কতই আনন্দিত হয় তখন তাদের রূহানী শাদীর দিবসটি পুনরায় ফিরে আসে। যখন সেদিন উপহার আসে তাদের রূহ আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে যায়। এজন্য তাঁদের ওফাতের দিবসে যদি কুরআনখানি করে সাদকা-খায়রাত করে, ঈসালে সওয়াব করে, তাহলে তাঁদের রূহসমূহ খুশী হয়ে থাকে যে, তারা আমাদের আনন্দে নিজদেরকে অংশীদার করল। সাধারণ লোকদের জন্য বেসাল হল মৃত্যু আর আল্লাহর ওলীদের জন্য বেসাল হল চিরস্থায়ী জীবন।

[৯৩]. জামে' তিরমিযী, ১/১২৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

کون کہتا ہے کہ مومن مرگئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے

'কে বলে যে মু'মিন গেল মরে
বন্দীত্ব ছেড়ে সে গেল যে আপন ঘরে।'

তাদের বেসাল হলো তাদের দেশে গমন করা। তাদের বেসাল মাহবূবের সাথে সাক্ষাতের সেতুবন্ধন হয়ে থাকে।

'বেসাল' শব্দটি 'ওয়াসলুন' থেকে নির্গত। আর 'ওয়ালুন' মিলন ও সাক্ষাতকে বলে। আমাদের দৃষ্টিতে যেটি মৃত্যু তাদের দৃষ্টিতে সেটি প্রকৃত জীবন।

ওরসের আয়োজনে সীমালঙ্ঘন ও সংকীর্ণতা

১. সৌভাগ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানকে মেলা বানিওনা

ওরসও যেহেতু ঈসালে সওয়াবেরই একটি রূপ। এটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। শত শত বছর ধরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওলীগণ, সালেহীন ও দ্বীনের বুযর্গগণ ওরস পালন করে আসছে। অর্থাৎ ঐসব লোক যাদের মাধ্যমে ইসলাম আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে তারা নিজেরাই ওরসের আয়োজন করতেন এবং ওরস পালন করতেন। এটি বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। যদি এটি হারাম (অবৈধ) হতো তাহলে এটির কারণে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐসব ওলীরাই হতেন (নাউযুবিল্লাহ)। অতএব এটি শরীয়ত সম্মত ও বৈধ। কিন্তু আমরা সেটিতে কি কি বৃদ্ধি ও সংযোজন করেছি তার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ওরসের দাবী ও চাহিদা তো এটি ছিল যে, তাতে শুধুমাত্র কুরআনখানি হবে, যিকির আযকার হবে, দান খায়রাত করা হবে এবং উপস্থিতদের মধ্যে তাবাররুক বিতরণ করা হবে, বরকতের জন্য ওয়াজ-নসীহতের সমাবেশ হবে, না'ত পরিবেশন করা হবে এবং বক্তব্য হবে, আধ্যাত্মিক কবিতাবলী আবৃত্তি করা হবে, ঐ বুযর্গের মকাম ও মর্যাদা বর্ণনা করা হবে, তাঁর দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি এবং ইবাদত সাধনার বর্ণনা দেয়া হবে যাতে লোকদের অবস্থা সংশোধন হয়ে যায়। এই সবই হলো ওরসের আয়োজন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমাদের সমাজে আজকাল ওরস এ পদ্ধতিতে পালন করা হয় যে, দূর থেকে মদ্যপায়ীদের আকৃতিতে মিছিল সহকারে আসা হয়, মদ্যপদের আকৃতিতে চাদরসমূহ উত্তোলন করে আনা হয়। নাচ-গান সহকারে আগমন করা হয়। চাদরসমূহের উপর টাকা-পয়সার বারিবর্ষণ করে ঢোল-তবলা ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাদ্যযন্ত্র সহকারে আগমন করা হয়। গায়কদের ডেকে সেমা'র নামে মাহফিল করা হয়। এটিকে কাওয়ালী নাম দেয়া, যা স্বয়ং মূল সেমা বা কাওয়ালীকে অপমানের নামান্তর। ঐসব লোক যারা অযূ অবস্থায় থাকে না, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মদ্যপ আফিমসেবী ও নেশাগ্রস্ত হয় এবং জ্ঞানবানপূর্ণবয়স্ক একাগ্রচিত্ত সম্পন্ন হয় না। তাদের ব্যাপারে আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, 'এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হারাম এবং এমন সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাও হারাম। ওরসের মাহফিল আয়োজন করবেন যেন আপনার আত্মার সজীবতা (রূহানিয়ত) বৃদ্ধি পায়। এর উদ্দেশ্য এটি নয় যে, এটিকে হাসি-তামাশার বিষয় বানাবে। এটিকে মেলা বানাবে।'

২. শুধুমাত্র সেদিন দান খয়রাত করা ফরজ (আবশ্যক) মনে করবেনা

ওরসের দিন সাদকা-খায়রাত ও কুরআন তেলাওয়াতের উপহারসমূহ পেশ করা বুযর্গদের আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। এ আমলটি বরকতের কারণ তো বটেই কিন্তু তাতে সীমাতীত বিশ্বস্ত না হওয়া চায়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি ধারণা করে যে, এই নির্ধারিত দিনেই দান-খয়রাত ও খতমে কুরআন করলে সওয়াব পৌছাবে। যদি একদিন পূর্বে বা পরে হয়ে যায়, তাহলে সওয়াব পৌছাবে না, এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। যে দিনই দান-খায়রাতের সওয়াব পৌছাতে চায় তা পৌছে যায়। কিন্তু ঐদিন নির্দিষ্ট করে খতম দেয়া এটি শুধু হেকমতের প্রেক্ষাপটে ও বিশেষ বরকত লাভের কারণ স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয ও ওয়াজিব নয়। এটি নামাযের মত নির্ধারিত নয় যে, জোহরের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আসরের সময় এসে গেছে তাই কাযা হয়ে গেছে এবং আসরের সময় শেষ হয়ে গেছে তাই মাগরিবের সময় আসরের নামায কাযা হয়ে গেছে। এটি শুধু ফরয নামাযসমূহের ব্যাপারে যে,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"নিঃসন্দেহে নামায মূসলমানদের উপর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ফরয।"[৯৪]

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে ফরয নামায আদায় করা যায় না। ঈসালে সওয়াবের জন্য সময় নির্ধারণ এরূপ নয় যে, যেদিন নির্ধারিত হয়েছে তার পূর্বে ও পরে খতম আদায় করা যাবেনা; বরং ঐ

[৯৪] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১০৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নির্ধারণ বরকত লাভ ও আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষার হেকমতের প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে। অন্যথায় আগে পরে যখনই খতম আদায় করবে সওয়াব পৌছবে।

৩. হুযূর গাউসে পাকের প্রবর্তিত ঈসালে সওয়াবের বৈধ পদ্ধতি

হুযূর গাউসুল আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈসালে সওয়াবের জন্য ইসলামী বিশ্বে চন্দ্র মাসের এগার তারিখ ঈসালে সওয়াবের জন্য খতমের ব্যবস্থা করার প্রচলন রয়েছে। যেটিকে পরিভাষায় তারিখের সম্পৃক্ততার দিক থেকে গিয়ারভী শরীফ বলা হয়। শরীয়তে এটিকে নাজায়েয বলার জন্য কোন কারণ বিদ্যমান নেই। রূহানী উপকার লাভ এবং ঐ নীতির ভিত্তিতে এটিও জায়েয বরকতের কারণ। রূহানী উপকার লাভ এবং ঐ মহান ওলীর পবিত্র আত্মার সাথে বিশেষ সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করার মাধ্যম। যখন কেউ দান-খায়রাতের উপঢৌকন প্রেরণ করে তখন ঐ বুযর্গের হাত রূহের জগত (আলেমে আরওয়াহ) ও কবরের জগতে (আলমে বরযখ) তার কল্যাণের জন্য উঠে যায়। তিনি তাঁর সমৃক্ত ও সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের উপহার গ্রহণ ও আদায় করে পুনরায় দোয়ার উপহার প্রেরণ করেন।

অবৈধ পন্থায় অতিরঞ্জনের চিত্রসমূহ

গিয়ারভী শরীফে সীমালঙ্ঘনের প্রচলিত রূপ এগুলো হতে পারে।

১. একটি রূপ হচ্ছে, কেউ গিয়ারভী শরীফের খতম আদায় না করলে আপনারা তাকে পাপী ইমানহারা ও কাফের বলতে থাকেন। কেননা খতম ও ঈসালে সওয়াব করা এটি তো মুস্তাহাব। বরকতের কারণ ও মঙ্গলজনক কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ফরয ও ওয়াজিব নয়। ঠিক এরূপভাবে আপনি যদি দু'রাকাত নফল নামায আদায়ের অভ্যাস করেন চাই তো সারাজীবন পড়তে থাকেন কখনো এটির ব্যতিক্রম না করেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ অভ্যাস পছন্দনীয়। কিন্তু এটি পছন্দনীয় নয় যে, এ প্রিয় অভ্যাসকে ফরয ও ওয়াজিবের স্থানে রাখবে। আমলের দিক থেকে সর্বদা এ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পছন্দনীয়। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যে আমলই করে যদি সেটির উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট অতিপ্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাসের দিক দিয়ে এটিকে ফরয ও ওয়াজিবের সমতুল্য করা যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. মূর্খতার কারণে দ্বিতীয় মন্দ ধারণা এটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেক লোক মনে করে যে, হয়তো যদি আমরা গিয়ারভী শরীফের খতম আদায় না করি তাহলে আমাদের মহিষ মরে যাবে অথবা গরু মনে যাবে কিংবা আমাদের (ঘরে) চুরি হবে। এও ধারণা করে যে, খতম আদায়হীন থেকে গেছে। এজন্য ক্ষতি হয়ে গেল। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর ওলী তো করুণার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। কেউ খতম আদায় করে তখনও দোয়া করেন। আদায় না করলে তখনো দোয়া করেন, কেউ ভুলে গেলে অগ্নিশর্মা ও ক্রোধে উদ্বোলিত হয়ে উঠেন না। নফল ইবাদত সদ্‌কা ও খয়রাত যদি কেউ কোন কারণে কারতে না পারে তখনও আল্লাহর পক্ষ থেক তার কোন ক্ষতি হয় না। আর যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে যে, আদায় না করলে কোন ক্ষতি হবে, তাহলে এটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ হবে।

৩. এরপর সেটির মধ্যে তৃতীয় মন্দ মনোভাব আমরা এটি সৃষ্টি করছি, যে না নামাযের নিকট গিয়েছে, না রোজার নিকট, ফরজসমূহকে দৃষ্টির বাইরে রেখে দেয়া হয়েছে এবং সুন্নাত সমূহকেও। প্রাণভরে হারাম খেলো, গীবত করলো, মোটকথা যাবতীয় মন্দকর্মে লিপ্ত থাকে আর এটি মনে থাকে যে, মাসের শেষে যদি গিয়ারভী শরীফের খতম আদায় করিয়ে দিই, যদি বছর শেষে মিলাদে পাকের ডেকসিসমূহ পাকিয়ে দিই, তাহলে সম্ভবত সমস্তকৃত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। এ ধারণা ধর্মের বাস্তবরূপকে মুছে দেয়ার সমতুল্য। ফরযসমূহ আদায় করা স্বস্থানে ফরয। আর নফল ইবাদতসমূহের হুকুম আপন স্থানে। কিন্তু এটিকে ফরযের স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে না।

সায়্যিদুনা গাউসে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু যার ঈসালে সওয়াবের জন্য আমরা খতম আদায় করি তিনি তো ইরশাদ করেছেন যে, বেনামাযী ব্যক্তির দাফন হবার স্থান তার থেকে চল্লিশ বছর আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি শরীয়ত পরিপন্থী কর্ম সম্পাদনকারীকে সাধারণভাবে ফাসেক পাপচারী এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন বলেছেন। শরীয়তের বিরুদ্ধাচারীদের উপর বুযর্গগণ অভিসম্পাত করেছেন। এ কথা বুঝে আসে না যে, ঐসব বুযর্গদের সাথে এটি আমাদের কেমন সম্পর্ক যে তাদের পথসমূহ পরিত্যাগ করে তামাসাবৃতভাবে ভালবাসার দাবী করা হচ্ছে?

খতম আদায় করা হলে তাতে সন্দেহ নেই যে, এটি রূহানী সম্পর্ক ও রূহানী বরকতের কারণ হবে। তাদের রূহানী সন্তুষ্টির কারণ হবে। রূহানী নৈকট্যের কারণ হবে। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম হলো যে, তাদের পদাঙ্কের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপর চলা, তাদের অনুসৃত পথে চলা এবং তাদের জীবনাচরণ গ্রহণ করা। সায়্যিদুনা গাউসুল আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজের অভ্যাস তো এটি যে তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। আর আমাদের অবস্থা এই যে-

১. নামাযের নিকটও যায়না।

২. রোজার নিকটও যায়না।

৩. অবৈধ কর্ম করছি এবং নিজকে গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রেমিকও দাবি করছি।

৪. সবুজ সবুজ ও লম্বা লম্বা বস্ত্রাদি পরিধান করে শরীয়তের অনুশাসন ও আনুবর্তিতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলছি।

৫. হাতে লোহার কংকন পরিধান করি যা শরীয়তে হারমা ঘোষিত।

৬. বাদ্যযন্ত্র বাজায়, নৃত্য করে, মদ্যপান করে। এরপর বলা হয় যে, এ ব্যক্তি গাউসে পাকের ফকির, হুযূর দাদা সাহেবের ফকির, এ ব্যক্তি অমুক বুযর্গের ফকির। যারা শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপকারী এমন ফকিরদের উপর হযরত দাদা সাহেব রাহমতুল্লাহি আলাইহি, হুযূর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য বুযর্গরা হাজার বার অভিশাপ পাঠায়।

যে ব্যক্তি মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের বিরুদ্ধাচারী হয় সে যদিও বাতাস ও শূন্যমার্গে উড়ে, পানির উপর চলে এবং আগুনে ঘুরতে দেখা যায়, তার আগুন তাকে জ্বালাতে না পারে, তবুও সে অভিশপ্ত, সে অবৈধ কর্মকারী, সে জাদুকর। সে না ওলী হতে পারে, না সম্মানিত ব্যক্তি, তবুও সে দাবী করে বসে যে আমি গাউসে পাকের সাথে সম্পর্ক রাখি। তার সম্পর্ক শয়তানের সাথে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারেনা।

পুণ্য অর্জনের ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা

আমরা ঈসালে সওয়াব ও খতমের আয়োজনে ধর্মের বাস্তব রূপ ও হেকমতকে দৃষ্টির অন্তরাল করতে যাচ্ছি। আমরা সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে সমূহে লাউট স্পীকারে উচ্চস্বরে খতম পড়ার প্রচলন করছি। যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার বিশ্রাম, কর্মপালন এবং অধ্যয়নে বিঘ্নতা কিংবা অসুস্থতার কারণে এমনটি করতে এ বলে নিষেধ করে যে, দয়া করে আওয়াজ সামান্য ছোট করুন তখন সে সময়ই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ শুরু হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফতোয়া দেয়া হয় যে, বাধাদানকারী অমুক হয়ে গেছে। এটা হয়ে গেছে, ওটা হয়ে গেছে। মসজিদে লাউট স্পীকার তো এ জন্য দেয়া হয়না যে, আশে পাশে মুসলমানদের আরাম-আয়েশকে বিনষ্ট করে দেয়া হবে। আমাদের এ অবস্থা দেখা দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ঈসালে সওয়াব করার বিমূখী হয় তাহলে আমরা ঘৃণা সৃষ্টির কারণ হব। কেননা ধর্ম মাধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। নেক কাজ করবেন কিন্তু এ পদ্ধতিতে করবেন যেন অন্যদেরও সেটির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এভাবে এত অধিকহারে করবেনা, এতো জোরালোম্বনের করবেনা যেন কেউ তোমার প্রতি এবং ধর্মের প্রতি ঘৃণাকারী হয়ে যায়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয বিন জাবাল ও হযরত আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে যখন ইয়ামেন অভিমূখে রাওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন,

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا.

'এভাবে পেশ করবে যেন তাদের সহজে দৃষ্টি গোচর হয়। কঠিন করে আমার দ্বীনকে তাদের সামনে উপস্থাপন করবে না এবং এভাবে পেশ করবে যেন তারা সুসংবাদ মনে করে ধীরে ধীরে চলে আসে। তাদেরকে আমার দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী করো না।'[৯৫]

এক ব্যক্তি এশার নামাযে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতে ছিল, তখন কতিপয় বৃদ্ধ সাহাবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন আর তিনি তাকে দীর্ঘ কেরাতে পড়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন,

فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে তার উচিত সহজতর করা। কেননা তার পেছনে দূর্বল, বৃদ্ধ ও কাজকর্মের প্রয়োজন সম্পন্ন লোকেরাও থাকে।'[৯৬]

তাদেরকে নামাজের প্রতি ঘৃণাকারী করোনা। এ পরিমাণ কেরাত পড়ো যেন সকলেই সহজভাবে শ্রবণ করতে পারে। আমরা এ নীতি গ্রহণ করছি যে, প্রতিদিন অধিকহারে খতম পড়ার আমল করি। যাতে লোকেরা শুনে সংকীর্ণমনা

[৯৫]. সহীহ বুখারী শরীফ, ২/৯১৪
[৯৬]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়ে যায়। যখন ঐ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এসে কথা বলে, তখন আমরা বলি যে, এ ব্যক্তি খতমের বিরুদ্ধে কথা বলছে। সে দরুদ সালামের বিপক্ষে কথা বলছে। সে শরীয়তের বিপরীত কথা বলছে।

হায়! কখনো আমরা নিজেরাও যদি চিন্তা করতাম যে, পুণ্যময় আমলকে কিভাবে সম্প্রসারণ ও বিস্তার করা উচিত? দরূদ-সালামকে এভাবে পেশ করবো যেন সকল মুসলমানদের নিকট হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। ঘৃণা সৃষ্টি না হয়। প্রত্যেক কাজ তার নির্দিষ্ট আঙ্গিকে এবং নির্ধারিত সময়ে ভাল লাগে। যে কর্মকে যতই ব্যাপক করতে যাবে, অলিগলিতে প্রচলিত করবে যেখানে সেখানে ব্যাপক করবে তাহলে এটির পবিত্রতা বিনষ্ট হতে থাকবে।

এসব সীমালঙ্গন ও শৈথিল্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ছিল, যা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। আমাদের উচিত যে, আমরা প্রত্যেক কাজে নিজেদের অবস্থা হিসাব করব। নিজেদের অবস্থায় পরিসংখ্যান নেব। কখনো এমনটি হয়না যে, আমরা বৈধকে অবৈধ বলে এবং অবৈধকে বৈধ বলে গুনাহগার হয়। যেভাবে বৈধকে অবৈধ বলা নিষেধ তেমনি অবৈধকে বৈধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করাও অবৈধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম অধ্যায়

ঈসালে সওয়াবের মাসআলা ও বিদআতের স্বরূপ

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন পাক ও বরকতময় হাদীসের আলোকে ঈসালে সওয়াবের সওয়াব ও সেটির শরয়ী বিধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা এটিও সুস্পষ্ট করছি যে, পুণ্য অর্জনে কিভাবে সীমালঙ্ঘন ও সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা যায়। ঈসালে সওয়াবের মাসআলা আজো পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমানদের নিকট ঐক্যমতপূর্ণ মাসআলা হয়ে আছে। আর এটির অস্বীকারকারী দীনের বাস্তবিক রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের ভাষ্যমতে মৃতের নিকট জীবিতদের আমলের সওয়াব পৌঁছে থাকে। জমহুর মুসলমানদের মতে এটি বৈধ আকিদা এবং যারা অস্বীকার করে তারাই মূলত বিদআতী।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম আল জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, যেসব লোক ঈসালে সওয়াবকে অস্বীকার করে তারা বিদআতী।

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ شَيْئٌ الْبَتَّةَ لَا دُعَا وَلَا غَيْرُهُ.

'কতিপয় তার্কিক বিদআতী বলেন, মৃতের নিকট না দোয়ার সওয়াব পৌঁছে, না অন্য কোন আমলের সওয়াব।'[৯৭]

সাধারণভাবে এ মাসআলার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, মৃতের ঈসালে সওয়াবের জন্য কুলখানি, সপ্তমি, চল্লিশা ও ওরস ইত্যাদির জন্য দিন নির্ধারণ করা এবং এ পুণ্যময় আমলকে কারো প্রতি সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। তারা দলিল পেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরূপ নির্দিষ্ট করা হতো না এবং প্রত্যেক ঐ নতুন কর্ম যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলনা আর না খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীদের যুগে এটির অস্তিত্ব ছিল, সেটি বিদআত। এ জন্যে এটি হারাম ও নাজায়েয। বাস্তবিক পক্ষে কি ঘটনা এমনই? এ বাস্তবতাকে জানার জন্য এখানে ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে বিদআতের বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক জ্ঞানগত আলোচনা উদ্দেশ্যে নয়, এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমার স্বতন্ত্র

[৯৭]. আর রূহ, পৃষ্ঠা : ১৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুস্তক تصور بدعت اور اس کی شرعی حیثیت (বিদআতের স্বরূপ এবং এটির শরয়ী অবস্থান) অধ্যয়ন উপকারী হবে। এখন আমরা বিদআতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট করব যে, বিদআতের প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এ প্রচলিত ধারণা অনুসারে ইসলাম ধর্মের অগণিত বাস্তব বিষয় এবং এর অসংখ্যা শিক্ষাবলী বিদআতের পর্যায়ে এসে তা ধর্ম থেকে বিলুপ্তির স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

বিদআতের শাব্দিক অর্থ

বিদআত আরবী ভাষার শব্দ যা بدع মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে,

اِخْتَرَعَهُ وَصَنَعَهُ لَا عَلَى مِثَالٍ.

'নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা, নতুন বানানো অথবা যে জিনিসের পূর্বে অস্তিত্ব না থাকো সেটিকে অস্তিত্বের জগতে আনা।'[৯৮]

যেভাবে এ জগত অনস্তিত্ব ছিল এবং এটিকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ব নমুনাহীন সৃষ্টি করে অস্তিত্ববান করেছেন, শাব্দিক দৃষ্টিকোণে এটিকেও বিদআত বলা হবে। আর এ বিদআতের প্রবক্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই যিনি তাঁর সৃষ্টির মহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন,

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

"(তিনি আল্লাহই) আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকারী (যিনি অস্তিত্বহীন থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন) এবং যখন তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন সেটিকে বলেন যে, হয়ে যাও তখন সেটি হয়ে যায়।"[৯৯]

এভাবে অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন,

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿١٠١﴾

"তিনি (কোন নমুনা ব্যতিরেকেই) আসমান ও জমীন সমূহের স্রষ্টা।"[১০০]

[৯৮]. আল মুনজিদ, পৃষ্ঠা : ২৯
[৯৯]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৭
[১০০]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১০১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐ সত্তা যিনি কোন এমন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেন যা পূর্বে বিদ্যমান ছিলনা, তাকে بديع (বদী) বলা হয়। বিদআতের এ ভাষ্যের স্পষ্টতা কুরআন হাকীমের এ মহান বাণী থেকেও প্রতীয়মান হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোষণা করানো হচ্ছে,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ۝

"আপনি বলুন, আমি কোন নতুন রাসূল নই।"[১০১]

উক্ত কুরআনী দলীল সমূহের ভিত্তিতে বিশ্লেষিত হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠে ও আকাশ জগত সৃষ্টির প্রত্যেক নতুন স্তরকে আল্লাহ তা'আলার ভাষায় বিদআত বলা হয়েছে। 'ফতহুল মুবীন শরহে আরবাঈনে নবভীতে' আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বিদআতের শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করে লিখেন,

اَلْبِدْعَةُ لُغَةً مَا كَانَ مُخْتَرَعًا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَ مِنْهُ ﴿بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَيْ مُوْجِدُهُمَا عَلَى مِثَالٍ غَيْرُ سَابِقٍ.

'শাব্দিক দৃষ্টিকোণে বিদআত এমন নতুন কর্মকে বলে যেটির নমুনা পূর্বে অস্তিত্ব না থাকে (যেভাবে কুরআনে প্রভুত্বের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) আসমান ও জমীনের স্রষ্টা অর্থাৎ জমীন ও আসমানকে কোন পূর্ব উদাহরণ ব্যতিরেকে (প্রথমবার) সৃষ্টিকারী।'[১০২]

বিদআতের পারিভাষিক অর্থ

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআতের অর্থ ব্যাখ্যা করে ফকীহ ও হাদীসের ইমামগণ এটির সংজ্ঞা এরূপ দিয়েছেন, "প্রত্যেক ঐ নতুন কর্ম যেটির কোন ভিত্তি মাধ্যম সহকারে কিংবা বিনা মাধ্যমে না কুরআনে থাকে, আর না রাসূলে পাকের সুন্নাহতে। আর এটিকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের মধ্যে গণ্য করে ধর্মীয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।" (ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয় ঐ সব বিষয়কে বলে যেগুলো থেকে কোন একটি বিষয় অস্বীকার করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়)

[১০১]. আল-কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াত : ৯
[১০২]. বয়ানুল মাওলুদ ওয়াল কিয়াম, পৃষ্ঠা : ২০

www.AmarIslam.com

এমন বিদআতকে মন্দ বিদআত (بدعت سيئة) ও ভ্রান্ত উদ্ভাবন (بدعت ضلال) বলে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ দ্বারাও এ মন্দ বিদআত উদ্দেশ্যে। আর প্রত্যেক নতুন কর্মকে ضَلَالَةٌ বলা হবেনা।

প্রতিটি নতুন কর্মই কি অবৈধ

এমন নতুন বিষয় সমূহ বিদআত বলে গণ্য করা হবে, যেগুলোর ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে থাকবেনা। কিন্তু এতে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, প্রত্যেক নতুন কর্ম কি শরীয়তের দৃষ্টিতে এজন্যে নাজায়েয হবে যে, তা নতুন?

যদি শরয়ী নীতিসমূহের মানদণ্ড এটিই হয়, তাহলে ইসলামও পবিত্র শরীয়তের শিক্ষাবলীর মধ্যে থেকে শতকরা সত্তর থেকে আশিভাগ নাজায়েয হয়ে পড়বে। কেননা গবেষণার (ইজতিহাদ) সকল পদ্ধতি এবং কিয়াস, ইস্তিহসান ইস্তিস্বাতে ও ইস্তিদলালের সকল স্বরূপকে না জায়েয বলা হবে। এভাবে ধর্মীয় জ্ঞান ও বিষয়সমূহ যেমন উসূল, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ যেগুলোর উদ্ভাবন ও পাঠদান, সেগুলো বুঝার জন্য সরফ, নাহভ, মাআনী, মানতিক (অলংকার শাস্ত্র) দর্শন ও অন্যান্য লেনদেন ও জীবন যাপন সম্পর্কিত জ্ঞান যা দীন বুঝার জন্য আবশ্যক এবং যুগের দাবী অনুযায়ী নিশ্চিত গুরুত্বের মর্যাদা রাখে সেগুলো শিখা ও শিখানো হারাম স্বীকৃত হবে। কেননা সেগুলোর ভিত্তি না কুরআনে রয়েছে, না হাদীসে, না সাহাবা কেরামের আমল থেকে সেগুলোর সত্যায়ন ও দৃঢ়তা পাওয়া গেছে। সেগুলো তো পরবর্তীতে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের জ্ঞানী ও গবেষকগণ সংকলন করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সব প্রকার অবস্থার বিবেচনায় নতুন এবং শাব্দিক দিক থেকে এটিও বিদআতের পর্যায়ে আসে।

প্রথম যুগে বিপরীত কিছু প্রচলিত বিষয়

হাজারো ও লাখো মাসায়েল, ধর্মীয় আমল ও মাযহাবী জীবনের মধ্যে আমাদের জীবনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে সে আঙ্গিকে না রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন, না সাহাবা কেরামগণ করেছিলেন কিন্তু আমরা করছি। যেমন-

১. মসজিদ পাকা বানানো।
২. মসজিদকে সুসজ্জিত করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য লাউট স্পীকার ব্যবহার করা।
৪. নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর আলোকে পুস্তক সংকলন করা এবং পড়া।
৫. নির্দিষ্ট স্থানসমূহে ওয়াজ প্রচার ও প্রশিক্ষণের জন্য সমাবেশের আয়োজন করা।
৬. সম্মেলনসমূহে তাকবীর (না'রা) লাগানো, চায় তা শুধু তাওহীদের শ্লোগানই হোক না কেন।
৭. নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে পোশাক পরিধান করা।
৮. কুরআন শরীফে গিলাফ ছড়ানো।
৯. কুরআন শরীফে যের, যবর ইত্যাদি পদচিহ্ন লাগানো।
১০. নামাযের পর পরস্পর করমর্দন করা।
১১. সরফ, নাহু, মানতিক ও দর্শন পড়া ও পড়ানো।
১২. দরসে নেজামী প্রতিষ্ঠা করা।
১৩. মাদ্‌রাসা সমূহের শত বার্ষিকী পূর্তি পালন করা।
১৪. মিম্বর সমূহের উপর কাফির ও মুশরিকদেরকে বসিয়ে ধর্মীয় মর্যাদার পতাকা উড়ানো।
১৫. বার্ষিক খতমে বুখারীর নামে সমাবেশের আয়োজন করা।
১৬. বিভিন্ন দল গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন করা।
১৭. মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী নামে সম্মেলন করা।
১৮. একটি নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট তারিখে বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা।
১৯. কেরাত ও না'তের প্রতিযোগীতার আয়োজন করা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে স্মারক ক্রেষ্ট বিতরণ করা।
২০. সিদ্দীকে আকবর দিবস, ওমর ফারুক দিবস, ওসমান গণি দিবস, শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম দিবস পালন করা।
২১. মিলাদের মাহফিলকে শিরক ও বিদআত বলে নিজেরা বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করা।
২২. রমজানুল মোবারকে শনিবার মাহফিলের ব্যবস্থা করা।
২৩. দলীয় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা।
২৪. ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান করা।
২৫. নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবর্গের জন্য মিছিল বের করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৬. নিজেদের শহীদ নেতাদের ছবি দ্বারা প্লেকার্ড বানিয়ে এবং ব্যাজ ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানানো।
২৭. জিহাদী কনফারেন্স ও জিহাদী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
২৮. সেমিনার ও আলোচনা সভারনামে আকাবির (পুরোধা)দের ওরস ও তাদের বার্ষিকী পালন করা।
২৯. গায়েবানা নামাযের জন্য প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে নিজেদের মতাদর্শকে প্রসারিত করা।
৩০. সামাজিক বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৩১. একতা প্রকাশের জন্য শিকল বানানো।

এসব হল ঐ আমল যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যুগে ছিল না এবং সাহাবায়ে কেরামগণও এমন সব কর্ম করেননি, কিন্তু আমরা করছি। যদি ঐ সবকিছু বিদআত না হয়, তাহলে ঈসালে সওয়াব যেটি প্রমাণিত মাসয়ালা, এটির জন্য নিজেদের ব্যবস্থাপনার সুবিধার্তে সময় নির্ধারণ করে এবং এ পুণ্যময় আমলটিকে কারো প্রতি সম্পর্কিত করা কীভাবে বিদআত হতে পারে? অথচ হাদীস শরীফে অসংখ্যা দলিলসহ এটির প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

পুণ্যময় আমলের জন্য সময় নির্ধারণ

কোন পুণ্যময় আমল ও সাদকা-খায়রাতের জন্য আয়োজন কেন্দ্রিক কোন একটি তারিখ নির্ধারণ করে নেয়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এখন এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, দান-খায়রাত তো যেকোন সময়ই করা যেতে পারে। এর জন্য তারিখ কেন নির্ধারণ করা হয়? তাহলে এ প্রসঙ্গে এ কথা জেনে রাখা ভাল যে, নির্ধারণ দুই প্রকার হয়ে থাকে-

১. শরয়ী নির্ধারণ।
২. ব্যবস্থাপনাগত নির্ধারণ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, হজ্ব, যাকাত, রোজা ইত্যাদি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত দিন ও নির্দিষ্ট সময় সমূহের সাথে সম্পর্কিত। ঐ সব দিন ও সময় থেকে সরে গিয়ে যদি কেউ আমল করে, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবেনা। এ জন্য যে এটি শরীয়তগত নির্ধারত।

দ্বিতীয় নির্ধারণ হল, ব্যক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ক। এ নির্ধারণ আমাদের নিজেদের সহজতার জন্য, আমলে স্থায়ীত্ব, ধৈর্য ও স্বত্বঃস্পূর্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোভাব সৃষ্টির জন্য করা হয়। এটি শরীয়ত নির্ধারিত নয়। এ ব্যক্তিগত নির্ধারণ আমলের স্থায়ীত্বের উদ্দেশ্যে করা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

তিনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সমাধিস্থলে ফাতেহাখানির জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি কতিপয় নফল আমলের জন্য বিভিন্ন সন্ধ্যা ও দিন নির্দিষ্ট করতেন যেন আমলে স্থায়ীত্ব সৃষ্টি হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

'আল্লাহর দরবারে সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে যেটি লাগাতার করা হয় চায় তা কমেই হোক না কেন।'[১০৩]

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতে নফল ইবাদতের জন্যও সময় নির্ধারণের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করছি।

১. দরূদেপাক পাঠের জন্য জুমার দিবস নির্ধারণ

হযরত আউস বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

'তোমাদের দিন সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এদিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিন তার রূহ কবজ করা হয়েছে। এ দিন সিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। এ দিনই সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। অতএব সেদিন অধিকহারে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো। নিশ্চয় তোমাদের এ আমল আমার নিকট পেশ করা হয়।'[১০৪]

[১০৩]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৬/১২৫
[১০৪]. সুনানে আবু দাউদ, ১/১৩৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. নফল রোযার জন্য সোম ও বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট করা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।'[১০৫]

৩. ভ্রমণের জন্য দিন নির্ধারণ

হযরত কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

'হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার দিন তাবুক যুদ্ধে গমন করেছেন এবং তিনি বৃহস্পতিবার ভ্রমনে বের হতে পছন্দ করতেন।'[১০৬]

৪. নফল ইবাদতের জন্য দিন নির্ধারণ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

'হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় গমন করতেন। তিনি কখনো পায়ে হেটে এবং কখনো বাহনে আরোহণ করে গমন করতেন। অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।'[১০৭]

৫. অন্য এক বর্ণনা এসেছে,

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ يَفْعَلُهُ.

'হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এরূপ করতেন।'[১০৮]

[১০৫]. জামে' তিরমিজী, ১/৯৩
[১০৬]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/৪১৪
[১০৭]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৫৯
[১০৮]. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন না কুরআন সেখানে গিয়ে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নফল নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিল আর না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে এটির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সুন্নত মনে করে হযরত ইবনে ওমর নিজের জন্য এ পুণ্যময় আমলের জন্য মসজিদ এবং দিনের নির্ধারণকে বহাল রাখলেন।

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও বক্তব্য এবং ওয়াজ ও নসীহতের জন্য বৃহস্পতিবার দিন নির্দিষ্ট করেছিলেন যেভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ.

হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিআল্লাহ আনহু বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি বৃহস্পতিবার জনসম্মুখে বক্তব্য দিতেন।'[১০৯]

পুণ্যময় আমলকে কারোনামে সম্পর্কিত করা

কেউ নেক আমল করে কারো রূহে সওয়াব পৌঁছানো এবং তার নামে সম্পর্কিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, সওয়াব ও সুন্নত। মান্নত, দান, সাদকা এ সবকিছু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য মান্নত, নযর ইত্যাতি করার কোন ধারণা নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য কুরবানী নেই। কারো জন্য দান খায়রাত নেই। প্রত্যেক আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই করতে হবে। তথাপি যে বুযর্গ, শায়খ, বন্ধু, কিংবা প্রিয়জনের জন্য ঈসালে সওয়াব করা হয়, তার নামে সম্পর্কিত করা, শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ ও দুরস্ত। এটিকে গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না করা চায়।

হাদীসে পাকে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার মায়ের পক্ষ থেকে কুপ খনন করতে বললেন এবং বলেছিলেন,

هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ.

'ঐটি (কুপ) সা'দের মায়ের জন্য।'[১১০]

[১০৯]. সহীহ বুখারী শরীফ, ১/১৬১
[১১০]. সুনানে আবু দাউদ, ১/১৪৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ কুপ আল্লাহর জন্য সদকা ছিল কিন্তু সওয়াব তার মায়ের নিকট পৌঁছানো উদ্দেশ্যে ছিল। এভাবে নামাজ ইবাদত তো আল্লাহরই কিন্তু হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য নামাজের জন্য বলেছিলেন যে, কেউ নফল পড়ে বলবে, هَذِهِ لأَبِي هُرَيْرَةَ 'এ নফল হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য।'[১১১] সেটি সওয়াবের উদ্দেশ্যে ছিল।

ইবাদত আল্লাহর জন্য সওয়াব বান্দার জন্য

যখন আপনি খাবার রান্না করে সায়্যিদুনা গাউসে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর রূহে সওয়াব পৌছান কিংবা হযরত দাতা গঞ্জেবখশ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রূহে, হযরত খাজা আজমীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রূহে, যুহদুল আম্বিয়া বাবা ফরীদ রাহমতুল্লাহি আলাইহির রূহে, হযরত আলাউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহুর রূহে, আপন ত্বরীকাতের শায়খ এবং মাতা-পিতার রূহে সওয়াব পৌঁছান, তখন যার যার রূহে সওয়াব পৌঁছাচ্ছেন এটি তাঁদের অধিকার যে, আপনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করবেন। কেননা সাদকা-খায়রাত ইবাদতের দিক থেকে তো আল্লাহর জন্য হবে, কিন্তু সওয়াব আল্লাহর জন্য নয়; বরং বান্দাদের জন্য হয়ে থাকে। বান্দার নাম নেয়া হয় সওয়াবের উদ্দেশ্যে আর আল্লাহর নাম নেয়া হয় ইবাদতের উদ্দেশ্যে।

একটি ভ্রান্তির নিরসন

একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে যে, সাদকা-খায়রাত ও পুণ্যময় আমল করে বুযর্গদের নাম নেয়া হয়, সুতরাং এখানে গাইরুল্লাহর নাম চলে আসল এটি কিভাবে বৈধ আমল হল? এর উত্তর হল, আপনি ওলিমা করার সময় আপনার সন্তানদের নাম নেন, বিবাহের ছাগল আনেন তখন আপনার সন্তান-সন্ততির নাম নেন, দাওয়াত দেওয়ার সময় বন্ধু-বান্ধবদের নাম নেন, অথচ বস্তু ও সম্পদের মালিক তো আল্লাহ। যখন আপনার জানা আছে যে, এর মালিক আল্লাহ তা'আলা, তাহলে এরপর ঐ সব জিনিস ও সম্পদ নিজেদের সাথে কেন সম্পৃক্ত করেন? প্রত্যেক কিছু রক্ষক হিসেবে আপনার আর হাকীকীভাবে আল্লাহ তা'আলার। এভাবে দান-খায়রাত ইবাদতের দিক থেকে তো আল্লাহর জন্য কিন্তু সওয়াবের দিক থেকে বান্দার জন্য। উক্ত পদ্ধতিতে এ

[১১১]. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পর্ক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের নীতি সঙ্গত।

এভাবে কিছু বন্ধুগণ তৃতীয় দিবসে ঈসালে সওয়াবেরই আয়োজনকে অথবা চল্লিশতম দিবসের ঈসালে সওয়াবকে সাধারণভাবে অবৈধ মনে করে থাকে এবং বলে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম এসব আমল করেননি। অথচ বিগত পৃষ্ঠা সমূহে হাদীস গ্রন্থাদি থেকে অসংখ্যা বর্ণনা এ কথার প্রমাণে আমরা পেশ করছি যে, স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ আমল সমূহের জন্য দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন। বিভিন্ন দিবস ও মাসের ফযিলত বর্ণনা করেছেন। যদি সাধারণভাবে নির্ধারণ করা না জায়েয হতো, তাহলে তিনি কখনো এমনটি করতেন না। না সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে মসজিদে কুবায় যাওয়ার আমল করতেন আর না সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার উপদেশ দিতেন। না ওয়াজ-নসীহতের জন্য সময় নির্দিষ্ট করতেন, কিন্তু তিনি এরূপ করেছেন।

এখন যদি কেউ ব্যবস্থাপনার সহজার্তে দিন ও তারিখ নির্ধারণ করে, তাহলে সেটির ভিত্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সব মহান বাণী উপর হবে যেগুলোতে তিনি শরয়ী নির্ধারণ ব্যতীত নিজস্ব বিষয়ে সহজতার জন্য দিন ও তারিখ নির্দিষ্ট করেছেন। আমরা এ মতও পোষণ করি যে, শুধু তৃতীয়দিন কুলখানি ও পুরো চল্লিশাদিন খতম আদায়ের আমল অবশ্যকীয় নয়। আজকাল লোকেরা নিজেদের সহজতার উদ্দেশ্যে জন্য ঈসালে সওয়াবের জন্য কুলখানি করে নেয়। এভাবে চল্লিশমত দিবসের খতম দিন সমূহের কোন এক দিনই আদায় করে নেয়। আমি সংক্ষেপে একথা বলব যে, এটি নাজায়েয বলা ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সীমালঙ্গন ও অতিরঞ্জন শরীয়তে ঈসালে সওয়াবের উল্লেখিত সব পদ্ধতিগুলোই শর্তহীনভাবে জায়েয। বরকতের কারণ ও সওয়াবের মাধ্যম। আর এ ধারণা করা যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামগণ তৃতীয় দিন ঈসালে সওয়াবের জন্য এমন আয়োজন কখন করেছিলেন, এটি ভুল। কেননা যা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুবাহ হয়, যেটির ব্যাপারে কুরআনের কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে, হাদীসে পাকের মধ্যে অস্বীকৃতি না থাকে এবং এর কোন দিক (প্রসঙ্গ) শরীয়ত পরিপন্থি না হয় আর তা মৌলিকভাবে মুবাহ রূপে পাওয়া যায় তাকে মূলত জায়েযই বলে। তা প্রথম যুগে কখনো করা হোক কিংবা না হোক সর্বাবস্থায় জায়েয।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি ঐ সব কিছু করার নামই দ্বীন হয় যা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ করেছেন, তাহলে এরপর কুরআন হাদীস ব্যতীত অন্য কোন কিছু বর্ণনার অনুমতি পাওয়া যেতো না। এ যে আমরা দুই দুই ঘন্টা ধারাবাহিক বক্তব্য দিই, দল গঠন করি, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করি, চাই তা মাযহাবী হোক, সেগুলোর মধ্য থেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিমের যুগে কিছুই ছিল না, কিন্তু এ সবকিছু امر بالمعروف (সৎকাজের আদেশ) ও نهي عن المنكر (অসৎকাজ হতে নিষেধ) অর্থাৎ একটি বৈধ ও বরকতপূর্ণ কর্মের জন্য। আমরা এরূপ করি মৌলিকভাবে এর সবকিছু জায়েয ও মুবাহ। এরই পর্যায়ে ঈসালে সওয়াব বিশটি পদ্ধতিতে এটি জায়েয হওয়া, মুস্তাহাব হওয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত।

যখন এ কর্ম মৌলিকভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, তাই এটি তৃতীয় দিন করা হোক কিংবা চল্লিশতম দিন করা হোক তাতে শরীয়ত কোন বাধা ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যা পুণ্যময় কাজ, যে সময় ইচ্ছা করবে শরীয়তের কোন অনুসরণীকা নেই। তৃতীয় দিনের পূর্বে করে নেন তাও আপনার খুশি পরবর্তীতে করুন তখনও জায়েয হবে। কিন্তু তৃতীয় দিন এ জন্য করা হয় যে, সেদিন যেহেতু শোক পালনের সমাপ্তি হচ্ছে তাই বুযর্গগণ মনে করলেন যেন শোক প্রকাশের সমাপ্তি সাদক-খায়রাত, খতমে কুরআন ও কল্যাণজনক দোয়ার মাধ্যমে করা হয়। যদি আপনি চল্লিশতম দিবসে করতে চান, এর পূর্বে করতে চান, পরবর্তী করার ইচ্ছা করেন, প্রতিদিন করেন, প্রতি মাসে কিংবা প্রতি বছরে করেন, শরীয়তের কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই। যখন ইচ্ছা দান খায়রাত করবেন। ঈসালে সওয়াবের জন্য এটি বৈধ ও শরীয়ত সম্মত পন্থা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি. ।

৩. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযইবনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং ।

৪. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং ।

৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং ।

৬. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং ।

৭. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-আদবুল মুফরাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং ।

৮. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং ।

৯. দারু কুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নোমান (৩০৬-৩৮৫ হি./৯১৮-৯৯৫ ইং), **আল-ইলাল**, রিয়াদ. সৌদি আরব, দারু তাইবাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং ।

১০. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি. ।

১১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি ।

১২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং ।

১৩. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং ।

১৪. নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব বিন আলী বিন সেনান বিন বাহার বিন দিনার (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), **আস-সুনান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ ইং ।

১৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শু'আবুল ঈমান** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৬. আলুসী : শিহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (ওফাত : ১২৮০ হি.) **রুহুল মা'আনী**, দারুত তুরাসুল আরবী।

১৭. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), **আস-সুনান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরবী, ১৪০৭ হি.।

১৮. দায়লামী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ ইং), **আল-ফিরদাউস বিমা'সুরিল খিতাব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

১৯. খতিবে তাবরিযী : ওলী উদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বি আবদুল্লাহ (৭৪১ হি.) **মিশকাতুল মাসাবিহ** : লাহোর, পাকিস্তান।

২০. দেহলভী : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (৯৫৮-১০৫৩ হি./১৫৫১-১৬৪২ ইং) **আশি'আতুল লুমআ'ত** : মাকতাবায়ে নূরীয়া রেযভীয়া, পাকিস্তান।

২১. সুয়ূতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **শরহুস সুদূর**, ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রেজভীয়া।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com